Contents

অষ্টম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

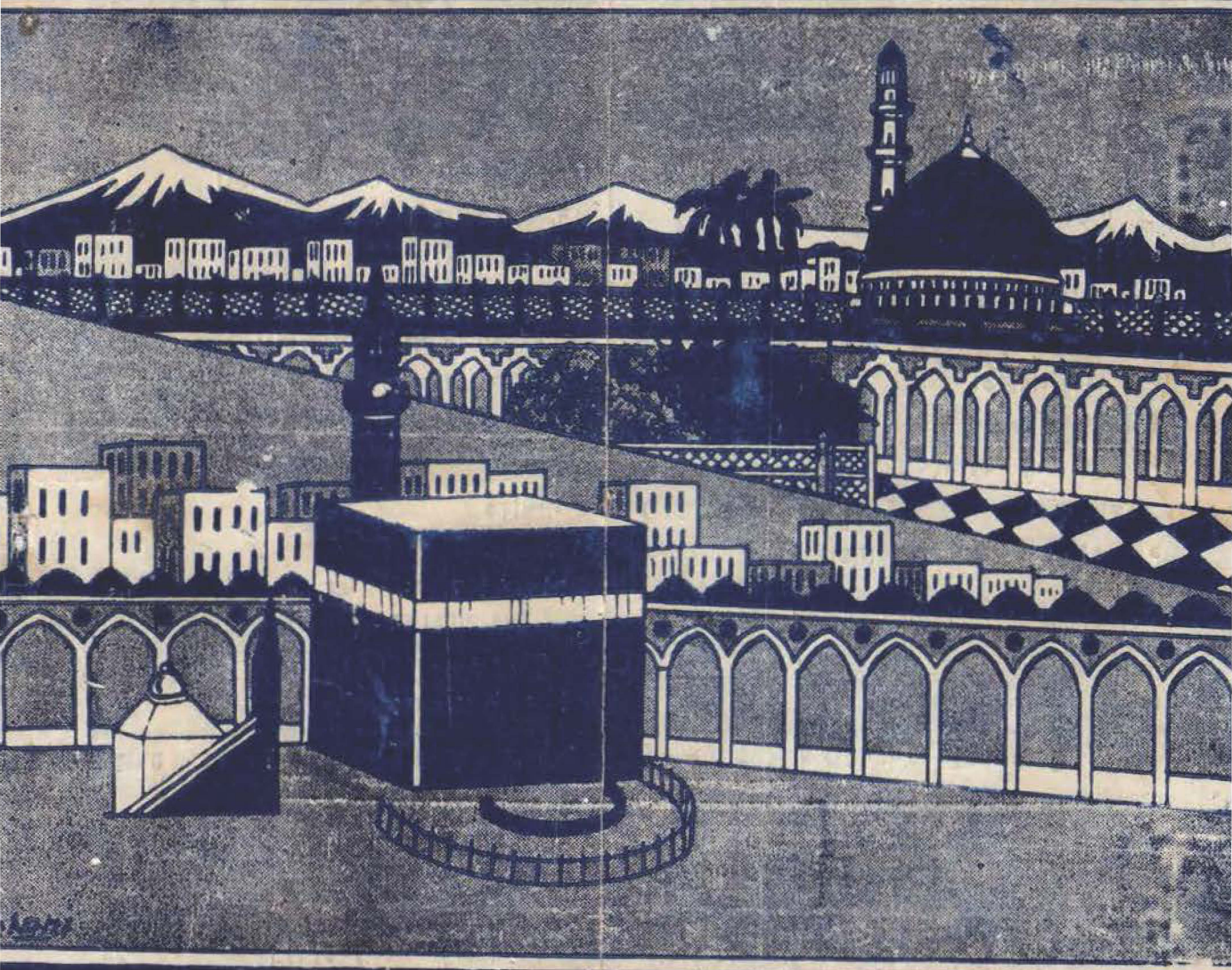

সম্পাদক

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ বাং মে ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সূরত-আলফাতিহার তফ্‌সীর	(তফ্‌সীর)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	১
২।	হাদীস ও ফিক্‌হ	(অসূল)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৯
৩।	রেনেসাঁর প্রতিক্রিয়া	(সমাজ দর্শন)	এম, এ, কোরায়শী	১৫
৪।	মস্‌জিদে নববীর সম্প্রসারণ	(ইতিহাস)	ফযলুল হক সেলবর্ষী	
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	মূলঃ স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ ঃ মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোনা	২১
৬।	নারী স্বাধীনতা	(সমাজ তত্ত্ব)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি-লিট	২৫
৭।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	মোঃ আসাদুয্‌যামান বি, এস-সি,	২৮
৮।	জুমা মস্‌জিদের সংখ্যাধিক্য ও স্থান পরিবর্তন	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	সম্পাদক	৩৮
৯।	হাফিয ইবনেহাজার আস্‌কালানী	(জীবনী)	আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪৪
১০।	ইঙ্গিত	(কবিতা)	কবি আতাউল হক	৪৬
১১।	সাময়িকী	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৭
১২।	প্রাপ্তিস্বীকার		পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৫২

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তরঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু,

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	মে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ, যিল্কদ ১৩৭৭ হিঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ বংগাব্দ	প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫০)

যে বেহেশ্‌ত হইতে হযরত আদম বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার অবস্থান কোথায় ?

হয্‌রত আদম যে বেহেশ্‌ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার অবস্থান সম্বন্ধে বিদ্বানগণ পাঁচ প্রকার অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন ঃ

(১) আহ্‌লেসুন্নতগণের প্রায় সকলের আর অধিকাংশ মুসলমান বিদ্বানের অভিমত অনুসারে সাধুসজ্জনগণের চরম আবাসভূমি যে বেহেশ্‌ত, যাহা কোরআনে "আল্‌জান্নাহ" নামে কথিত হইয়াছে, হয্‌রত আদমকে সেই বেহেশ্‌তেই স্থান দান করা হইয়াছিল এবং সেই "জান্নাতুল মা'ওয়া" বা "জান্নাতুলখুল্‌দ" হইতেই তিনি বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

(২) ইব্‌নেকুতায়বা তাঁর মআরিফে, কাযী য়োতী তাঁর তফ্‌সীরে যে অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন আর আবুলকাসিম বলখী ও আবুমুস্‌লিম ইস্‌ফিহানী এবং মু'তাযিলা ও কদরীয়া বিদ্বানগণ যে অভিমত প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন তদনুসারে স্বর্গীয় বেহেশ্‌ত "আল্‌জান্নাহ" হইতে হয্‌রত আদমকে বহিষ্কার করা হয়নাই এবং "আল্‌জান্নাহ"তে তিনি স্থানলাভও করেননাই। পক্ষা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্তরে তিনি যে বেহেশ্‌ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহা দুনিয়াতেই অবস্থিত ছিল।

(৩) ইমাম রাগিব আর কাযী মাওয়ার্দী স্বস্ব তফ্‌সীরে হাসান বস্‌রীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় চিরবাসস্থান "আল্‌জান্নাহ"র পরিবর্তে আদমের পরীক্ষা-ভূমি স্বরূপ আল্লাহ আর একটি স্বর্গীয় বাগীচা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ইব্‌নে ইয়াহ্‌য়া প্রভৃতি একদল বিদ্বান বলেন, আদমের পরীক্ষাভূমি স্বরূপ একটি বেহেশ্‌ত পৃথিবীতেই নির্মিত হইয়াছিল।

৫। আর একদল বিদ্বানের অভিমত এই যে, এ সম্পর্কে মৌনাবলম্বন করাই উত্তম।

যাহারা আদমের বেহেশ্‌তকে মুমিনগণের পারলৌকিক জীবনের স্বর্গোদ্যান মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি উপস্থিত করিয়া থাকেন :

(ক) আদম ও তাঁহার পত্নীকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাঁহাদের জন্য যে বাসস্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কোরআনে সর্বত্র 'আলজান্নাহ' শব্দ অর্থাৎ নির্দেশতাবাচক অব্যয়পদ 'অল' সহকারে জান্নাত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অব্যয়পদ দ্বারা 'জান্নাত' বা উদ্যানের ব্যাপক অর্থ বাতিল হইয়া যাইতেছে এবং নির্দিষ্ট স্বর্গীয় উদ্যান বুঝাইতেছে।

(খ) 'আলজান্নাহ'তে প্রেরিত হইবার প্রাক্কালে ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ হযরত আদমকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি ওখানে কখনও ক্ষুধার্থ হইবে-না, কখনও তোমাকে নগ্ন থাকিতে হইবেনা, তুমি কখনও তৃষ্ণার্ত হইবেনা আর তুমি রৌদ্রও ভোগ করিবেনা—সূরত তাহা—১১৮ ও ১১৯ আয়ত। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে মানুষ ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করেনা বা যে স্থানে তাহার পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আদম যে বেহেশ্‌তে বাস করার অধিকার পাইয়াছিলেন তাহা কোন পার্থিব কানন বা বাগীচা ছিলনা।

ان لک ان لا تجوع فیها و لا تعری و ان لک لا تظمؤ ا فیها و لا تضحی

(গ) বুখারী আবুহুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হযরত মূসা হযরত আদমের সহিত এই বলিয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনিই অপরাধ করিয়া জনগণকে "আলজান্নাহ" হইতে বিতাড়িত আর তাহাদের দুর্ভাগা বানাইবার কারণ হইয়াছেন।

قال: حاج موسى آدم عليهما السلام فقال له انت الذى اخرجت الناس بذنبک من الجنة و اشقيتهم —

(ঘ) ইব্‌নে আবি হাতিম স্বীয় সনদ সহকারে উবাই বিনে কআবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আদম আল্লাহকে বলিলেন, হে প্রভু, যদি আমি আমার অপরাধের তওবা করি আর ফিরিয়া আসি, তাহাহইলে কি আমাকে "আলজান্নাহ" প্রত্যর্পণ করা হইবে? আল্লাহ আদেশ করিলেন, হাঁ! ¶

ارأيت يا رب ان تبت و رجعت اعائدى الى الجنة ؟ قال: نعم !

(ঙ) মুস্‌লিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বিবিধ সনদে আবুহুরায়রা ও হুসায়ফার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আল্লাহ কিয়ামতে জনগণকে সমবেত করিবেন, "আলজান্নাহ" কে তাহাদের নিকটবর্তী করা হইলে মুমিনগণ উঠিয়া দাঁড়াইবে আর আদমের কাছে আসিয়া বলিবে, পিতা, আমাদের জন্য 'আলজান্নাহ' উন্মুক্ত করুন, তিনি বলিবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই কি তোমাদিগকে "আলজান্নাহ" হইতে বহিষ্কৃত করেনাই?

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع الله الناس فيقوم المومنون حيث تزلف لهم الجنة فياتون آدم، فيقولون يا ابا نا استفتح لنا الجنة فيقول و هل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم

প্রথম দলের দাবীর যেসকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, সেগুলি সমস্তই নিরংকুশ নয়। পার্থিব কাননকে কোন স্থানে "আলজান্নাহ" বলা হয় নাই বটে, কিন্তু 'আলিফলাম' অব্যয়পদ দ্বারা জান্নাত নির্দিষ্ট রূপে স্বর্গীয় উদ্যানকে নাও বুঝাইতে পারে। আল্লাহর উক্তি,

¶ ইবনেকসীর, বিদায়া (১) ৮১।

www.ahlehadeethbd.org

হে আদম তুমি আর তোমার স্ত্রী "আল-জান্নাতে" বাস কর— يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة

ইহার অন্তর্গত 'আলিফলাম' মা'হুদে-লফ্‌যী নয়, উহা যে মা'হুদে-যিহ্‌নী একথা সর্ববাদীসম্মত। এই আয়তের পূর্বে স্বর্গীয় জান্নাতের উল্লেখ নাই, বরং এই উক্তি উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি উত্থিত করিব, আর ইহাও অনস্বীকার্য যে, আদম মাটি দিয়াই নির্মিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পৃথিবী হইতে আদমের আকাশে উত্থিত হওয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে পারলৌকিক বেহেশ্‌তে তাঁহার অবস্থান নির্ধারিত হইয়াছিল, একথা অকাট্যরূপে সাব্যস্ত করা চলেনা। انى جاعل فى الارض خليفة

বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলি বিশুদ্ধ, কিন্তু উহাদের সাহায্যেও আদমের পারলৌকিক স্বর্গোদ্যানে বাস করা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়না। আর ইব্‌নে-আবিহাতিমের হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় দলের দাবীর প্রমান

(ক) 'জান্নাত' শব্দের প্রয়োগ কোরআনে দুনিয়ার কাননের জন্যও হইয়াছে। সুতরাং আদম পারলৌকিক বেহেশ্‌তের পরিবর্তে পার্থিব কোন উদ্যানেই বাস করার অধিকার পাইয়াছিলেন।

[খ] কোরআনের সূরত আল্‌হিজ্‌রে বলা হইয়াছে: বেহেশ্‌তীরা তথা হইতে কখনও বহির্গত হইবেনা—৪৮ আয়ত। সুতরাং হযরত আদমকে নন্দনকাননে স্থান দান করার পর বহিষ্কৃত করা উক্ত আয়তে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খিলাফ। و ما هم منها بمخرجين

[গ] ইব্‌লীসের মত অভিশপ্ত ও কাফের আদমের বেহেশ্‌তে গিয়া তাঁহাকে কুপরামর্শ দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অতএব উহা পারলৌকিক বেহেশ্‌ত হইতে পারেনা।

[ঘ] সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা বেহেশ্‌তে স্থানলাভ করিবে। সুতরাং আদমের শুধুশুধু বেহেশ্‌তে স্থানলাভ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারেনা।

[ঙ] বেহেশ্‌তে আদমকে আল্লাহ আহারের অনুমতি দিয়াছিলেন —আলবাকারা। হযরত আদম বেহেশ্‌তে নিদ্রাও যাইতেন। পারলৌকিক বেহেশ্‌তে ক্ষুধা ও নিদ্রার অবকাশ কোথায়? و كلا منها رغدا حيث شئتما -

[চ] পারলৌকিক বেহেশ্‌তেরই অপর নাম "জান্নাতুল খুল্‌দ" বা অমরাবতী। যদি আদম সেই বেহেশ্‌তেই স্থান লাভ করিতেন, তাহাহইলে ইব্‌লীস হযরত আদমকে একথা বলিবার সুযোগ কেমন করিয়া লাভ করিত যে, আমি তোমাকে অমর বৃক্ষের সন্ধান প্রদান করিব,—তাহা: ১২০ আয়ত। هل ادلك على شجرة الخلد

বস্তুতঃ দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের দাবীর পোষকতায় যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, প্রথম দলের উপস্থাপিত প্রমাণের তুলনায় সেগুলি অধিকতর দুর্বল আর কতক হাস্যকর। দুনিয়ার উদ্যানের জন্য 'জান্নাত' শব্দের ব্যবহার যে কোরআনে আছে, তাহা সাব্যস্ত করার জন্য আমাদের সমসাময়িক জনৈক ভাষ্যকার সূরত ফুর্কান, বনি ইস্‌রাঈল, বাকারা, সাবা ও কহফের যথাক্রমে ৮, ৯১, ২৬৫, ১৫ ও ৩৮ আয়তগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই কষ্টস্বীকার সম্পূর্ণ নিরর্থক। "জান্নাত" শব্দ পৃথিবীর কাননের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা কেহই অস্বীকার করেনাই। আল্লাহ আদমকে যে উদ্যানে বাস করার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহা জান্নাত নয়, কোরআনে তাহা "আল্‌জান্নাহ" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। উদ্ধৃত আয়তগুলির অন্তর্গত "জান্নাত"গুলি সমস্তই একাধারে যেমন পৃথিবীর উদ্যান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি চিহ্নিত আয়তগুলির অন্তর্গত একটি 'জান্নাত' ও নির্দেশতা বাচক 'আলিফলাম' অব্যয়পদের সহিত যুক্ত হয়নাই। সুতরাং চিহ্নিত আয়তগুলির সাহায্যে আদমের দুনিয়ার কোন কাননে স্থান লাভ করা কোনক্রমেই প্রমাণিত হয়না।

সূরত আলহিজ্‌রের কতিপয় আয়তে বলা হইয়াছে, সাধুসজ্জনগণ বেহেশ্‌তের উদ্যানসমূহে স্রোত- ان المتقين فى جنات و عيون ، ادخلوها بسلام آمنين ، و نزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ، لا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বতী তীরে বাস করি- يسكنوا فيها نصب و ما
বেন। তাহাদিগকে هم منها يخرجون -
বলা হইবে, শান্তি ও সচ্ছন্দতা সহকারে তোমরা উহাতে প্রবেশ কর। তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে পরস্পরের প্রতি পার্থিব জীবনের অসন্তুষ্টির ভাবকে আমরা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিব, তাহারা পরস্পরের ভ্রাতা রূপে মুখামুখী হইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে। তাহাদিগকে তথায় কোনরূপ শ্রমের কষ্ট ভোগ করিতে হইবেনা এবং তাহারা বেহেশ্‌ত হইতে কখনও বহির্গত হইবেনা, ৪৫ হইতে ৪৮ আয়ত পর্যন্ত।

উল্লিখিত আয়তগুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারাযায় যে, ইহলৌকিক জীবনের ঈমান ও সদাচরণের পুরস্কার স্বরূপ যাহারা নন্দনকাননে বাস করার অধিকার লাভ করিবে, শুধু তাহারাই বেহেশ্‌তে চিরবাস করিবে আর তাহাদের জন্যই বেহেশ্‌ত "দারুল কারার" চিরস্থায়ী বাসভবন বা "দারুস্ সওয়াব" বা পুরস্কারভূমি। হযরত আদমকে বেহেশ্‌তে স্থানদান করা হইয়াছিল পরীক্ষাক্ষেত্ররূপে, তাই আমরা দেখিতে পাই, তিনি বেহেশ্‌তে যদৃচ্ছভাবে সমুদয় বস্তু উপভোগ করার অনুমতি লাভ করেননাই, আদম ও হাউয়াকে আল্লাহ বলিয়াছিলেন, দেখ, সাবধান, তোমরা ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্ত্তীও হইওনা, যদি হও, তাহাহইলে তোমরা অত্যাচারী দলের অন্তরভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলেই আদমের স্বর্গোদ্যান হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, যদি পার্থিব কর্ম ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তিনি নন্দনকানন লাভ করিতেন তাহাহইলে কখনও উহাহইতে বহির্গত হইতেননা। অতএব সৃষ্টির আদি অবস্থাকে তাহার পরিণতির সহিত তুলনা করা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, তেমনি ইহলৌকিক সাধুজীবনের পুরস্কারভূমি হইবার ওজুহাতে বেহেশ্‌তে আদমের পরীক্ষাভূমি রূপে প্রবেশ করার ব্যাপারকে অস্বীকার করার পিছনেও কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই।

و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

তথাপি এ প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে যে, আদমকে বেহেশ্‌তে "দারুল ইবতিলা" রূপে স্থান দেওয়া হইল কেন? ইহার প্রকৃত ও সঠিক উদ্দেশ্য বেহেশ্‌ত আর দুনিয়ার যিনি মালিক, তিনিই অবগত আছেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সুসংলগ্ন ও দোষবিমুক্ত। মানুষের আদি ও অন্তকে একত্রিত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষ মূলতঃ বেহেশ্‌তেরই জীব সুতরাং তাহার প্রকৃত প্রত্যাবর্তনভূমিও এই বেহেশ্‌ত। মানুষ যদি এই আবাসভূমি হইতে বঞ্চিত হয়, সেটা তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে বিকৃত করার দরুণই হইবে। সুতরাং আদি মানুষকে তার প্রকৃত আবাসভূমি প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দেওয়া সঙ্গত হইয়াছিল।

হযরত আদম শয়তানের প্ররোচনায় যে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তদীয় সন্তানগণ কর্তৃক তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটিলে তাহারা পুনরায় যে তাহাদের পিতৃরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে, তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য পিতা আদমকে বেহেশ্‌তে বাস করিতে দেওয়াই উচিত হইয়াছিল।

ইব্‌লীসের অভিশপ্ত ও কাফের হওয়া অনস্বীকার্য আর বেহেশ্‌তে গিয়া হযরত আদমকে কুপরামর্শ দিবার সে সুযোগ পাইয়াছিল, একথাও সঠিক। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়বোধ করার কিছুই নাই। আল্লাহর বিধান কার্য ও কারণের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত আবার প্রথম মানুষ আদম মানবীয় সমুদয় গুণের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রথম মানুষকে বেহেশ্‌তে স্থান দান করা হইয়াছিল পরীক্ষা স্বরূপ। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে তাহার স্রষ্টার অস্বীকারকারী ও অবাধ্য নয়, আদমের পক্ষেও তাঁহার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা, কারণ তিনি স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী ও অবাধ্য ছিলেননা, অথচ পার্থিব জীবনের সমুদয় কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য আদমের বসুন্ধরায় আগমন করা অপরিহার্য ছিল। পার্থিব জীবনে মানুষের যে প্রধানতম শত্রু, তাহার সহিত আর তাহার শত্রুতাসাধনের কলাকৌশলের সহিত পরিচিত হওয়া কি আদমের পক্ষে আবশ্যক ছিলনা? শয়তানকে চিনিয়া রাখার জন্যই তাহাকে বেহেশ্‌তে আদমের কাছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে স্বর্গভূমিতে অনন্তবাসের চার্টার দেওয়া হয় নাই বা সে তার কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপও স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করেনাই। আদমকে "খিলাফতে ইলাহীয়া"র গৌরবে গৌরবান্বিত করার জন্য নন্দনকানন হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক ছিল এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তান-দিগকে তাঁহাদের আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার পথে যে শত্রু সর্বাপেক্ষা অধিক অন্তরায়, তাহাকে চিনিয়া রাখাও প্রয়োজনীয় ছিল। ইব্‌লীস সমায়িক ভাবে বেহেশ্‌তে গিয়া এই দুই কার্যই সমাধা করিয়াছিল। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কর্মভূমি দুনিয়ার পরীক্ষা ও তক্‌লীফ তখনও শুরু হয়নাই আর কাফের ও অভিশপ্তদের পক্ষে তাহাদের কৃতকর্মের বদ্‌লা রূপেই বেহেশতের চিরবাস হারাম ও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেহেশ্‌তে আহার ও নিদ্রাসুখ উপভোগ করা নিষিদ্ধ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

আমরাবতীর উদ্যানেই অমর বৃক্ষের অবস্থান স্বাভাবিক, মরজগতে অমর বৃক্ষের কল্পনা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং বেহেশতের বাগানেই ইব্‌লীস হযরত আদমকে অমর বৃক্ষের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিল, ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আদমের বেহেশ্‌তের উদ্যান পরিত্যাগ করার ইচ্ছা ছিলনা, শয়-তান তাঁহার এই গোপন অভিলাষ অবগত ছিল আর এই পথেই তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। সে বলিয়া ছিল, দেখ আদম, এই স্বর্গোদ্যানে একটি অমর বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি তুমি নন্দনকাননে চিরবাস করিতে চাও, তাহাহইলে আমি তোমাকে সেই অমর বৃক্ষের সন্ধান দিতে পারি, উহার ফল ভক্ষণ করিলে তুমি চির-জীবী হইবে এবং স্বর্গোদ্যানে চিরবাস করিতে পারিবে। আদমের সহিত শয়তানের এ কথোপকথন বেহেশ্‌তের পরিবর্তে দুনিয়ায় হওয়া সম্ভবপর নয়।

উভয় দলের দাবীর প্রমাণে যেসকল দোষত্রুটি রহিয়াছে, আমি সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করি-য়াছি। এই সকল দোষত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, আদমকে নন্দনকাননের সর্ব-জনবিদিত উদ্যানে বা কোন পার্থিব কাননে স্থান দেওয়া হয়নাই, তাঁহার অস্থায়ী স্বর্গবাসের জন্য আর একটি বেহেশ্‌ত নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই তৃতীয় দাবী পূর্ববর্তী বিবিধ দাবীর তুলনায় অধিকতর সমীচীন মনে হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ যে প্রমাণের ভিত্তিতে ইহার সৌধ উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইতে পারিনাই আর অজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব বিষয় সমূহে বিনাপ্রমাণে আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়।

চতুর্থ দাবী প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় দাবীরই চর্বিত-চর্বণ মাত্র। সুতরাং এসম্বন্ধে বাক্যব্যয় করা অনা-বশ্যক।

ভূতত্ত্ব (*Geology*) বিশারদরা মনে করেন, প্রাচীন-জগতের যে ভূভাগে আদমের বেহেশ্‌ত অবস্থিত ছিল, আজ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীতে এই অংশটি "কারা মাও" নামে আখ্যাত ছিল, কিন্তু ভূ-কম্পন আর নানারূপ নৈসর্গিক দুর্যোগের ফলে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে উহা ভারত মহাসাগরের অতল তলে নিম-জ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে বিধ্বস্ত মহা-দেশের ছয় কোটি অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

ভূতত্ত্ব বিশারদরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বর্ত-মান মানবগোষ্ঠির পূর্বেও প্রাচীন পৃথিবীতে আর এক-দল মানুষের বসবাস ছিল, বর্তমান মানবগোষ্ঠির সাথে তাদের কোন যোগসূত্র নাই। তাহারা সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে আর পঞ্চাশ হইতে ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে তাহারা নাকি "নান্দ্রতাল" (*The Nan-derthal man*) নামে অভিহিত ছিল। § ভূতত্ত্ববিদ-গণের এসকল গবেষণার ফল কোন চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে স্থিরকৃত হয়নাই। মানুষের সেল আর প্রাচীন অস্থির গবেষণা চালাইয়াই তাঁহারা এগুলি অনুমান করি-য়াছেন, কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নতে এসব কথার কোন উল্লেখ নাই। অতএব অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে কোরআ-নের নিশ্চিত বিজ্ঞান আর ঐশী সংবাদের স্পষ্ট আলো-কের সাহায্যে যেটুকু আমরা জানিতে পারিয়াছি, আমাদের পক্ষে সেই টুকুই যথেষ্ট!

§ বিস্তৃত বিবরণের জন্য H,G. Wells এর The Outline of History ও Encyclopaedia Britannica 12thEdition দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

আদমের দেহ কোন্ দেশের মাটিতে নির্মিত হইয়াছিল ?

ইব্নে সঅদ তাঁর তাবাকাতে, ইব্নে আসাকির দামেশ্কের ইতিহাসে আর আব্দ বিনে হুমায়েদ ও আবুবক্র শাফেয়ী (তদীয় গীলানিয়াতে) বিখ্যাত তাবেয়ী সঈদ বিনে জুবায়রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে, আল্লাহ আদমকে দজ্না'র মাটি দিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। †

قال: خلق الله آدم من ارض يقال لها دجنا -

ফিরোজাবাদী তাঁর অভিধানে লিখিয়াছেন, "দজ্না" শব্দের দাল অক্ষরটি হ্রস্বউকার বা হ্রস্বইকারের উচ্চারণ আর শেষ অক্ষর আলিফের দীর্ঘ উচ্চারণে পঠিত হয়। ভূভাগের একটি অংশ, এইস্থানের মাটিতে হযরত আদম সৃষ্টি হইয়াছিলেন। কেহ কেহ "দজ্না"-কে "দহ্না"ও পাঠ করেন। ‡

و دجنا بالضم او بالكسر و قد يمد ، ارض خلق منها آدم عليه السلام او هي بالحاء المهملة

আদমের অবতরণভূমি

১। তাবারানী, ইব্নে আসাকির ও আবুনঈম (হিল্য়া গ্রন্থে) হযরত আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ [দঃ) বলিয়াছেন, হযরত আদম হিন্দভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। §

نزل آدم عليه السلام بالهند -

২। আয্রকী তাঁর মক্কার ইতিহাসে স্বীয় সনদ সহকারে হযরত আলী মুর্তযার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, মানুষের কাছে দু'টি উপত্যকাভূমি শ্রেষ্ঠ, মক্কার উপত্যকাভূমি আর হিন্দের যে উপত্যকাভূমিতে হযরত আদম অবতরণ করিয়াছিলেন। মানুষেরা যেসব সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে,

خير واديين في الناس وادى مكة و وادى بالهند الذى هبط به آدم عليه السلام و منه يؤتى بهذا الطيب الذى يطيبون به -

† তাবাকাত [১] প্রথম প্রকরণ, ৫ পৃঃ; তারীখে দামেশক [২] ৩৪০ পৃঃ ও দুরুরে মনসুর [১] ৪৭ পৃঃ।

‡ কামুস [৪] ২২১।

§ কন্যুলআম্মাল [৬] ১১৪ পৃঃ; ইবনে আসাকির [২] ৩৫৭ পৃঃ ও দুরুরেমনসুর [১] ৫৫ পৃঃ।

সেগুলি ঐস্থান হইতে পাওয়া যায়। ¶

৩। হাকেম, ইব্নেজরীর, ইব্নে আসাকির ও বয়হকী কিতাবুল বা'সে হযরত আলী মুর্তযার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,— পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুগন্ধি বায়ু হইতেছে হিন্দের এই স্থানে আদম বেহেশ্তের সুগন্ধি সহকারে অবতরণ করিয়াছিলেন আর বেহেশতের সুগন্ধিতে হিন্দের বৃক্ষরাজী ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। হাকেমের রেওয়ায়তে আছে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি বায়ু হিন্দের, এই সুগন্ধি লইয়া হযরত আদম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আর হিন্দের গাছপালা সেই সুগন্ধে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইবনেআসাকিরের রেওয়ায়তে আছে: দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সুগন্ধি হাওয়া হিন্দের, এই সুগন্ধি লইয়া আদম অবতরণ করিয়াছিলেন আর সেই সৌরভ হিন্দের বৃক্ষলতাদি আহরণ করে।

اطيب ارض فى الارض ريحا ارض الهند' اهبط بها آدم ، فعلق شجرها من ريح الجنة و عند الحاكم : اطيب ريح فى الارض الهند، اهبط بها آدم عليه الصلوة و السلام، فعلق شجرها من ريح الجنة - و عند ابن عساكر : اطيب ريح الارض الهند ، اهبط بها آدم، فعلق شجرها من ريح الجنة -

ইমাম হাকেম এই হাদীসটিকে মুস্লিমের শর্তের অনুরূপ বলিয়াছেন আর হাফেজ যহবী তাঁহার দাবী মানিয়া লইয়াছেন। *

দয়লমী মুস্নদে ফিরদৌসে হযরত আলীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আল্লাহ হযরত আদমকে হিন্দ-

سالت النبى صلى الله عليه و سلم فقال : ان الله اهبط آدم بالهند و حواء بجدة و مكث آدم بالهند مائة سنة باكية على خطيئته -

¶ তারীখে মক্কা [২] ৪০ পৃঃ।

* মুস্তদ্রক [২] ৫৪২ পৃঃ; তারীখে তাবারী [১] ৬০ পৃঃ; ইবনে আসাকির [২] ৩৫৭ পৃঃ; দুরুরে মনসুর [১] ৪৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ভূমিতে আর জননী হাউওয়াকে জুদ্দা বা জিদ্দায় ‡ নামাইয়া দেন। আদম হিন্দে পূর্ণ শতাব্দীকাল স্বীয় অপরাধের জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে কাটাইয়া দিয়াছিলেন। †

ইমাম ইবনেজরীর হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উধৃত করিয়াছেন, যে আদম হিন্দে আর হাউওয়া জিদ্দায় অবতরণ করেন। আদম তাঁহার স্ত্রীর সন্ধানে হিজাযে আগমন করেন এবং উভয়ে মিলিত হন। হযরত হাউওয়া দৌড়াইয়া আসিয়া হযরত আদমের সহিত যেস্থানে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিলেন, উক্ত স্থান "মুযদালাফা" নামে কথিত হইয়াছে আর যেস্থানে তাঁহারা পরস্পরকে চিনিয়াছিলেন, সেই স্থান উক্ত কারণে "আরাফাত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইবনেসঅদ ও ইবনে আসাকিরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। §

اهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء فى طلبها حتى اجتمعا، فازدلفت اليه حواء فلذلك سميت المزدلفة، و تعارفا بعرفات، فلذلك سميت عرفات -

ইবনেজরীর মুজাহিদের বাচনিক আর ইবনে সঅদ ও ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদম হিন্দে অবতরণ করিয়াছিলেন। ¶

ان آدم نزل بالهند

ইব্‌নেআবিদ্‌দুন্‌য়া, ইব্‌নুলমন্‌যর ও ইব্‌নে আসাকির হযরত জাবির বিনে অব্দুল্লাহর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আদম যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসেন তখন তিনি হিন্দে অবতরণ করিয়াছিলেন।

ان آدم لما اهبط الى الارض هبط بالهند -

তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক উধৃত করিয়াছেন যে, আল্লাহ যখন আদম কে নামাইয়া দেন তখন তাঁহাকে হিন্দভূমিতে নামাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত আদমের সঙ্গে বেহেশ্‌তী বৃক্ষের কতকগুলি চারা ছিল, তিনি চারাগুলি রোপণ করিয়া দেন। §

لما اهبط الله آدم اهبطه بارض بالهند و معه غرس من شجر الجنة، فغرسه بها

হাফেজ ইব্‌নেকসীর ইব্‌নে আবিহাতিম ও ইব্‌নে-আসাকিরের মাধ্যমে ইমাম হাসান বস্‌রীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আল্লাহ আদমকে হিন্দে নামাইয়া দিয়াছিলেন। †

اهبط آدم بالهند

ইবনেজরীর আবুলআলীয়ার উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আদমকে হিন্দে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ¶

اهبط آدم الى الهند

ইব্‌নেকসীর ও সৈয়ুতী সিদ্দীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আদম হিন্দে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ প্রস্তর "হাজারে আস্‌ওয়াদ" কেও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। আদমের মুঠায় বেহেশতী বৃক্ষের কতকগুলি পাতাছিল, তিনি হিন্দে ঐ পাতাগুলি রোপণ করেন, তাহাতে সেখানে সুগন্ধি বৃক্ষ জন্মে। ‡

نزل آدم بالهند و نزل معه بالحجر الاسود و بقبضة من ورق الجنة، فبثه فى الهند فنبتت شجرة الطيب هناك -

ইবনেজরীর ও আযরকী কাতাদার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহ আদমকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেন, তাঁর অবতরণ ক্ষেত্র ছিল হিন্দ। *

اهبط الله عز و جل آدم الى الارض و كان هبطه بارض الهند

সঈদ বিনে মনসুর আতা বিনে আবিরিবাহের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে হযরত আদম হিন্দ ভূমিতে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে

هبط آدم بارض الهند، و معه اعواد اربعة من اعواد الجنة، و هى هذه تتطيب بها الناس -

‡ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী হিজায প্রদেশের বিখ্যাত বন্দর। সমুদ্রোপকূলবর্তী উচ্চ স্থান রূপে ইহার নাম জুদ্দা আর পিতামহীর স্মৃতি রূপে ইহার নাম জিদ্দা হওয়া সঙ্গত আর ইহাই সাধারণ ভাবে প্রসিদ্ধ।

† দুর্‌রেমনসুর [১] ৫৫ ৬০ পৃঃ।

§ তরীখে তাবারী [১] ৬০, দুর্‌রেমনসুর [১] ৫৫ পৃঃ।

¶ তাবারী [১]৬২ পৃঃ; ইবনে সঅদ (১) ১ম প্রকরণ, ১২পৃঃ।

§ দুর্‌রে মনসুর [১] ৫৫ পৃঃ।

† বিদায়া ওয়ানিহায়া [১] ৮০ পৃঃ।

¶ তাবারী (১) ৬০ পৃঃ; আখবারে মক্কা (১) ১০ পৃঃ।

‡ বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া [১] ৮০ পৃঃ, দুর্‌রেমনসুর [১] ৫৭ পৃঃ।

* তাবারী (১) ৬০ পৃঃ; আখবারে মক্কা (১) ১০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নন্দনকাননের চার প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষের ডাল ছিল, এইগুলি লোকেরা সুগন্ধি রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। †

আবুশ্‌শায়েখ তাঁর আযমত গ্রন্থে খালিদ বিনে মা'দানের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আদমকে হিন্দে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। §

آهبط آدم بالهند

ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর তবরী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, আমাদের নবীর (দঃ) উম্মতের প্রাথমিক যুগের বিদ্বানগণ যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে হযরত আদমকে হিন্দে অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ¶

و انزل آدم فی ما قال علماء سلف امة نبينا صلی الله عليه و سلم بالهند -

হিন্দের কোন্ স্থানে হযরত আদম অবতরণ করিয়াছিলেন ?

হিন্দের চতুঃসীমা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। আমাদের জীবদ্দশাতেই পাক ভারত, ব্রহ্ম ও লঙ্কাদ্বীপ হিন্দের সীমানাভুক্ত ছিল। এখন ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কা স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছে, হিন্দের একটি বৃহৎ অংশে নূতন আযাদ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কোরআনের অবতরণ যুগে এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের সময়ে পাকিস্তান, ভারত ও লংকা বা সিংহল হিন্দের চতুঃসীমার অন্তরভুক্ত ছিল সুতরাং শুধু হিন্দুস্থান রাষ্ট্রকে হিন্দ মনে করা ইতিহাসের দিক দিয়া সঙ্গত হইবেনা। হযরত আদম সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগীয় হিন্দের কোন্ স্থানে বেহেশ্‌ত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব।

হযরত আদমের অবতরণ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের ৮ প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমান্বয়ে সমুদয় উক্তি পাঠকদের গোচরীভূত করিব :

১ম, হযরত আদমকে আল্লাহ হিন্দভূমির দহনা নামক স্থানে নামাইয়া দিয়াছিলেন। হাকেম দহনার পরিবর্তে দজনা উল্লেখ করিয়াছেন আর ইহাকে সঠিক বলিয়াছেন। ইহা হযরত ইব্‌নেআব্বাসের অন্যতম উক্তি —ইবনেজরীর, ইবনেসঅদ, ইবনুলমনযর, হাকেম ও ইবনে আবি হাতেম। ‡

২য়, আদমকে আল্লাহ বুয বা নুয বা নওয পর্বতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। ইহা হযরত ইবনে আব্বাসেরই দ্বিতীয় উক্তি—ইবনেজরীর, ইবনেসঅদ। ইবনে সঅদের রেওয়ায়তে আছে, আদমকে হিন্দের অন্যতম পর্বত নওযে আর মা হাউয়াকে জোদ্দায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইব্‌নেজরীর ও ইব্‌নেসঅদ তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদের প্রমুখাৎও অনুরূপ উক্তি স্বস্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। †

ইমাম যাহেদী তাঁর তফ্‌সীরে আর ইমাম গয্‌যালী "বদউলখল্‌ক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত আদমের অবতরণ হিন্দভূমির বুয পর্বতে আর হাউওয়ার হিজাযভূমির জিদ্দায় হইয়াছিল। §

هبوط آدم عليه السلام در ارض هند در كوه بوذ بود و حواء بجده از ارض حجاز -

৩য়, শায়খ আলী রূমী তাঁর "মহাযারাতুল আওয়ায়েল ও মসামারাতুল আওয়াখের" গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের আর এক উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আদমকে হিন্দের "শ্রানদ্বীপে" বা সিংহল বা লঙ্কায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত নমাযের তহ্‌রীমার মত বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। §

اهبط آدم بسرا نديب من الهند واضعا يده اليمنى على اليسرى و حوا بجدة، قال الرومى : و من سرانديب الى جده سبع مائة فرسخ -

তিন মাইলে এক ফর্সখ হিসাবে সিংহল হইতে জিদ্দার দূরত্ব হয় একুশ শত মাইল।—রূমী।

৪র্থ, মস্‌উদী লিখিয়াছেন, আল্লাহ আদমকে শ্রাণদ্বীপে (সিংহলদ্বীপ) আর হাওয়াকে জিদ্দায় নামাইয়া দেন। তদনুসারে আদম হিন্দের শ্রানদ্বীপ নামক দ্বীপে রাহুন পর্বতশৃঙ্গে অবতরণ করিয়াছিলেন। ¶

اهبط الله آدم بسرانديب و حواء بجدة، فهبط آدم بالهند على جزيرة سرانديب على الراهون -

† দুররে মন্‌সুর (১) ৫৬ পৃঃ।

§ দুররে মনসুর (১) ৬২ পৃঃ।

¶ তাবারী [১] ৬০ পৃঃ।

‡ তাবারী (১) ৬০ পৃঃ; মস্‌তদ্‌রক (২) ৫৪২ পৃঃ; ইবনেসঅদ (১) ৮ পৃঃ ও দুর্‌রেমনসুর [১] ৫৫ পৃঃ।

† তাবারী [১] ৬০ ও ৬৬ পৃঃ; ইবনেসঅদ [১] ১ম প্রঃ ১২ ১৩ পৃঃ।

§ আল্লামা সিদ্দিক হাসানের হিদায়তুস্‌সায়েল, ২১৫ পৃঃ। মরুজুয্‌যহব (১) ৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছ ও ফিক্‌হ

বৈপরীত্যের তুলনামূলক আলোচনা

[৫]

গোঁড়া ফক্বীহদের সংকীর্ণ মনোভাব আর হাদীস-বিদ্বেষের জন্য উদারচেতা হানাফী বিদ্বানগণও দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লামা মোল্লাআলী কারী হানাফী তাশাহ্হুদে তর্জ'নী উত্তোলন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

কয়দানী এক অদ্ভুত কথা বলিয়াফেলিয়াছেন : "নমাযে দশম হারাম কার্য হইতেছে তাশাহ্হুদে ইশারা করা, যেরূপ আহ্‌লেহাদীসরা করিয়া থাকে"। মোল্লা সাহেব বলেন, কয়দানীর এই উক্তি মহাপাপ আর গুরুতর অপরাধ, একথা উচ্চারণ করার কারণ হইতেছে শরীআতের অসূল ও ফরূআতের মূল উৎস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম এবং আদেশ নিষেধের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা। যদি তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা ভাল নাহইত আর তাঁর কথার পরোক্ষ ব্যাখার অবকাশ নাথাকিত, তাহাহইলে এই কথায় তাঁহার কুফ্‌র অবশ্যই সাব্যস্ত হইয়া যাইত আর তাঁর মুর্তেদ হওয়া সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতনা। রসূলুল্লাহর (দঃ) যেকার্য পৌনঃপুনিক ভাবে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে, কোন মু'মিন তাহাকে হারাম বলার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে কি? যে কার্য দীনের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ বরাবর করিয়া আসিতেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তাহা নিষেধ করা কি সম্ভবপর?

শায়খ আবদুলহাই হানাফী মুহাক্কিক লক্ষ্মৌভী মোল্লা সাহেবের উক্তি উধৃত করার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরিউক্ত উধৃতির সাহায্যে বুঝিতে পারা গেল, ফত্‌ওয়ার এই কেতাবগুলিতে তাশাহ্হুদে ইশারাকরা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা হানাফী মযহবের যিনি আসল প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সিদ্ধান্ত নয়, ইহা মযহবের পরবর্তী নেতাগণের উদ্ভাবিত উক্তি মাত্র! এইরূপ মস্‌আলার দৃষ্টান্ত বহু রহিয়াছে আর যাহারা গবেষণাকারী, তাহাদের সেগুলি অবিদিত নাই। ‡

ফিক্‌হের যেসকল প্রচলিত মস্‌আলার মুহাক্কিক লক্ষ্মৌভী ইঙ্গিত দিয়াছেন অর্থাৎ যেসব মস্‌আলার সহিত ইমামে আ'যমের কোন সম্পর্ক নাই, তন্মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অন্যতম। হিদায়া ও রদ্‌দুলমুহ্‌তার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ইবা- لا تصح الاجارة لاجل الطاعات مثل الاذان و الحج و الامامة و تعليم

‡ মুহাক্কিক লক্ষ্মৌভীর "আ নাফেউল কবীর" দ্রষ্টব্য। অনুবাদের মূল text তর্জ্জুমানের ৭ম খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখ।

(৮ম পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

৫ম, ইব্‌নেজরীর একদল বিদ্বানের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, সিংহলের যে পর্বতে হযরত আদমকে নামানো হইয়াছিল, তার নাম ছিল বুয আর হাউওয়াকে মক্কাভূমির জিদ্দায়।

৬ষ্ঠ, মাগাযীর ইমাম ইব্‌নে ইস্‌হাক লিখিয়াছেন যে, বাইবেলের সংকলয়িতাগণ বলেন আদম হিন্দের যে পর্বতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তার নাম ছিল ওয়াসিম, ভীল উপত্যকা প্রান্তরের সন্নিহিত। ইহা ধঙ্ক বা দহনজ ও মণ্ডল নামক হিন্দের দুইটি নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। †

৭ম, ইব্‌নেজরীর ও ইব্‌নেসঅদ লিখিয়াছেন যে, হযরত আদম উক্ত পর্বতকে পবিত্রপর্বত "জাবালে মক্‌দস" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ¶

৮ম, ইবনেআসাকির সুলায়মান আল্ আশাজ্জের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, যুলকারনাইন অর্থাৎ সেকান্দার "আদম পর্বতে" আদমের অবতরণস্থল দর্শন করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। †

(ক্রমশঃ)

§ তাবারী (১) ৬০ পৃঃ।

† ঐ ঐ

¶ তাবাকাত [১] ৫১ পৃঃ; তাবারী [১] ৬১ ও ৬২।

† তারীখে দামেশক [১] ৩৫১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الكرخى و صاحب الغاية و الينابيع و غيرهم، و هو اليق باصل ابى حنيفة

ওযু সিদ্ধ হইবে। হিদায়ার রেওয়ায়ত সূত্রে ইমাম সাহেবের উক্তি অনুসারে দেখিতে হইবে গোসল, ওযু বা হাতের সাহায্যে হাওযের একপার্শ্ব নাড়িলে অপর পার্শ্ব নড়ে কিনা? যদি না নড়ে, ওযু দুরস্ত হইবে। এসম্পর্কে যতগুলি রেওয়ায়ত ইমাম সাহেবের প্রমুখাৎ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি কর্খী, ও "গায়া" আর "ইয়ানা'বী" প্রভৃতির সংকলয়িতাগণের কাছে বিশুদ্ধতম আর ইমাম সাহেবের মূল সিদ্ধান্তের সহিত ইহা সুসমঞ্জস। * আল্লামা আবদুলহাই শরহেবিকায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, যাঁহারা হাওযের পরিমাপ অনুসারে মস্‌আলাটির মীমংসা করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের একদল ৮ হাত দীর্ঘ আর ৮ হাত প্রস্থের কথা বলিয়াছেন, একদল ১২ হাত দীর্ঘ আর ১২ হাত প্রস্থের, অন্য এক দল ১৫ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। আর কাযীখান স্বীয় ফত্‌ওয়ায়, হিদায়ার সংকলয়ীতা স্বীয় গ্রন্থে আর "মুখ্‌তারাতুন্‌নওয়াযিল" পুস্তকে এবং খুলাসা ও তাতার খানিয়ার প্রণেতাগণ ১০ হাত দীর্ঘ আর ১০ হাত প্রস্থের কথা লিখিয়াছেন। আবু সুলায়মান জওযজানী এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন, পরবর্তী সময়ের বহু বিদ্বান এই অভিমতেরই সমর্থক। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা নূতন নূতন ফত্‌ওয়া প্রদান ও সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, কারণ এই অভিমতটি একাধারে সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে একথাও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, ইহাই ইমাম আবুহানীফা, কাযী আবুইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বিন্‌ল হাসানের সিদ্ধান্ত, অথচ তোমরা অবগত হইয়াছ যে, আসল ব্যাপার এরূপ নয়। §

এই ধরণের আর একটি মস্‌আলা হইতেছে স্বামীর দারিদ্রের জন্য স্ত্রীর বিচ্ছেদ লাভের অধিকার। আসল মযহব অনুসারে এই বিচ্ছেদ সাধন জায়েয নয়।

و لا يفرق بينهما لعجزه عنها و تؤمر بالاستدانة عليه، اى تؤمر بان تستقرض عليه و تصرف

* ফতহুলকদীর [নলকিশোর] ৩১ ও ৩২ পৃঃ।

§ উমদাতুর রিআয়া (১) ৭৬ পৃঃ।

দণ্ডের জন্য পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করা সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ আযান, হজ্জ, ইমামত, কোরআন ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য বেতন নির্ধারণ করিয়া লওয়া জায়েয নয়, এরূপ চুক্তি অশুদ্ধ, ইহাই হানাফী মযহবের আসল কথা, কিন্তু বর্তমানে কোরআন ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদান আর ইমামত ও আযানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হইবার ফত্‌ওয়া প্রদত্ত হইয়াছে। †

القران و الفقه، و يفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن و الفقه و الامامة و الاذان -

এই ভাবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাহইলে স্বামী বা স্ত্রীর কে উহা ফিরাইয়া দেওয়া চলিবেনা, ইহাই আসল মযহবের কথা। কিন্তু "আশ্‌বাহ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আমাদের যুগে স্বামী বা স্ত্রীকেও ঘুরাইয়া দেওয়া চলিবে, কারণ "বয়তুলমালে"র ব্যবস্থা নষ্ট হইয়াগিয়াছে। ‡

الا على الزوجين، فلا يرد عليهما، و فى الاشباه انه يرد عليهما فى زماننا لفساد بيت المال

"দহ্-দর-দহ্" মস্‌আলাটির অবস্থাও অনুরূপ, ইহার আংশিক আলোচনা "নাফেউলকবীরে"র উদ্ধৃতিতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন, এক্ষণে হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুলহুমামের যবানী আরও শ্রবণ করুন:

হাওযের পানি সম্বন্ধে রেওয়ায়ত হইতেছে যে, এবিষয়ে ওযু বা গোসলকারীর অভিমতই প্রধানতঃ নির্ভরযোগ্য। যদি সে মনে করে, একধারের নাপাকী হাওযের অপর পার্শ্বেও পৌছিয়াছে, তাহাহইলে ওযু সিদ্ধ হইবেনা, যদি সে মনে করে, হাওযের অপর পার্শ্বে নাপাকী পৌছেনাই, তাহাহইলে

قال ابو حنيفة فى ظاهر الرواية يعتبر فيه اكبر راى المبتلى، ان غلب على ظنه انه بحيث تصل النجاسة الى الجانب الاخر لايجوز الوضوء منه، و الا جاز و عنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور فى الهداية بالاغتسال او بالوضوء او باليد روايات، و الاول اصح عند جماعة منهم

† হদায়া [৩] ২৮৭ পৃঃ; রদ্দুলমুহতার [৫] ৩৬ পৃঃ;

‡ রদ্দুলমুহতার [৫] ৫২০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অন্যতম শর্ত হইতেছে শাসনকর্তার উপস্থিতি, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এরূপ নয়। † আল্লামা বহরুলউলুম বলেন, শুধু হানাফী গণেরকাছে জুমা কায়েম করার জন্য শাসনকর্তার উপস্থিতি বা অনুমতি শর্ত করা হইয়াছে, শাফেয়ীরা ইহা মানেননা। তাঁহারা বলেন, কোন নগরে মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া যদি কাহাকেও ইমামরূপে আগে বাড়াইয়া দেন আর জুমা পড়েন, তাহাহইলে জুমা জায়েয হইবে, অবশ্য শাসনকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত ইমামই উত্তম। বহরুলউলম বলেন, জুমার জন্য শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক, একথার কোন প্রমাণ আমি অবগত নই আর হিদায়ায় যে একথা বলা হইয়াছে যে, জুমায় বিপুল জনসমাগমের ফলে অশান্তি বা কলহ সৃষ্টি হইতে পারে, তাই উহার প্রতিবিধানের জন্য শান্তিরক্ষক বা শাসনকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক, একথা একটা অভিমত মাত্র, সুতরাং জুমার ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ শুধু অভিমতের সাহায্যে বাতিল হইতে পারেনা। †

و منها السلطان او امره باقامة الجمعة عند الحنفية خاصة ، لاعند الشافعية فانهم يقولون اذا اجتمعوا مسلمو بلدة و قدموا اماما و صلوا الجمعة جاز ، و المامور من قبل السلطان افضل قال بحر العلوم و لم اطلع على دليل يفيد اشتراط امر السلطان، و ما فى الهداية لانها يقام بجماعة ... فهذا راى ، فلايثبت الاشتراط المبطل لاطلاق نصوص وجوب اداء الجمعة

ফলকথা, ফিকহের গ্রন্থসমূহের বৈপরীত্য হাদীসের তুলনায় এত অধিক যেরূপ ভারত মহাসাগর একটি কূপের তুলনায় বিরাট। আর সত্যকথা এইযে, রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীসগুলির ভিতর কোন বৈপরীত্যই নাই আর যাহাকে বৈপরীত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা আদৌ বৈপরীত্যের পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

অসুলেফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে বিভিন্নস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, অমুক অমুক মস্‌আলায় ঈসা বিনে আবানের অভিমত গ্রহণীয়, অমুক অমুক বিষয়ে কর্খীর অভিমত, অমুক বিষয়ে বলখের ফকীহদের, অমুক বিষয়ে

‡ মবসূত (২) ২৫ পৃঃ।

† আরকানে আরবাআ (কলিকাতা) ২২০ পৃঃ

শরহেবিকায়ার আছে, স্ত্রীর ভরণ পোষণের অক্ষমতার জন্য কাযী তাহাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইবেনা, পক্ষান্তরে স্বামীর নামে স্ত্রীকে স্বীয় ভরণপোষণের জন্য ধার লইতে নির্দেশ দিবে, স্বামীর দারিদ্র দূরীভূত হইলে সে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবে। ইহা হানাফী মযহবের কথা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, কাযী তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে, কারণ পুরুষ যখন তাহার স্ত্রীর সহিত ভাল ভাবে সংসারজীবন নির্বাহ করিতে সমর্থ হইলনা তখন ইহার পরিবর্তে কোরআনে ভাল ভাবে বিদায় দিবার যে নির্দেশ রহিয়াছে, কাযী সেই নির্দেশ প্রদান করিবে। গ্রন্থকার বলেন, আমাদের মযহবের বিদ্বানরা যখন বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন, কারণ যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্থায়ী প্রয়োজন কখনও ঋনের সাহায্যে মিটিতে পারেনা আর এরূপ নারীকে চিরকাল ধার দিতে থাকিবেই বা কে? আর দরিদ্র স্বামীর ধনলাভও একটা সন্দেহজনক ব্যাপার, তখন তাঁহারা ইস্‌তিহসানের সাহায্যে ফত্‌ওয়া দিলেন যে, হানাফী কাযী কোন শাফেয়ীকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে আর সেই শাফেয়ী উক্ত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে। §

الى نفقتها حتى ان غنى الزوج يودي قرضها و هذا عندنا - و اما عند الشافعي ، فالقاضي يفرق بينهما ، لانه لما عجز عن الامساك بالمعروف ينوب القاضي منابه فى التسريح بالاحسان و اصحابنا لما شاهدوا الضرورة فى التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لايتيسر بالاستدانة ، و الظاهر انها لا تجد من يقرضها و غنى الزوج امر متوهم ، استحسنوا ان ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما -

এইরূপ মসআলার আর একটি উদাহরণ হইতেছে জুমার বৈধতার জন্য সুলতানের বিদ্যমানতা বা অনুমতির শর্ত। ইহাই হানাফী মযহবের আসল সিদ্ধান্ত। ইমাম সরখসী লিখিয়াছেন, আমাদের হানাফী মযহবে জুমার

و السلطان من شرائط الجمعة عندنا خلافا للشافعي

§ শরহে বিকায়া (২) ১৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমরকন্দের বিদ্বানদের অভিমত গ্রহনীয়। কোরআনের ব্যাপক আদেশ ও নিষেধগুলি অকাট্য হওয়া ঈসা বিনে আবান ও "তওযীহ" প্রণেতার অভিমত কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ ও মুতাকাল্লেমীন আর সমরকন্দের বিদ্বানগণের অভিমত অনুসারে অকাট্য নয়। এইভাবে যে রাবী ফকীহ নন, তাঁর রেওয়ায়ত "কিয়াসে"র খিলাফ হইলে তাঁহার বর্ণিত হাদীস গ্রাহ্য না হওয়া ঈসা বিনে আবানের অভিমত কিন্তু কর্খী প্রভৃতি তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহারা মোটের উপর হাদীসকে কয়াসের অগ্রগণ্য করিয়া থাকেন।

অসুলের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ফরূআত মস্‌আলাগুলির অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। একই মস্‌আলায় ইমামেআ'যমের উক্তি একরূপ, ইমাম আবু ইউসুফের ভিন্নরূপ, ইমাম মে হাম্মদের আর একরূপ, আবার ইমাম যুফর ও ইমাম হাসান বিনে যিয়াদের উক্তি সম্পূর্ণ আর একরূপ! একই মস্‌আলায় ইমামেআ'যমের ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়ত ফিক্‌হের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এক ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের চার প্রকার রেওয়ায়ত দেখিতে পাওয়া যায়, এইসকল বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের কোন পন্থাও নির্দেশিত হয় নাই। তারপর পরিগৃহীত (মুফ্‌তাবিহা) মস্‌আলাগুলির মধ্যেও নানারূপ মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কোন বিদ্বানের কাছে একটা "মুফ্‌তাবিহ," অন্য কাহারও নিকট অন্য কিছু! আবার এই "মুফ্‌তা বিহা"র অবস্থাও রহস্য পূর্ণ, উহাকে কে? আর উহা কেমন করিয়া কায়েম হইয়া গেল? এই "মুফ্‌তাবিহা"র কল্যাণেই ইমামেআয'মের শতশত মস্‌আলা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইমামে আ'যমের উক্তিতেও বিভিন্ন সম্ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে: হইতে পারে ইমাম সাহেব তাঁহার সে-উক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, হইতে পারে, উহার পরোক্ষ ব্যাখ্যা রহিয়াছে আর ইহাও হইতে পারে কেহ ইমামে আ'যমের নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে। যেমন হিদায়ার সংকলয়িতা ইমাম মালিকের বিরুদ্ধে মিছামিছি অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি 'মুত্‌আ' বা ঠিকা বিবাহকে জায়েয বলিয়াছেন। ইমাম তাহাবীর মত বিদ্বান ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীর প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছেন যে, তিনি নারীর মলদ্বারে যৌনসম্ভোগ জায়েয বলিয়াছেন। অথচ দু'টি অভিযোগই অলীক ও ভিত্তিহীন,! আল্লামা ইব্‌নুলহুমাম তদীয় গ্রন্থ ফত্‌হুলকদীরে উহাদের অলিকতা বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নুস্‌সাব্বাগ শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে তাহাবীর অভিযোগ তাহা মিথ্যা!

আবার ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, রাবী দুর্বল বা পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য মূল রেওয়ায়তই বর্জনীয় হইয়াছে আর ইহাও হইতে পারে যে, ইমামের ফত্‌ওয়া নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হইয়াছে অথবা স্বয়ং তাঁহার অন্য উক্তির বিপরীত ঘটিয়াছে। এসম্পর্কে আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধীর সাক্ষ্য পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। †

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা হইতেছে যে, ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহের সংকলয়িতাগণের মধ্যে এরূপ ব্যক্তির অভাব নাই যাঁহারা আহলেসুন্নত নন, তাঁহাদের কেহ মু'তাযেলী, কেহ শিয়া, কেহবা মুজিয়া। হানাফী বিদ্বানগণের অন্যতম মুহাক্কিক আল্লামা শায়েখ আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী এ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

فكم من حنفي حنفي في الفروع معتزلي عقيدة كالزمخشري جار الله مؤلف الكشاف و غيره و كمؤلف القنية و الحاوي و المجتبى شرح مختصر القدوري لنجم الدين الزاهدي و كعبد الجبار و ابي هاشم و الجبائي و غيرهم - و كم من حنفي

কতক হানাফী ফরূআতে হানাফী বটেন কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া মুতাযেলী, যেরূপ তফসীরে কশ্‌শাফের প্রণেতা জারুল্লাহ যমখ্‌শরী, কিন্‌য়া ও হাবী ও মুখতসর কদুরীর টীকাকার নজমুদ্দীন

† তর্জুমানুল হাদীস ৭ম খণ্ড ২৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহেদী আর যেরূপ আবদুলজব্বার, আবু-হাশিম ও জুব্বায়ী প্রভৃতি। বহু হানফী শুধু ফরুঅ তে হানাফী আর "অসূলেদীনে" হয় যয়দী বা শিয়া না হয় মুর্জিয়া।

حنفی فرعاً مرجی او زیدی اصلا - و بالجملة فالحنفیة لها فروع باعتبار اختلاف العقائد فمنهم الشیعة و منهم المعتزلة و منهم المرجئة -

মোটের উপর "অসূলে দ্বীন" বা মতবাদের দিক দিয়া হানাফীরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত, তাঁদের মধ্যে শিয়াও আছেন, মু'তাযেলীও আছেন আর মুর্জিয়াও আছেন। §

প্রসঙ্গতঃ ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ইমামে আযম মুতাযেলী, মুর্জিয়া বা শিয়া ছিলেননা, "অসূলে দ্বীনে" তিনি ছিলেন খাঁটি আহলেহাদীস, "আহলেসুন্নত ওয়াল জামাআতে"র সর্বসম্মত ইমাম। উস্‌তায আবু-মনসূর আবদুল কাহের বগদাদী লিখিয়াছেন, মতবাদের দিক দিয়া ইমাম আবু-হানীফার অসূল আহলে-হাদীসগণের ন্যায়। ‡

اصل ابی حنیفة فی الکلام کاصول اصحاب الحدیث

পক্ষান্তরে প্রচলিত হানাফীদের মধ্যে যাঁহারা শিয়া, মুর্জিয়া বা মু'তাযেলা নন, তাঁহারা আশ্‌আরী, মাতুরিদী বলিয়া পরিচয় দেন আর ইঁহারাই সকলে মিলিয়া হাদীস শাস্ত্রের বৈপরীত্য প্রমাণিত করার জন্য গবেষণা করিয়া থাকেন। আজ ইঁহাদেরই অসাধু প্রচেষ্টার পরিণতি স্বরূপ এমন একটি দল মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, যাহারা হাদীস শাস্ত্রকে যাদুকরের ঝোলা প্রতিপন্ন করার স্পর্ধা দেখাইতেছে।

ফিক্‌হ গ্রন্থের বৈপরীত্যের প্রসঙ্গ আমি হয্‌রতুল-উস্‌তায মরহুম আল্লামা আবুলকালাম আযাদের অভিমত অনুদিত করিয়া সমাপ্ত করিব, তিনি তাঁর "তয্‌কিরা" নামক অনুপম জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ

"ফিক্‌হ, ওয়াকেআত ও ফত্‌ওয়া প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহের অসংখ্য প্রতিপাদিত ও নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রাচীন বিদ্বান ও ইমামগণের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ সোজাসুজি লিখিয়া দেওয়া হয়, আবুহানী-ফার কাছে এইরূপ। গ্রন্থকারদের এরূপ লেখার তাৎপর্য এইযে, তাঁহারা বলিতে চান, ইমাম আবুহানীফা কর্তৃক নির্ধারিত কোন মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া আমরা এই মস্‌আলা প্রতিপাদিত করিয়াছি আর আমরা যে মূলনীতিকে তাঁর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছি, এই মসআলা সেই সিদ্ধান্ত হইতেই উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। অথচ প্রতিপাদনটি স্বয়ং গড়িয়া তাঁহারাই উহার লালন পালন করিয়াছেন, ইমামের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্কই নাই। এই তখ্‌রীজের উপর তখরীজ আর কিয়াসের উপর কিয়াস আর কাল্পনিক প্রতিপাদন আর শুধু ন্যায়শাস্ত্রের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভরশীলতা আর সৌসাদৃশ্যিক প্রমাণ আর তার ভাগবাঁটোওয়ারা আর শরীআতের মূল ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ হইতে ক্রামশিক দূরত্ব আর এই মূলভিত্তিকে বর্জন এরূপ সংকট ও অনর্থপাতের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার কারণে যুগের পর যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে বিরাট ভ্রান্তি আর গোমরাহী সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে আর শরীআতের কারখানায় ভয়ংকর বিভ্রাট দেখা দিয়াছে। ইহারই ফলে অজ্ঞলোকেরা পুস্তকে "ইমাম আবুহানী-ফার কাছে এইরূপ" কথাটি পাঠ করিয়া ধোকায় পড়িয়া যায় যে, এই প্রতিপাদিত মস্‌আলাটি বাস্ত-বিকই ইমাম আবুহানীফার মযহব! যখন "দহ-দর-দহ" এর মস্‌আলা, তাশাহহুদে তর্জনীর ইশারার নিষিদ্ধতা আর নমাযে রুকুর সময়ে হস্তোত্তোলন করা ও উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার অবৈধতা আর নমাযে অন্য মযহবের ইমামের ইক্‌তিদা করার নিষিদ্ধতা এবং নমাযের আরকান সমূহে ইত্‌মিনান ও ধীরতা ওয়াজিব না হওয়া আর কোন মযহবকে নির্দিষ্ট রূপে অবলম্বন করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি যে, ফিক্‌হের পুস্তকগুলিতে হাদীসের মূল গ্রন্থ সমূহ আর মুওয়াত্তা ও জামে' ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিপরীত লেখা হইতেছে, এমনকি ফিক্‌হশাস্ত্রের কতিপয় খাটোহাতাধারী লম্বহস্তের বাড়াবাড়ি এতদূর চরমে পৌছিয়াছে যে, রুকুর সময়ে হস্তোত্তোলন আর তশহহুদের ইশারাকেও "বাজেকাজ" (فعل کثیر) বলিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করেননাই, এরূপ অব-

§ আর্‌রাফঅ' ওয়াত্‌তক্‌মীল (আন্‌ওয়ারে মোহাম্মদী; লক্ষ্ণৌ] ২৭ পৃঃ।

‡ অসূলুদ্দীন [১] ৩১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

স্থায় অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের হাত ধরিবে কে?

* دراز دستی این کوتاه آستینان بین !

"এ গেল ফরূআতের অবস্থা, যদি ব্যাপার খানা এই স্থানেই শেষ হইয়া যাইত, তাওমন্দের ভাল ছিল, কিন্তু সুন্নতের স্পষ্ট নির্দেশগুলির সহিত ফকীহদের কথার বৈপরীত্য যতই বাড়িয়া চলিল, বিতর্কের ক্ষেত্র ততই প্রশস্ততর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন নিয়ম আর অসূল গড়ার কাজ জোরদার হইয়া উঠিল। নিয়ম গঠিত হইয়া গেলে সমুদয় আক্রমণের প্রতিরোধ করা একই ঢালের সাহায্যে সম্ভবপর হইবে এই ভরসায়। অথচ হযরত ইমাম আবুহানীফা ও তাঁর দুই সহচর স্বপ্নেও নবাবিষ্কৃত সূত্রের ধারণা করেননাই বরং এগুলির প্রতিকূল তাঁহাদের স্পষ্ট উক্তিই মওজুদ রহিয়াছে।

"এই যে কতক সূত্র সর্ববাদীসম্মত রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন, "খাস হুকুম স্বতঃ প্রমাণিত, উহা স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশিত করার প্রয়োজন নাই", الخاص مبين فلايلحقه البيان

অথবা যেরূপ এই সূত্র যে, "কোরআনের অতি রক্ত কোন নির্দেশকে বর্ধিত করিলে উক্ত আয়তকে মনসুখ করা হয়", অথবা এই الزيادة على الكتاب نسخ সূত্র যে, "রাবীগণের সংখ্যাধিক্য কোন হাদীসকে অগ্রগণ্য করার কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেনা, রাবীর ফকীহ হওয়াই কোন রেওয়ায়তকে অগ্রগণ্য করার প্রকৃত কারণ বিবেচিত হইবে"। لاترجيح بكثرة الرواة و انما هو بفقه الراوى كل حديث لم يرو الا من ليس فقيهاً، فان انسد فيه باب الرأى فلايجب قبوله

"যে হাদীস শুধু এরূপ রাবী কর্তৃক বর্ণিত, যিনি ফকীহ নন, আর হাদীস যদি কিয়াস-বিরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে উক্ত হাদীস অনুসরণ করা ওয়াজিব হইবেনা"। অথবা যেরূপ এই সূত্র যে, "ব্যাপক নির্দেশ নির্দিষ্ট নির্দেশের মতই অকাট্য" অথবা এই সূত্র যে, "মুর্সল হাদীসকে মস্নদ হাদীসের † মতই বিবেচনা করিতে হইবে", ইত্যাকার المرسل كالمسند

যেসকল কৃত্রিম সূত্র রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীস-সমূহ খণ্ডন করার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, এগুলির মধ্যে কোন্ সূত্রটি এমন, যাহা হযরত ইমাম আবুহানীফা বা তাঁহার দুই সহচর কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে? অথচ বর্তমানে সমস্তগুলিই তাঁহাদের উক্তি রূপেই চালাইয়া দেওয়া হইতেছে আর হাজার হাজার ফিকাহ্ ও বিদ্যার দাবীদার, যাঁরা মনার ও হিদায়ার পঠন ও পাঠনে মশ্গুল রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহার খবরও রাখেন না"! ‡

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এইসকল গুরুতর অসংলগ্নতা ও প্রচণ্ড বৈপরীত্য সত্ত্বেও ফিক্হের দফ্তরগুলি হইয়াছে বিশ্বাস্য ও গ্রহণোপযোগী আর হাদীস ও সুন্নতের গ্রন্থগুলি হইল সন্দেহযুক্ত আর বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ!

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بو العجبی است!

প্রকাশ থাকে যে, আমার লেখা আর উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তি যেন এরূপ ধারণা করিয়া নাবসে যে, আমি ফিক্হ শাস্ত্র বা অসূলেফিক্হের প্রয়োজনীয়তা বিলকুল অস্বীকার করিতেছি বা ফিক্হ-শাস্ত্রের জনক, ইস্লামজগতের প্রদীপ্ত ভাস্কর, সাধক, চূড়ামনি, ইমামুলআয়েম্মা হযরত ইমাম আবুহানীফা নু'মান বিনে সাবিত রাযিআল্লাহু আন্হুর গৌরবকে আল্লাহ না করুন হাল্কা করিতে চাই! ফিক্হশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথা হুজ্জাতুলইস্লাম ওলীউল্লাহ দেহ্লভীর ভাষায় প্রকাশ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে: বিশ্বাস ও মতবাদের দিক দিয়া প্রাচীন আহ্লেসুন্নতগণের মতবাদ অবলম্বন করা আর সাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণ যেসকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করেননাই, সেসব বিষয়ের অনুসন্ধানে বিরত থাকা در عقائد مذهب قدماء اهل سنت اختيار كردن و از تفصيل و تفتيش انچه سلف تفتيش نكردند اعراض نمودن و به تشكيكات خام معقوليان التفات نه كردن و در فروع پيروى علماء محدثين كه جامع اند ميان حديث و فقه كردن و

* খাটোহাতা ওয়ালাদের এই 'দরাজদস্তী' [বাড়াবাড়ি] তোমরা লক্ষ্য কর!

† যে হাদীস কোন তাবেয়ী সোজাসুজি রসূলুল্লাহর (দঃ) নামে রেওয়ায়ত করেন, তাহাকে মুর্সল আর যে হাদীসের সনদ আগাগোড়া রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন, তাহাকে মস্নদ বলা হয়।

‡ তযকিরা ১ম সংস্করণ ৭৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রেনেসার প্রতিক্রিয়া

—এম, এ, কোরায়শী

বৈজ্ঞানিক যুগের উষায় পাদ্রীরাজের বিরুদ্ধে রোমে যে আন্দোলানের গোড়াপত্তন হয়েছিল আর বিদ্যুৎ গতিতে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, উত্তর-কালে তারই প্রতিক্রিয়া রেনেশাঁ। (*Renaissance*) নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে লিখেছেন, "ইউরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয় প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রেনেশাঁসের যুগ আসিয়াছিল, শেক্সপিয়ারের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা"। আমরা হৃদয় প্রবৃত্তির সংযম ও পীড়ণ ঘুচেযাওয়ার এই আন্দোলনকে প্রবৃত্তির বল্গাহীন মুক্তি আন্দোলন বলে অবিহিত করতে চাই আর এর যে প্রতিক্রিয়া ইউরোপের সমাজজীবনে তখনকার দিনে আত্মপ্রকাশ করেছিল *Will Durant* এর সভ্যতার কাহিনী (*The Story of Civilization* নামক বিরাট পুঁথি থেকে তার কিছু ছিটেফোটা পাঠকদের উপহার দিতে ইচ্ছা করি। কারণ স্বাধীনতালাভ করার পর পাকিস্তানের মানস রাজ্যে মুক্তি ও উচ্ছৃংখলতার যে পদধ্বনি শ্রুত-গোচর হচ্ছে, তখনকার খৃষ্টানজগতের রাজধানী রোমের

(১৪শ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

دائماً تفریعات فقهیه را بر کتاب و سنت عرض نمودن، انچه موافق باشد در حیز قبول آوردن و الا کالائے بد بریش خاوند دادن ۔ امت را هیچ وقت از عرض مجتهدات بر کتاب سنت استغنا حاصل نیست و سخن متقشفه فقها که تقلید عالمے را دستاویز ساخته تتبع سنت را ترک کرده اند نشنیدن و بد ایشان التفات نکردن و قربت خدا جستن بدوری اینان !

আর নৈয়ায়িকদের কাটহুজ্জতি ও সন্দেহ-বাদ আদৌ গ্রাহ্য না-করা আর আনুষ্ঠানিক মস্‌আলা সমূহে যেসকল আহ্‌লেহাদীস ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলা আর ফিক্‌হী সিদ্ধান্ত গুলিকে সর্বদা কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখা, যে সকল সিদ্ধান্ত অনুকূল সেগুলি গ্রহণ করা আর প্রতিকূল যাহা, তাহা প্রত্যাখ্যান করা। বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদকে কোর-আন ও সুন্নাহর সাহায্যে যাচাই করার কার্য হইতে উম্ম-তের পক্ষে কোন সময়েই নিরস্ত থাকার উপায় নাই আর যেসকল গোঁড়া ফকীহ একজন বিদ্বানের অন্ধ অনুসরণকে দলীল ধরিয়া সুন্নাহর অনুসরণ বিস-র্জন দিয়াছে, তাহাদের কথা শ্রবণ না করা, তাহাদি-গকে গ্রাহ্য না করা আর তাহাদের দূরত্ব দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা" । ¶

দেখুন প্রিয় পাঠক পাঠিকা, যাহারা প্রকৃত আহ্‌লে সুন্নাহ, তাঁহারা সকল অবস্থায় কোরআন ও হাদীস-কেই অগ্রগণ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা দ্বীনের অধিনায়ক ও শরীআতের স্তম্ভ, তাঁহাদিগকে প্রকৃত আহ্‌লে সুন্নতগণ কখনও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে পারেননা। যাঁহারা এই দ্বিবিধগুণে বিভূষিত নয়, তাহারা যেমন আহ্‌লেসুন্নত দল হইতে খারিজ, তেমনি তাহারা সম্বোধনের উপযোগীও বিবেচিত হইতে পারেনা।

ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان، و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رؤف رحيم —

প্রভুহে, আপনি আমাদিগকে আর আমাদের যে সকল ভ্রাতা ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করুন আর কোন ঈমান-দার সম্বন্ধে আমাদের মনে বিরূপ ভাব সৃষ্টি হইতে দিবেননা। প্রভুহে, আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়!

¶ শাহ অলীউল্লাহ, অসীয়ত নামা, ২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নাগরিকদের হৃদয়তন্ত্রীর সাথে তার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। পাকিস্তানের পদস্থ কর্মচারীদের বিদ্যাধরীরা মাতাল ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় যেমন করে ধরা পড়ে যাচ্ছে আর 'ন্যাংটা ক্লাবে'র যেসব শ্রুতিমধুর সংবাদ অবিরত পরিবেশিত হয়ে চলেছে, চুরি ডাকাতি আর তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে ছোরাবাজির যেসব নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, তাতে রেনেসাঁ-যুগীয় ইতিহাসের সংগে পাকিস্তানের নবলব্ধ আযাদী যুগের অবস্থার নিবিড় মিল তুলনা করে দেখার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

ফ্লোরেন্সের তৎকালীন আর্কবিশপ স্বীয় পরিবেশ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "মানসিক স্বাধীনতার উন্নতি-লাভের সাথে সাথে জনগণের মন থেকে ধর্মের প্রভাব নেমে যেতে লেগেছে আর যৌন উচ্ছৃংখলতা প্রসারিত হ'য়ে পড়েছে। পুরুষরা গির্জায় নারীদের সঙ্গে নেচে-নেচে গান করে, অবকাশের দিনে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই উপাসনায় মন দেয়, সমস্ত সময়টা গির্জাসন্নিহিত চাখানাগুলিতে ভিড় পাকিয়ে আড্ডা দিতে থাকে আর আমোদপ্রমোদে দিন কাটিয়ে দেয়। সামান্য উত্তেজনায় সেন্টদের আর সৃষ্টিকর্তাকে তারা যা'তা বলে গালিগালাজ আর উপহাস করে। এদের বিবেক মিথ্যাচার আর প্রবঞ্চনায় মরে গেছে, হারামীপণা এদের দেহের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"সভ্যতার কাহিনী" লেখক তৎকালীন যৌন-উচ্ছৃংখলতার সমালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, মধ্যযুগেই ইউরোপে ব্যভিচার অধিকতর আদরণীয় ও ব্যাপক ছিল, না রেনেসাঁর যুগে, সেকথা সঠিক ভাবে নির্ণয় করার মত সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হাতে না থাকলেও একথা অবশ্যই যোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে পরনারীর সহিত অবৈধ সংযোগ যেমন বীরত্বের লক্ষণ বিবেচিত হত, রেনেসাঁর যুগেও তেমনি শিক্ষিত দল নারী সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক আর অনিন্দ্যসুন্দর চিত্র তাদের মানসপটে অংকিত করে রেখেছিল। শিক্ষাগারে আর সম্মেলনে নরনারীর মধ্যে বেশীর বেশী সাম্য এক নতুন মানসিক সম্পর্কের সৌধ রচনা করে চলেছিল।

"সম-মৈথুন গ্রীক সভ্যতার পুনর্জাগরণের অনিবার্য পরিণতি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, উদারনৈতিকের দল এই কার্যের নানারূপ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তৎকালীন খ্যাতনামা লেখক আরমি অস্টো স্বীকার করেছেন, আমরা সকলেই একার্যে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম।

"রেনেসাঁ যুগীয় জনৈক গ্রন্থকারের প্রদত্ত হিসাব মত রোমের ৯০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে বিখ্যাত ও পরিচিত বেশ্যাদের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৮ শত। ভেনিস সহরে ৩ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ বসবাস করতো, তাদের মধ্যে যেসব বেশ্যার নাম রেজিস্টারীভুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬ শত চুয়ান্ন। জনৈক রসিক প্রকাশক একখানি ডাইরেক্টারীও প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এই সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নাম, ঠিকানা আর তাদের ফিস উল্লিখিত থাকতো।

"হারামীপণা এরূপ সীমাহীন হ'য়ে উঠেছিল যে, হালাল হারামের তারতম্য একেবারেই রহিত হ'য়ে গিয়াছিল। বিশপ রবার্ট বলেছেন, যুবকদের চরিত্র লজ্জাকর পর্যায়ে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। প্রগতিবাদী যুবকদলের সাথে আলোচনা ক'রে তিনি অবগত হ'য়েছিলেন যে, তাদের বিবেচনায় ব্যভিচার কখনও পাপ বলে গণ্য হ'তে পারেনা, সতীত্ব একটা সেকেলে কুসংস্কার মাত্র আর সচ্চরিত্রতা প্রাচীন যুগের একটা নির্বাণোন্মুখ স্মৃতিচিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। উল্লিখিত বিশপের সাথে এরূপ যুবকদলেরও সাক্ষাৎকার ঘটেছিল যাদের নিজেদের গর্ভধারিণী আর সহোদরাদের সাথেও অবৈধ যৌনসম্পর্ক ছিল।"

ডুরান্ট সে যুগের নারীদের সম্বন্ধে লিখেছেন, "কোন নারীর স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সৎসাহস না থাকলেও বেশভূষা, সাজসজ্জা আর অঙ্গভংগীর সাহায্যে পরপুরুষকে প্রলুব্ধ আর তার উপাসকে পরিণত করার অধিকার তার জন্য অবশ্যই স্বীকৃত ছিল। সে যুগের সঙ্গীত আর গীতিকাব্যে প্রেমের যেসব কাহিনী উল্লিখিত থাকতো সবগুলিতেই নারীকে হৃদয় দান করার আর তারকাছে আত্মসমর্পণের সুর অনুরণিত হত আর যে নারীর উদ্দেশ্যে এগুলি বিরচিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হত, সে কবি বা গায়কের নিজের স্ত্রী হ'তনা। মধ্যবিত্ত সমাজ সাধারণতঃ নারীর বিশ্বাসঘাতকতাকে তার বৈধ অধিকার বলেই ধরে নিয়েছিল।

"রূপের সম্ভোগ ছিল রেনেসাঁ যুগের ভারকেন্দ্র, সে নর নারী যাই হোক না কেন, প্রাকৃতিক বিষয়ে বা আর্টের চর্চায় বা কোন অপরাধক্ষেত্রে সকল-বিষয়েই মানুষ সৌন্দর্যভোগকে নীতনৈতিকার স্থান দান করেছিল। মানুষের পরীক্ষা তার চরিত্র বা বিশুদ্ধ জীবন দিয়ে করা হত'না, জীবন সংগ্রামে যে জয়লাভ করেছে, তাকেই সার্থক মানুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হত। অবৈধ সন্তান না থাকা বিস্ময়ের ব্যাপার মনে করা হত আর এরূপ সন্তানের বা তার জনকের পক্ষে এর জন্য নিন্দার পাত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিলনা। পুরুষরা অবৈধ সন্তানদের স্বগৃহে নিয়ে আসার জন্য তাদের মাদের বাধ্য করতো। এই নীচতার দরুণে তাদের মনে নিষ্ঠুরতার ভাব উগ্র হয়ে উঠেছিল, তারা নিষ্ঠুরতার মধ্যেও সুখভোগ করতো, অশান্তি ও উপদ্রব বেড়ে চলেছিল আর নরহত্যা ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

গ্রন্থকার লিখেছেন, ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করার বাতিক তাদের মধ্যে সীমালংঘন করেছিল, সমস্ত ইউ-রোপে রোমের চাইতে অধিক দলীয় কলহ কোনস্থানেই পরিলক্ষিত হতনা, যোর যবরদস্তির ঘটনা এত প্রচুর পরিমাণে ঘটতো যে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা দুসাধ্য। ভাড়াটে নরঘাতক খুব শস্তায় পাওয়া যেত, অত্যাচার ও উপদ্রব ছোঁয়াচের মত বিস্তারলাভ করে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে 'আরীসদ' নামক স্থানে ফ্লোরেন্সের প্রেরিত এক কমিশনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয় আর চোখের নিমিষে শত শত ফ্লোরেন্সবাসীদের হত্যা করে ফেলা হয়, এই দুর্ঘটনায় কয়েকটি পরিবার সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সময়ে একজন হতভাগ্যকে উলঙ্গ করে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে জলন্ত মশাল তার গুহ্য দ্বারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর উপস্থিত জনতা এই আমোদে অট্টহাসির কলরব তুলে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

"দান ধ্যানের প্রবৃত্তি একেবারেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, শুধু সুদের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যেত আর সুদের হারও হত অত্যন্ত চড়া। ক্রমবর্ধমান সুদের হার হ্রাস করার জন্য একবার রোমের বিধান সভায় আইন গৃহীত হয় যে, শতকরা কুড়ির উর্ধে কেউ সুদ নিতে পারবেনা কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, মহাজনরা আইন ভঙ্গ করে শতকরা ত্রিশ হিসেবে সুদ আদায় করতো।

"আইনের প্রভাব তিরোহিত হ'য়ে পড়েছিল, মযলুমের ফরইয়াদ শ্রবণকারী কেউ ছিলনা। দুর্নীতি সরকারি শাসন বিভাগের প্রত্যেক স্তরে শিকড় গেড়ে বসেছিল, কোন কোন স্থানের অর্থবিভাগ পাদ্রীদের হাতে সমর্পণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ যাকেই এবিভাগ সমর্পণ করা হত, সেই আত্মসাৎ করে ফেলতো। বিচার খুব দুর্মূল্য হয়ে পড়েছিল, দরিদ্র-দের কথা শ্রবণ করার কেউ ছিলনা। মামলা মোকদ্দমার চাইতে নরহত্যা অনেক সহজ ছিল।"

যাকে বলে পুনর্জাগরণের যুগ, যে জাগরণ সমগ্র ইউরোপের দেহে জীবনের নতুন স্পন্দন এনেদিয়েছিল, এ হচ্ছে সেই যুগের,আর যে নগরে এই জাগরণ সুচিত আর ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল, সেই নগরের আলেখ্য।

কিন্তু রোমের শেষ পরিণতির কাহিনীটাও সঙ্গে সঙ্গে শুনে ফেলা উচিত।

নৈতিক পতনের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ রোম অধঃপতনের চরম স্তরে দ্রুত নেমেযেতে লাগলো। ইটালীর রাজনৈতিক সর্বনাশের কাহিনী বড়ই মর্মন্তুদ, নৈতিক পতনের ফলে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যতই দুর্বল হয়ে পড়ল, ততই চিল শকুনীরা ইটালির আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। ইটালির বিরুদ্ধে প্রথমে ফ্রান্স অগ্রসর হল, তারপর স্পেন আর শেষে জার্মানী। একটি বৈদেশিক বাহিনী যখন রোমে প্রবেশ করছিল সেই সময়ের বিবরণ ঐতিহাসিকের মুখ থেকে শ্রবণ করা হোক :

শত্রুদলের "সৈন্যবাহিনী যখন রোমের ঐতিহাসিক বিপণিতে প্রবেশ করলো, তখন তারা নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে একধার থেকে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ ক'রে

www.ahlehadeethbd.org

মস্‌জিদুন্‌নবী—অতীত ও বর্তমান

মূলঃ উস্‌মানহাকীম

আনুবাদ : ফখ্‌রুলহক সেলবর্ষী।

উৎপত্তি ও নির্মাণ কথা

সউদী আরবে অবস্থিত হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মস্‌জিদ্ পৃথিবীর তিনখানি সর্বাপেক্ষা পবিত্র মস্‌জিদেরই অন্যতম। অপর দুইখানি হইতেছে মক্কা-মুয়াযযমা ও যেরুযালেমের হারামে তৈরী সুপ্রাচীন মস্‌জিদ। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই আঁহযরতের মক্কা হইতে মদীনা হিজরতের সময় উক্ত মস্‌জিদ নির্মিত হয়। মদিনা মুনাওওরায় উপনীত হইবামাত্র সহল্ ও সুহেল্ নামক দুইটি এতিম বালকের নিকট হইতে একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া লইয়া রসুলে আকরম উহারই উপর এক উপাসনালয় নির্মাণ করেন। উক্ত অনাথ বালক দুইটি মুফয় ইব্‌নে ওমর ইব্‌নে ছলাবা ইব্‌নে নাজ্জারের পুত্র। সূর্যা-কিরণে শুষ্ক কর্দ্দমের ইষ্টক ও খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়া উহা তৈরী হয়। মস্‌জিদের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রাচীরের দূরত্ব ৭০ ধিরা (১০৮ ফুট)। এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমের দূরত্ব ৬০ ধির'া [১০০ ফুট] ইহার উচ্চতা

১৭ পৃষ্ঠার পর

দিল, হাসপাতাল আর অনাথ-শিশু-আশ্রমও তাদের নিষ্কাশিত অসির মুখ থেকে রেহাই লাভ করতে পারেনি। যারা সেন্ট পিটারের ভুবনবিখ্যাত গির্জায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তারাও রক্ষা পেলনা। সমুদয় গির্জা আর উপাসনালয় লুণ্ঠিত হল, গির্জাগুলিকে অসংকোচে সেনাবাহিনী তাদের পশুশালায় পরিণত করলো। সৈন্যদলের আসল লক্ষ্যস্থল ছিল সেন্ট-পিটারের গির্জা আর ভেটিকান। এই গির্জা-গুলির যেসব স্থান বিশেষ পবিত্র বিবেচিত হত, সেই-সব জায়গাতেই তারা তাদের ঘোড়া বেঁধে রাখতো। পাদ্রী আর বিশপের দল অবলীলাক্রমে নিহত হলেন, রোমের প্রত্যেকটি গৃহের তারা খানাতলাশী করলো, দু'টি গৃহ ছাড়া। এই দু'টি গৃহ পঞ্চশ হাজার সুবর্ণ-মুদ্রা দিয়ে আততায়ীদের কাছ থেকে ক্রয় করা হ'য়েছিল। যেসব গৃহ থেকে ধনদওলত কিছুই সৈন্যদের হস্তগত হ'তনা, সেগুলি জালিয়ে ভস্মীভূত করা হত। যারা নিজেদের প্রাণের মূল্য দিতে পারতো কেবল, তারাই রক্ষা পেয়েছিল, অবশিষ্ট সকলকেই তরবারির এক আঘাতে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছিল। যারা নিজেদের ধনসম্পদের সন্ধান দিতে অস্বীকার করতো, তাদের সন্তানদের ঠ্যাং ধরে জানালা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করা হত। রোমের বিপণিগুলি মৃতদেহে ভর্তি হয়ে গেল। ক্রোড়পতিরা নিজেদের চোখের সম্মুখে তাদের কণ্যাদের প্রতি বলাৎকার আর পুত্রদের নিধন দর্শন করলো। লুণ্ঠনের পর গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হত। তিন বৎসরের উর্ধ-বয়সের এমন কোন মানুষ রক্ষা পায়নি, যাকে স্বীয় প্রাণের মূল্য দিতে হয়নি।" কোন-কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, "এই নরমেধযজ্ঞে শুধু ভেটিকান অঞ্চলে দু'হাজার লাশ নদীতে নিক্ষিপ্ত আর ৯৮ হাজার লাশকে পুঁতে ফেলা হ'য়েছিল। শত্রু আক্রমণের পর যেটুকু বাকী ছিল, ঐশীদণ্ডের আঘাতে তা পূর্ণ হয়েগেল।" ঐতিহাসিক বলেন,

"আক্রমণের ৫ বৎসর পূর্বে রোমে প্লেগের মহা-মারী ছড়িয়ে পড়ে, এর ফলে রোমের জনসংখ্যা কমে ৫৫ হাজারে দাঁড়ায়। ১৫২৭ সনে জনসংখ্যা হয় ৪০ হাজারেরও কম। নরহত্যা, আত্মহত্যা আর পলায়নের ফলে এই ঘাটতি ঘটেছিল। আক্রমণের পর প্লেগ আবার প্রত্যাবর্তন করে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখাদেয়, রোম শ্মশানে পরিণত হয়, মৃতদেহ প্রোথিত করায় কেউ নাথাকায় সেগুলি বাজারে পড়ে পচতে থাকে। লাশগুলির দুর্গন্ধ এরূপ উৎকট হয়ে উঠে যে, কয়েদীরা সহ্য করতে না পেরে জেল ভেঙ্গে পলায়ন করে"।

রোম তার বিশ্ববিশ্রুত লুপ্ত গৌরব আজও উদ্ধার করতে পারেনি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫ ধিরা [৮ ফুট]। ইহার পর ৯ই হিজ্‌রী (৬৩১ খৃঃ) আঁহযরত মস্‌জিদের পুনঃনির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন। এই সময় ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া ১০০০০ বর্গ ধিরা বা ১৬০০০ বর্গ ফুট করা হয়। তখনও সেই কাদার ইট ও খেজুর গাছের গুঁড়িই ব্যবহৃত হয়। ইহার উচ্চতাও তখন বৃদ্ধি করিয়া ৭ ধিরা বা ১১ ফুট করা হয়। আল্লার প্রিয় নবী মস্‌জিদের ভিত্তিপ্রস্তর নিজ হস্তে স্থাপন করেন এবং শ্রমিকের কাজও নিজেই নির্বাহ করেন।

ওমর ও ওস্‌মানের দান

আঁহযরতের রিহলতের পর খলিফা আবুবকর [রাঃ] ই সর্বপ্রথম মস্‌জিদের পুনর্গঠনপর্ব সমাধা করেন। কিন্তু ইহার আয়তন বৃদ্ধি বা আকৃতিপরিবর্তন ইত্যাদি কোনো বিষয়েই তিনি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেননাই। ইহার বহুদিন পর অর্থাৎ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে [১৭ই হিজ্‌রীতে] খলিফা ওমর [রাঃ] মস্‌জিদের আয়তন আরো বাড়াইয়া ৩৪ ও ৫০ ফুট করেন, দরওয়াযার সংখ্যা তিন হইতে ছয় করেন। ওমরও অনুরূপভাবেই কাদার ইষ্টক ও খর্জুর বৃক্ষ ব্যবহার করেন। হযরৎ ওমরের পর হযরৎ ওছমান ইবনে-আফ্‌ফান রাঃ ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব এই তিনদিকে ইহার আকার ১৭ ফুট করিয়া বৃদ্ধি করেন। পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া কারুকার্যে খচিত সুদৃশ্য উপল খণ্ড ও পাষাণের স্তম্ভসমূহ ব্যবহার করেন। তদুপরি সীসার পাত বসাইয়া তিনি ইহাকে ময়বুতও করেন। তখনও মস্‌জিদের ছাদ কিন্তু সেই কাদা দিয়াই তৈরী করা হয়

ওমাইইয়া সম্প্রসারণ

৭০৩ খৃষ্টাব্দে [৮৮ হিজরীতে] ওমাইইয়া খলিফা আলওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মস্‌জিদের আয়তন আরো বৃদ্ধি করিয়া ৩৪ ও ৫০ ফুট করেন। বিশেষতঃ তাঁহাদ্বারা ইহার নানা আবশ্যক পরিবর্তনও সাধিত হয়। 'উম্মাহাতুল মুমেনীন' বা বিশ্বমুসলিমের জননী অর্থাৎ আঁ-হযরতের বিবিদের বাসগৃহ সমূহ মস্‌জিদের জন্য [aquire] দখল করা হয়। খলিফা আলওয়ালিদও উহাতে কারুকার্য খচিত প্রস্তরসমূহ ব্যবহার করিয়া উহাতে মর্মর ও মুসা পথরের বহু থাম লাগান। অধিকন্তু পত্র পুষ্পে তিনি ইহাকে সুসজ্জিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদে মেহ্‌রাব সৃষ্টি করিয়া আযানের জন্য উচ্চ মিনরা প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্বাসীয় সম্প্রসারণ

৭৮২ খৃষ্টাব্দে (১৬৫ হিঃ) আব্বাসীয় খলিফা আল্‌মাহ্‌দী উত্তর দিকে মস্‌জিদের আয়তন ১৭০ ফুট বৃদ্ধি করেন। তিনি ওয়ালিদের ষ্টাইল বা পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। বলাবাহুল্য, মস্‌জিদেনববীর আদিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বহুপূর্বেই প্রয়োজনীয় রূপে সাধিত হইয়াছিল। অতীত দিনের স্মরণীয় বস্তুসমূহ সযত্নে রাখিবার উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় খলিফা অন্‌নাসির-লিদ্বিনিল্লাহ্‌ ১২২৫ খৃষ্টাব্দে মস্‌জিদের আঙ্গিনায় কতিপয় ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ তৈরী করেন। মস্‌জিদের মেরামতী কার্যের জন্য তিনি সম্বৎসর ৪০০০ স্বর্ণ মুদ্রা (মোহর) দান করিতেন। ১২৫৬ খৃঃ অব্দে (৬৫৪ হিঃ) একবার এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে মস্‌জিদের কতকাংশ পুড়িয়া যায়। কিন্তু মিসর ও এয়মনের শাসন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই উহা পুনর্নির্মাণ করেন। ১৪৭৫ খৃঃঅব্দে (৮৮১) মিসরের মেমলিউক্‌ বাদশাহ কায়েৎ বাই মস্‌জিদে বহু অর্ধগোলাকার খিলান বা তোরণদ্বার নির্মাণ করাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্বদিকস্থ ছাদটিরও সংস্কার করেন। কিন্তু শরিয়তের অদেশের বিরুদ্ধেই তিনি হযরতের রওযার উপর গুম্বযও স্থাপন করেন।

ওস্‌মানীয় তুর্ক খলিফাদের শাসনামলের পূর্ণপ্রতাপের দিনে মস্‌জিদে নববীর উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও পরিবর্ধণ সাধিতও হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে [১২৬৬] সোল্‌তান আবদুল মজীদ নূতন করিয়া ইহার গঠনকার্য সম্পাদন করেন। মস্‌জিদের উত্তর দিকে তিনি মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ করেন। সউদী আরবের বর্তমান অধিপতি সোল্‌তান সউদ মস্‌জিদের যে বিরাট সম্প্রসারণ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, তাহার ফলে মরহুম সোলতান আবদুল মজীদের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন কার্যে কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হয়নাই। বর্তমান প্রসারণ পর্ব অতীতের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান লোহিত প্রস্তরের স্তম্ভ ও গুম্বয সমূহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগ করা হইতেছে। হালে সমুদয় ছাদের উপরেই ঐসব গুম্বয স্থাপিত হইতেছে। উক্ত মস্‌জিদে তিনটি তোরণ দ্বার আছেঃ যথা [১] বাবুস্ সালাম বা শান্তির দরওয়াযা, ইহার অপর নাম বাবুর রহমান বা করুণার দ্বার। [২] পশ্চিম দিকে বাবুননিসা বা যানানাদের (৩) পূর্বদিকে বাবে জিব্রিল বা জিব্রাইলের দ্বার, উত্তরাদকে বাবুল মজিদ বা সোলতান মজিদের তোরণসমূহ অবস্থিত।

সোলতান আবদুলমজীদের ইচ্ছানুযায়ী প্রসারিত মস্‌জিদের মোট আয়তন ১০৩০৩ মিটার। মস্‌জিদের মধ্যস্থলে ৩০৮৪ বর্গ মিটার আয়তনাবশিষ্ট একটি প্রাঙ্গণ আছে, ইহা বৃহৎ ও উন্মুক্ত। ইহা চারিটি বারিন্দা বা দরদালান দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের বারিন্দায় বারটি খিলানের এক সারি আছে, পূর্ব ও উত্তর দরদালানের প্রত্যেকটিতে দুইসারি করিয়া এবং পশ্চিমের দরদালানে তিনটি খিলান আছে।

সউদী সম্প্রসারণ

এখানে ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, মস্‌জিদে নববীর সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের খিয়াল মরহুম সোলতান আবদুলআযীয ইবনেসউদের উর্বর মস্তিষ্কে প্রথমতঃ আসে। ১৯৪৮ খৃঃ [১৩৬৮ হিঃ] অব্দে মদিনা হইতে প্রকাশিত আলমাদিনাতুল মুনাওওরার সম্পাদক উক্ত মস্‌জিদের আশুসম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সউদী গবর্ণমেণ্টের কাছে এই বলিয়া এক দরখাস্ত করেনযে, যেসব ক্রমবর্ধমান ধার্মিক মুসলমান ও তীর্থযাত্রী প্রার্থনার জন্য পবিত্র মদিনায় পদার্পণ করেন, তাঁহাদের জন্য মস্‌জিদে স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হয়। উক্ত গবর্ণমেণ্টের উন্নয়ন ও সংগঠন পরিকল্পনাসমূহের ডিরেক্টর শেখ্ ইবনে লাদানের নেতৃত্বে এক বিশেষ কমিশন গঠনপূর্বক সাবেক বাদশাহ্ একদল অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারকে অবিলম্বে এ-কাজে হাত দিতে নির্দেশ দেন। ইং ১৯৫১ সালের ১০ই জুলাই [১৩৭০ হিজ্‌রীর ১লা শাওওয়াল] শেখ্ মোহাম্মদ ইব্‌নে লাদান মস্‌জিদের সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে মদিনা গমন করেন। মস্‌জিদের পশ্চিম প্রান্তস্থ বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করিয়া উহাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওৎ করেন। মিসরের প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মুস্তফা ফহমীর অধীনে নিযুক্ত এক কারীগরী মিশনের সুপারিশ্ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। উক্ত মিশন কর্তৃক তৈরী নক্‌শা ও প্ল্যান অনুযায়ী মরহুম সোলতানের অনুমোদন ক্রমে সম্প্রসারণ-পর্ব ধীরে ধীরে শুরু হয়। সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের যে-সব বা বন্দর মধ্যে উঠান রহিয়াছে, সেগুলি সরাইয়া দক্ষিণ দিকে রক্ষা করিতে হইবে। মস্‌জিদের যে-সব অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, উহার পরিমাণ ৬২৪৭ বর্গ মিটার। সউদী সম্প্রসারণের ফলে আরো ৬০২৪ বর্গ মিটার ভূমি দখল [*aquire*] করিতে হইয়াছে। উক্ত সম্প্রসারণ ব্যাপারে দক্ষিণাঞ্চলে মস্‌জিদের আরো ৪০৫৬ বর্গ মিটার বাড়িয়াছে। রসূলেকরীমের মস্‌জিদ বর্তমানে সর্ব মোট ১৬৩২৭ বর্গ মিটার জমির উপর সম্প্রসারিত হইল।

কতিপয় স্মরণীয় ঘটনা

সউদী আরবের মহামান্য বাদশাহ্ মরহুম আবদুল্-আযীয্ ইবনে সউদ ১৩৭৩ হিঃ [১৯৫৩ খৃঃ] পবিত্র রবিউল্ আউয়াল চাঁদে চৌদ্দ শ' বৎসর পূর্বে যেদিন পয়গম্বর সম্রাট মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, ঠিক সেই দিনে তিনিও তাঁর সম্প্রসারণ কার্য শুরু করেন। এতদুদ্দেশ্যে বুআল্-হুলেইফাহ্ নামক স্থানে মুসাপাথরের যে কারখানা খোলা হইয়াছে, তাহাতে এক দল ইতালীয় কারীগর ও চারিশত আরব শ্রমিক কাজ করিতেছে। গৃহনির্মাণের কাজে যে চৌদ্দজন প্রধান ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছেন তন্মধ্যে বার জন মিস্‌রী, একজন শামী [সিরীয়] ও একজন পাকিস্তানী আছেন। উক্ত চতুর্দশ ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে দুই শতাধিক মিস্‌রী, সুদানী, সিরীয়, ইয়েমেনী, পাকিস্তানী ও হাযরমওৎবাসী 'মিন্‌তী' কাজে লিপ্ত আছে। এতদ্ব্যতীত দেড় হাজারের অধিক সউদী আরব শ্রমিক কাজে যোগ দিয়াছে। গঠনকার্যের জন্য একলক্ষ টন কাঠ, ইসপাত ও সিমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

বিভিন্ন বিবরণ

পূর্ব ও পশ্চিমের দেওয়াল ১২৮ মিটার দীর্ঘ, পক্ষান্তরে উত্তর দিকের পাঁচিল ৯১ মিটার। প্রাচীরঘেরা চতুষ্কোণ থামের সংখ্যা ৪৭৪, আর গোলকার থামের সংখ্যা ২৩২। নূতন খিলানের সংখ্যা ৬৮৯, আর জানালার সংখ্যা ৪৪। দেওয়াল ও থামের ভিতরে গভীরতা ৪ মিটার কিন্তু আযান দিবার মিনারা সমূহের ভিতের গভীরতা ১৭ মিটার। আযান দিবার জন্য মাত্র দুইটি মিনারা আছে। আরো নয়টি নূতন দরওয়াযা বর্তমান সম্প্রসারিত মস্‌জিদে যোগকরা হইয়াছে।

গত ১৩৭৫ হিজ্‌রী (১৯৫৫) র রবীউল্ আউয়াল মাসে আঁ-হযরতের রওযার পশ্চিম দিকের মাঠে অনুষ্ঠিত মস্‌জিদের উদ্বোধন উৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। সেই উৎসবেই হেজাযের বর্তমান নৃপতি সোলতান "সউদ্ সউদী দরওয়াযা"র উদ্বোধন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৬)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

এই ফতোওয়া রচনাকালে উক্ত আলেম-শ্রেষ্ঠের জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র এবং ইংরাজী বিদ্যার্জন মুসলমানের পক্ষে বৈধ কিনা এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তর্কশাস্ত্র যদিও মানুষের নৈতিক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে সহায়ক নহে তবুও ব্যাকরণে জ্ঞানার্জ্জনের ন্যায় উহাতেও জ্ঞানার্জন করা যাইতে পারে। তবে কেহ যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কুযুক্তি আওড়াইবার সঙ্কল্প লইয়া তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে তাহা তাহার পক্ষে অবৈধ হইবে। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের নিয়তে তর্ক ও দর্শন বিদ্যা অধ্যয়নে কোন দোষ নাই। ইংরাজী ভাষা এবং উহার শব্দার্থ বুঝিবার ও লিখিবার সঙ্কল্প লইয়া ইংরাজি শিক্ষা দোষের নহে। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত যায়েদ বিনে ছাবেতকে খৃষ্টানদিগের ভাষা এবং ঐ ভাষার অভিধান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কারণ রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের নিকট হইতে যেসমস্ত চিঠিপত্র আসিতেছিল ইহার মর্ম্ম উদঘাটনের জন্য তিনি যয়েদ বিনে ছাবেতকে তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ যদি প্রবৃত্তিপরায়ণতা চরিতার্থ করিবার অথবা ইংরাজদিগের সহিত হৃদ্যতা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরাজি শিখিতে চাহে, তবে সেক্ষেত্রে উহা তাহার জন্য অবৈধ হইবে। মোটকথা, সঙ্কল্পের গুণাগুণের উপরেই প্রত্যেক কাজ, কথা এবং ব্যাপার ও বস্তুর বৈধতা অবৈধতা নির্ভর করে। দস্যু, তস্কর এবং আরও নানাশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারীদিগকে দমনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ উত্তম কাজ। কিন্তু ঐ সমস্ত অপরাধমূলক পাতকের সহায়তার জন্য উহা ধারণ করিলে তাহা গুরুতর পাপকার্য হইবে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গোঁড়াশ্রেণীর দ্বীনদার মুসলমানগণ সরকারী স্কুল কলেজ সমূহ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। সাংসারিক মুসলমানগণ যখন তাহাদের সন্তান সন্ততিবর্গকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে দিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন দ্বীনদার মুসলমানগণ আপনাপন সন্তানদিগকে উহা হইতে আরও দূরে রাখিবার জন্য যত্নবান হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই শ্রেণীর মুসলমানগণ বিগত চল্লিশবৎসরকাল ধরিয়া জীবনের সকল ব্যাপারে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের প্রভুত্বকালে হিন্দুর সহিত যতটা না স্বাতন্ত্র্যনীতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহারা তাহা অপেক্ষা দশগুণ বেশী পরিমাণে হিন্দু হইতে দূরে অবস্থিতি করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই তাহারা স্বাতন্ত্র্যনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ১৮৬০।৬২ সালে সরকারী স্কুল সমূহে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা দশজন। বর্ত্তমানে এই অনুপাত কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিলে ঠিক হইবেনা। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রদিগকে সাহায্যের যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, উহাই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অন্যথায় মুসলমানের সংখ্যা সমষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে সে তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক মুসলমান ছাত্র ইংরাজি শিক্ষার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ওহাবী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জনৈক দায়িত্বপূর্ণ অফিসার আমাকে বলিয়াছেন যে, "মুসলমান সমাজের সংখ্যানুপাতের হিসাবে নগণ্য সংখ্যক মুসলমান ছাত্র ইংরাজি স্কুলসমূহে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"

প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনটি কারণে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারিতেছেনা। ১। যেরূপ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইরূপ ভাষার প্রতি বাংলার শিক্ষিত মুসলমানমাত্রই ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে অভ্যস্ত। ২। মুসলমানগণ বাঙ্গালী হিন্দু মাষ্টারের দ্বারা নিজেদের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। কারণ বাঙ্গালী হিন্দু মাষ্টারগণ যেরূপ ভুলত্রুটিপূর্ণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দুতে ছাত্রদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন তাহা মুসলমান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উভয়ের নিকটেই তুল্যভাবে দুর্ব্বোধ্য। তারপর বাঙ্গালী হিন্দুগণ সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা এবং চালচলনে যেরূপ ভীত স্বভাব, তাহাতে তাহাদের দ্বারা মুসলমান ছাত্রবৃন্দকে নিয়ন্ত্রিত করার আশা করা যাইতে পারেনা। কিছুদিন হইল বাংলার কোন একটি জিলার জনৈক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান জমিদারের সাক্ষাত কার হয়। কথোপকথন স্থলে মুসলমান সমাজের যুবকদের শিক্ষার কথা উঠিতেই সেই মুসলমান বলিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাঁহাকে তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগের শিক্ষার জন্য ভীত ও কাপুরুষ (কাওয়ার) স্বভাব বাঙ্গালী হিন্দু মাষ্টার নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিতে পারিবেনা।

৩। যে পদ্ধতিতে ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে উহা মুসলমানের রুচি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ছোট বড়, ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান অল্প বিস্তর আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিতে বাধ্য। কারণ আরবী তাহাদের ধর্ম্মীয় ভাষা এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত উক্ত ভাষার মাধ্যমে তাহাদিগকে নামাজ আদায় করিতে হইয়া থাকে। ফারসী তাহাদের ধর্ম্মীয় ভাষা না হইলেও উহাও মুসলমানের নিকট প্রায় আরবীর আকারে প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। সরকার প্রবর্ত্তিত ইংরাজী স্কুলসমূহে মুসলমানের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ঐ দুইটি ভাষা শিক্ষার কোন স্থান নাই। এই জন্য অনেক মুসলমান অভিযোগ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যে স্কুলে আরবী ফারসী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে সেই স্কুলে বিদ্যার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে পারেননা। এস্থলে লক্ষণীয় হইতেছে এই যে, এদেশে দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত যেসমস্ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী মুসলমানদের সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "যখন একই দেশবাসী হিন্দুগণ নিজেদের সন্তানদিগের শিক্ষালাভের জন্য সরকারী স্কুলসমূহে প্রেরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেননা, তখন মুসলমানদের পক্ষে সে বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকার কি কারণ থাকিতে পারে?" আমার বিবেচনায় এইরূপ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মগত, সমাজগত এবং কৃষ্টিগত ও মানসিকতার পার্থক্যের কথা বিস্মৃতিবশতঃই এরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। সমগ্র হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা নিজেদের সন্তানসন্ততিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য চিরদিনই অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। উহার মূলে একটি নিগূঢ় কারণও বিদ্যমান আছে। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর পৌরহিত্য ব্রাহ্মণকে করিতে হয়। তাহাদের বিবাহ এবং জন্ম মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ অপরিহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, এসকল ধর্ম্মীয় ও সামাজিক কার্য্যাদিতে পৌরহিত্য করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং অর্থকরি বিদ্যা হিসাবেও প্রত্যেক ব্রাহ্মণ স্বীয় সন্তানদিগকে অল্প বিস্তর সংস্কৃত শিক্ষা দিতে উৎসাহিত হইয়া রহিয়াছেন। তারপর বর্ত্তমানে ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা সরকারী ও সওদাগর ইংরাজদের দফতরসমূহে চাকুরী সহজলভ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর সকল স্তরের হিন্দুর পক্ষে আপনাপন সন্তানসন্ততিবর্গকে ইংরাজি স্কুলসমূহে প্রেরণে উৎসাহিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলমানের অবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যে হিন্দুর ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও নাই এবং তাঁহাদের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা অপর কাহারও মুখাপেক্ষীও নহেন। প্রত্যেক মুসলমান পরিবারের যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা এ সকল ধর্ম্মীয় ও সামাজিক কার্য্যাদি নির্বাহিত হইতে পারে। মুসলমানের দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জমাআতের সহিত মসজিদে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং সে জন্য নামাজে এমামত বা নেতৃত্ব করিবার পক্ষে ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের প্রয়োজন করেনা। সমবেত নামাজীবৃন্দের মধ্যে যিনি চরিত্রবান এবং ধর্ম্মীয় বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ তিনিই জামাআতের নেতৃত্ব করেন। বলাবাহুল্য, সে জন্য তাঁহার কোন প্রকার বংশ বা গোত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব পরিচয়ের আবশ্যক করেনা। তার পর ইসলাম এমনই সুন্দর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে যে, মুসলমানের নামাজের জন্য সর্বক্ষেত্রে মসজিদেরও প্রয়োজন হয়না। খোদার সৃষ্ট দুনিয়ার যে কোন স্থানে উন্মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়াইয়া মুসলমানগণ নামাজ সমাধা করিতে পারে। এই নামাজ নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পাঁচবার অবশ্য পালনীয় হইয়া রহিয়াছে এবং সে জন্য নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করিতে ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা দ্বারা বাধ্য করা হইয়াছে। আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করিয়াছি উহাতে ধর্ম্ম শিক্ষার কোন স্থান নাই। সুতরাং শয়নে স্বপনে যাহারা ধর্ম্ম চিন্তা করিতে অভ্যস্ত সেই মুসলমানগণ ধর্ম্মশূন্য বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে না চাহিলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? এই সমস্ত প্রশ্নের উপর লক্ষ্য করিয়া বাংলার শিক্ষা বিভাগের জনৈক যোগ্য ইংরাজ অফিসার এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "যে কারণে আয়ারল্যাণ্ডে এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন নিরর্থক হইয়াছিল সেই একই কারণে এদেশেও বাংলার ধর্ম্ম-বুদ্ধি চালিত মুসলমান সমাজের নিকট উহা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে।"

উহার অন্তঃস্থলে আরও একটি নিগূঢ়তম কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমানগণ মুওয়াহ্হিদ বা একেশ্বরবাদী। সুতরাং প্রত্যেক একেশ্বরবাদী মানবগোষ্ঠি যেমন একই বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তির উপর নিটোল একতাবদ্ধ জীবন-যাপন করিতে অভ্যস্ত, মুসলমানগণও সেই নীতির অনুসারী। সুতরাং তাহারা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি অথবা গোত্রের নির্দ্দেশের অনুসারী নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা হইতেছে একটি নির্ম্মল আদর্শের পূজারী। এইস্থানেই বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে একেশ্বরবাদীগণকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। একেশ্বরবাদীগণ যেক্ষেত্রে সমবেতভাবে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা আরাধনা দ্বারা আত্মার তৃপ্তি বিধান করেন, সেক্ষেত্রে অংশীবাদী পৌত্তলিকগণ নানা ভাবে নানাবিধ দেব দেবীর পূজায় লিপ্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, আবার সেই সকল দেব-দেবীর সংখ্যাও অগণিত। বলা বাহুল্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই প্রকার মারাত্মক বিভিন্নতার দরুণ পৌত্তলিকদিগের পক্ষে কোন প্রকার উচ্চ আদর্শের ভূমিতে একতাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ নাই। এতৎসংশ্লিষ্ট চিন্তাশীল "গিবন" প্রাচীন পৌত্তলিক গ্রীক জাতির সম্বন্ধে যে শেষ নির্ঘণ্টে উপনীত হইয়াছিলেন ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুগণের প্রতি তাহা যথাযোগ্য ভাবে প্রযোজ্য। গিবন গ্রীকদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"তাহারা বিভিন্ন আকার ও রূপের কল্পনার ভিত্তিতে সহস্র সহস্র দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাদের পূজায় লিপ্ত হইত বলিয়া জীবনের সকল ব্যাপারেই তাহারা ইচ্ছাধীন এবং বিচ্ছিন্নভাবে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।"

গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত না করিয়া কি প্রকারে মুসলমানের এই শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিতে পারেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এতৎসংশ্লিষ্ট মুসলমান সমাজের একটি গুরুতর অভিযোগের কথা বলিয়া লইতেছি। মুসলমানদের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করা

www.ahlehadeethbd.org

হইয়া থাকেযে, "গবর্ণমেণ্ট বাংলায় হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর প্রজার নিকট হইতে আদায়কৃত রাজস্য তহবিলের অর্থের দ্বারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহাদ্বারা মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ই লাভবান হইতেছে, উহা মুসলমানের কোন কাজে আসিতেছেনা।" একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে মুসলমান সমাজ কর্তৃক আরোপিত এই অভিযোগের মূলে সত্য পাওয়া যাইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে মাত্র যে এই একটি গুরুতর অভিযোগ আরোপিত হইয়া থাকে তাহা নহে। আমরা কেবল মুসলমানের রুচি, প্রকৃতি ও কৃষ্টি বিরুদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত থাকি নাই, ইতিপূর্বে তাহাদের নিজস্ব যে স্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল আমাদের কৃতকর্ম্মের ফলে উহাও ধ্বংস হইয়া এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যে, মুসলমানগণ অপনাপন সন্তানবর্গের শিক্ষা ব্যাপারে সম্পূর্ণতঃ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ আমলদারির পূর্বে এ দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারদিগকে দিল্লীর বাদশাহের পক্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইত উহার কতক পরিমাণ পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত এবং উহার আয়ের কতক দ্বারা গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। নিষ্কর ভূসম্পত্তিপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিক্ষকগণের বেতন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়ভার উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহিত করিতেন। গ্রামের বালক বালিকাবৃন্দ অবৈতনিকভাবে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। রাজ্যের সর্বত্রই এইভাবে শিক্ষার জাল বিস্তৃত ছিল। আমাদের অবিবেচনা প্রসূত নিষ্ঠুর বিধিব্যবস্থার ফলে যেমন এক দিকে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানগণ অর্থনৈতিক ভাবে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, তেমনই আর একদিকে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয় অর্দ্ধ শতাব্দীতে গিয়া এই ধ্বংস সাধনের জন্য আমাদের পক্ষ হইতে নিত্য নূতন আইন কানুন সৃষ্টি করা হয়। এই দেশের বাদশাহগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাদাবৃন্দ এবং রাজা, নওয়াব ও আমীর ওমরা বৃন্দের প্রত্যেকেই শিক্ষা এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের জন্য পরম উৎসাহ সহকারে প্রচুর ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া আসিয়াছেন। বলাবাহুল্য, ধর্ম্মীয় অনুশাসনানুযায়ী খোদার সন্তুষ্টি বিধানার্থ তাঁহারা এইভাবে প্রচুর সম্পত্তি দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক বাদশাহের পর অন্য বাদশাহ আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চালিত সরকার পূর্বদান অনুমোদনান্তর উহার উপর আরও দান বৃদ্ধি করিয়াছেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির যুগে এই ব্যবস্থা একান্ত ভাবেই পুষ্ট লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনযুগে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে যে নানাবিধ বিশৃংখলা দেখা দেয় সেই সুযোগে অনেক ক্ষমতাশালী আমীর ওমরাহ এবং আরও নানা শ্রেণীর উন্মার্গাচারী লোকগণ গায়ের জোরে তাহাদের ভূসম্পত্তির সীমা বাড়াইতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে নিষ্কর ভোগীদের সম্পত্তিতেও ওলট পালট ঘটাইয়াছিল। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি একেইত দুর্ব্বল, তাতে আবার সুদূর বঙ্গ দেশের কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, অনেক সময় সে সব সংবাদও তাঁহাদের নিকট পৌছিতনা। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকাস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা নওয়াবগণ অনুচরবৃন্দসহ ভোগ বিলাসে মগ্ন। আর কেবলই কোন্ উপায়ে ব্যক্তি ও বংশগত স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লাভবান হওয়া যায় সেই চিন্তায় বিভোর ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বত্রই "জোর জার মুলুকতার" এই অশুভ নীতি কার্য্যকরী হইতেছিল। দিল্লী কেবল প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক নির্দ্ধারিত রাজস্য পাইলেই খুশী আর প্রাদেশিক শাসনকর্তা নির্দ্দিষ্ট কর আদায় পূর্বক নিশ্চিন্ত মনে স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারে মশ্‌গুল। তারপর প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে যে সমস্ত কর আদায়কারী এজেণ্ট নিযুক্ত ছিল, তাঁহারাও কম করেন নাই। তাঁহারা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রজার ধন সম্পত্তি লইয়া প্রবৃত্তি পরায়নতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননাই।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস্, ডি-লিট্

(পুর্ব প্রকশিতের পর)

নিউয়র্কের ⅓ বিবাহিতা রমণীই বিবাহে তাহাদের দৈহিক কর্ত্তব্য পালন করেনা, অন্যান্য শহরের অবস্থায়ও বিশেষ পার্থক্য নাই। যে সকল বিবাহিতা রমণী স্ত্রী অঙ্গে অস্ত্রোপচার করায় তাহাদের শতকরা ৯৫ জনের যোনিদেশেই গনোরিয়ার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। (৭৩) যুদ্ধকালে নারীর শ্রমে যে উপকার হয় বলিয়া মনেহয়, তাহাও দৃষ্টিভ্রম মাত্র। অধিক পুরুষ হানির ফলে যুদ্ধরত দেশ, সমগ্র মানব জাতি, এমন কি খোদ নারী সমাজেরই ক্ষতি হয় অধিক। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, প্রণয়ী প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় হারাইয়া পরিণামে তাহারাই ভোগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মোটের উপর, "নারী সম্পূর্ণরূপে ঘরকন্না উপেক্ষা করিয়া জীবনের প্রত্যেকটী ক্ষেত্র আক্রমণ করিলেও তাহারা কোনই আশার বানী আনিতে পারে নাই। নৈতিক পাপের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমন কি অর্থনীতির দিকদিয়াও তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া মাঠ ও আদালতে প্রবেশ করায় দেশ, সমাজ ও জাতির কোনই উপকার হয় নাই, বরং ক্ষতি হইয়াছে যথেষ্ট। নারী স্বাধীনতাই পাশ্চাত্যের সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু। তাহাকে স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিলে পাশ্চাত্যের সর্বনাশ অবধারিত। নারী-স্বাধিনতা খর্ব্ব করিয়াবিশ্বেহী নারীকে টুঁটি ধরিয়া গৃহে ফিরাইয়া না আনিলে উহা চিরকাল নৈতিক অবনতির গভীরপঙ্কে নিমগ্ন থাকিবে। (৭৪) "লোকে প্রায়ই বলে, রোমান নারী যে অপুর্ব স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করিত, মধ্যযুগে তাহা সম্পুর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, অবশেষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুভ্যুদয়ের ফলে নারিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর বলিষ্ট ও সুস্থ ধারনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চাহেন যে, নারী স্বাধীনতা ও নারীর প্রভাব বাঞ্ছনীয়। বস্তু মধ্যযুগ তাহার পথে শোচনীয় প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে। আধুনিক জীবতত্ত্ব ও নারী প্রভুত্যের পরিণামের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা হইতে এই মতের সমর্থন করা কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। নিম্নতর জীবনে বনমানুষের সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল শিম্পাঞ্জীদের সাহচর্য্যে কাটাইয়া কিয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব-বিশারদ ডাঃ হান্স উইণ্টার্ট' ঘোষণা করিয়াছেন, "শাখাশ্রয় ত্যাগ করার পর আমরা উন্নত নীতিবোধ হারাইয়াছি। শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে এখনও তাহা অক্ষুন্ন আছে। জংলী জীবনে কোন স্ব বিরোধ নাই, জীবনধারণের ব্যাপারে সেখানে লুকোচুরি অজ্ঞাত। আমরা কিছুটা নরম হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু শিম্পাঞ্জীদের পারিবারিক গঠনে পুরুষই প্রধান। শিম্পাঞ্জীরা দিনে অন্ততঃ একবার স্ত্রীদের মারপিট করে, নতুবা স্ত্রীরা মনে করে, "তাহাদিগকে উপেক্ষা করা হইতেছে।" (৭৫) নারীর মনে তাহারা নিজেদের প্রাধান্যের ধারণা এতই বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অসভ্যদের গঠিত সমাজেও প্রাকৃতিক আইনের (অর্থাৎ নর-নারীর কার্য্যের পার্থক্য এবং পুরুষের যুদ্ধ, শিকার প্রভৃতি) কোন বিশেষ প্রয়াসের কালে ও তৎপূর্বে সাময়িক ভাবে নারীর সংশ্রব ত্যাগ না করিলে দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া পড়ে, এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা কি এই আইন দুইটীকে চিরন্তন অর্থাৎ আমাদের বেলায় চিরকালের জন্য প্রযোজ্য বলিয়া গণ্যকরিব, না মনে করিব যে, মানব-সমাজ যে কোন পরিমাণে উন্নত হইলে এগুলি অপ্রচলিত হইয়া যায়? যাহারা বলেন, এ সকল আইন কেবল অসভ্যদের প্রতিই প্রযোজ্য, উন্নতিশীল-সমাজ ইহা উপেক্ষা করিতে পারে, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইতে হয়।

(৭৩) *Dr. Lowry, Hereself, 116 ; Dr. Edith Hoocker, Laws of sex, 204.*

(৭৪) M, M. Hosain, 187, 208 9,

(৭৫) আজাদ, ৬।৬।৫২ ইং।

www.ahlehadeethbd.org

ভ্যারেন্স, আলকিবিয়াডিস, মার্ক এন্টোনী প্রভৃতি নারী চালিত যেসকল লোক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ও নারী হইতে বিচ্ছিন্ন হননাই, তাঁহাদের দৌর্বল্য ও ব্যর্থতা এবং আশ্চর্যরূপে নারীর বর্দ্ধমান প্রাধান্য ও সামাজিক অবনতির যুগপৎ সঙ্ঘটনের তাঁহারা কোনই কারণ দর্শাইতে পারেননা।

প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলির গঠনমূলক যুগে, যখন উহাদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নর-নারীর স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করিয়া বরাবরই কঠোর আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক ও ২য় শতাব্দীর রোমানদের মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন নারীস্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়, তৎপূর্ব্বে তাহারা যে তাহাদের প্রভাব ও চরিত্র হারাইয়া ফেলে, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। ওটেসিক, রিবময়ের, ফুস্টেল ডি কোলাঞ্জেস ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রচুর তথ্য দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিতে নারীর প্রভুত্ব, অরাজকতা ও পতন সুস্পষ্ট হওয়ার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পুরুষের প্রভাব ও চরিত্রের উদ্বেগজনক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। (১৬) এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে যাঁহারা রেনেসায় নারী স্বাধীনতার ক্রামিক পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের এক প্রকার পুনরুজ্জীবন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন এবং ইহা অধিকতর বলিষ্ঠ ধারণার পরিচায়ক বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের মতের সমর্থন করা অসম্ভব।

মার্গোলিয়থের মতে পর্দা নারীস্বাধীনতা খর্ব্ব করে। অতি আধুধিক ও আধুনিকাদেরও ইহাই মত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। ইস্‌লাম কখনও নারীকে চির-ন্তন অবরোধে পোরেনাই। ইহাতে "নারীর উপর পুরুষের যতটুকু, তাহার উপর নারীরও ততটুকু অধিকার" (কুরআন। ২—২২৭); গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বামীকে স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিতে হয়। পর্দার একমাত্র উদ্দেশ্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের হ্রাস, নারীকে হীন নির্ভরতা বা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা নহে। মানুষের সুখ ও মঙ্গলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যত-টুকু স্বাধীনতা ভোগকরা যায়, পর্দা নারীকে ততটুকু স্বাধীনতা দিয়াছে। কিন্তু উচ্ছৃংখলতা নিবারণ করি-য়াছে। সর্বদা বাজারে ঘুরাফিরা করা, বক্তৃতা দিয়া বেড়ান, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া চলা, সস্তাখ্যাতি লাভের জন্য নিয়ত কলমপেশা, বা গৃহকর্ত্তব্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অবিরাম উড্ডয়ন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া স্বাধীনতা নহে, ইহা উচ্ছৃংখলতা। লোভনীয় হইলেও দেহ, স্নায়বিক উদ্যম ও ব্যক্তিত্বের বিনাশের বিনিময়ে এবম্বিধ খ্যাতি অর্জ্জন একান্ত অর্থহীন। এরূপ মেয়ে পরিবারের শত্রু। এই বিপদ পরিহারের জন্যই নারীর প্রতি পর্দ্দায় থাকা ও গৃহবাসের আদেশ।

পুরুষ নারীকে বন্দিনী করে নাই, করিয়াছে তাহার নিজের দৈহিক গঠন। গুণ্ডার আক্রমণের বিরুদ্ধে রমণী কখনও একাকিনী আত্মরক্ষা করিতে পারেনা, এমনকি দলেবলেও নহে। ১৯৫৭ সনের প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানির বুকে জনৈক মহিলা অন্ধকারে গুণ্ডার হাতে নিপীড়িতা হন। তাহাদের সহিত সংঘর্ষে আরও কয়েকটি মেয়ে আহত হয়। ক্রিকেট খেলায় বিজয়ী পাকিস্তানী দলকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে স্ট্যাডিয়ামে এবং শাহবাগে অনুষ্ঠিত মীনা বাজারেও এমন ঘটে। সংশ্লিষ্ট মহিলা এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরা নাকি মর্য্যাদার ভয়ে ব্যাপারটা চাপিয়া যান। (১৮) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পুনঃ পুনঃ নিগৃহীতা হওয়া সত্বেও নাগরিক অধিকারের দোহাই তুলিয়া প্রকাশ্যস্থানে পুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেয়েদের শরীক হওয়ার উৎসাহ হ্রাস পাইতে-ছেনা! "যে দেশে একজন নারী স্বচ্ছন্দভাবে রাস্তায় বেরুতে পারেনা, সে দেশে" তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করা পর্দার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(১৬) "……*Long before anarchy, feminism and decline became opparent in the states of antiquiy the charcter and Stamina of the Male had been undergonig disquieting Changes"—Universal history of the world, vol. Vii, 3988.*

(১৮) আজাদ ৩১।৩।৫৭; মিল্লাত, ২৫।৩।৫৬ ইং।

Contents

সন্তানের জীবন মাতার আদর্শে গঠিত হয়। কাজেই তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটিলে সমগ্র জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। দাম্পত্য হলফের প্রতি অবিশ্বস্ততা-না দেখাইলেও গৃহকার্য্য উপেক্ষা করিয়া লণ্ডনের *Season Ticket* মেয়েদের মত দোকান, রেস্তোরা, সঙ্গীতের জলসা প্রভৃতিতে ঘুরিয়া বেড়াইলে গৃহ, সন্তান ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। তাহা ছাড়া বহিরাঙ্গণে নর-নারীর প্রতিযোগীতার ফলে তাহাদের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় যুদ্ধ বাধে, ইহা নিবারণার্থে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক করিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র রাখা পর্দার আর এক উদ্দেশ্য। এজন্যই তাহাদের গতিবিধির উপর কয়েকটি আদর্শ প্রতিবন্ধক স্থাপনের দরকার হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিলেও পর্দা কখনও নারীর ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় নাই, তাহার প্রকৃত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (৭৮)

"ইউরোপ ও আমেরিকার নারী অধিকারের সমর্থকরা বরাবর ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে, নারীর স্বার্থ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে থাকিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখী বোধ করে এবং পুরুষের অধীনতায় না থাকিলেই বরং তাহারা জাতি হিসাবে উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। ইহা সত্য হইলে ইসলামী নীতি অনুযায়ী গৃহে নারীর বৃত্তি মানব প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে। যেখানে জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থার সঙ্গে স্বামী ও নিকটাত্মীয়দের সহিত রমণীর সম্পর্ক পাশ্চাত্যের ন্যায়ই সহৃদয় ও ঘনিষ্ঠ। অথচ নারীর সামাজিক মেলামেশা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।... সেখানে মিশ্র স্নান, মিশ্র নৃত্য, উচ্ছৃঙ্খল প্রেমালাপ বা দুর্নাম রটনার অবকাশ নাই। অথচ নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আত্ম-বিকাশ ও উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভের কোনই প্রতিবন্ধক নাই। পুরুষের ন্যায়ই তাহারা চিকিৎসক ও উকীল মুখতার প্রভৃতি হইতে পারে, তবে তাহাদিগকে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে ও মেয়েদের তরফে ব্যবসায় চালাইতে হইবে। এজন্য পাশ্চাত্যের তোষামোদী অনুকরণ নিষ্প্রয়োজন।

নারীর আজাদীর প্রশ্ন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-ভঙ্গী মুসলমানদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।...খৃষ্টানজগত বরাবরই পুরুষের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিয়াছে। আবেগের বশে নারীতে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহারা নারী জাতির এক সংখালঘিষ্ঠ অংশকে চিরাবনত করিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক রমণী তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হইতেছেনা। বিবাহিতা নারীর পক্ষে সম্পত্তির মালিকানা লাভ প্রভৃতি আইনগত অধিকার লাভের জন্য হালে পাশ্চাত্যে খোদ নারী সমাজকেই আন্দোলন চালাইতে হইয়াছে। ইসলামে পুরুষেরা বহু-পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে তাহা দিয়া রাখিয়াছে। নারীর স্বার্থ যে পুরুষের সহিত অভিন্ন নহে, একথা সুধীজনকে বুঝাইবার জন্য পাশ্চাত্যের নারীদের তীব্র সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহাদের আইনসঙ্গত নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যও প্রবল আন্দোলন চালাইতে হইয়াছে। ইসলামে এগুলি বরাবরই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তাহারা এখন নিজেদের স্বতন্ত্র ক্লাব (ও সমিতি) গঠন করিয়াছে। জনৈক তুর্ক মহিলা ইহাকে তাহাদের 'হারাম' বা জেনানা মহল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নামে না হইলেও কার্য্যতঃ ইহা ঠিক। মুসলিম রমণীরা বরাবরই এ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। হযরত বলিয়াছেন, "নারী পবিত্র, যাহাতে তাহাদের প্রদত্ত অধিকার রক্ষিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিও।" তজ্জন্য তাহাদের যে যে অধিকার দরকার, পুরুষেরা স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে শরিয়তের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাহাদের আরও যাহা দরকার হইবে, তাহাও পুরুষেরাই দিবে। কাজেই এই মুক্তিতে নর-নারীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবেনা।" (৭৯)

যে অর্থে নৈতিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়া মেয়েরা বাহিরে যায়। মুসলমান মেয়েদের সে বালাই নাই। আপাত দৃষ্টিতে তাহার অধিকার পুরুষের চেয়ে কম

(৭৮) M. M. Hosain, 191, 221, 222, 182, 211.

(৭৯) M. M. Pickthal, Islamic Culture, 146-7.

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

(নাটক)

মোহাঃ আসাদুজ্জামান বি, এস-সি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১ম ও দ্বিতীয় মোসাহেবের প্রবেশ)

১ম মোঃ। মহারাজ আপনার আদেশে আমি সেই যাদুকর ফকিরটিকে বন্দী করেছি। মহারাজের আদেশ হলেই তাকে বিচারের জন্য আনতে পারি।

রা। সেই যাদুকর ফকিরটিকে বন্দী করে তুমি অপূর্ব্ব কর্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেছ। আমি শুনেছি সে নাকি বাতাসে মিশে চলতে পারে। তাকে দেখবার জন্য মন আমার উদ্‌গ্রীব, তাকে এখানেই নিয়ে এস।

১ম মোঃ। আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

রডা। (স্বগতঃ) ফকির, আমার রাজ্যমধ্যে ইসলাম প্রচারের শাস্তি তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তখন বুঝবে রডারিকের আইন অমান্য করা কত বিপজ্জনক।

(প্রথম মোঃ বন্দী ফকিরকে লইয়া প্রবেশ)

রডা। ফকির, তোমার অদ্ভুত যাদুর কথা আমি লোকমুখে অনেক শুনেছি, কিন্তু আশ্চার্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, যে ইসলামের তোমরা এত গৌরব কর, সেই ইসলাম রাজার সম্মুখে মস্তক অবনত করে শিষ্টাচার পালন করতে তোমাদের শিখায়নি?

ফকির। রাজন, ইসলাম আমাদিগকে একজনের নিকট মস্তক অবনত করতে শিক্ষা দিয়েছে, তিনি হচ্ছেন সব রাজার রাজা মহাপ্রভু আল্লাহ তাআলা। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, সব মানুষ আল্লারই সৃষ্ট, সুতরাং একজন মানুষ যদি অন্য আর একজন পরাক্রমের নিকট মাথা অবনত করে তাহলে তার আত্মার দীনতা বৃদ্ধি পায়, আর তাতে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অংশীদার করার জন্য সে দায়ী হয়।

রডা। রাজার সম্মুখে বন্দী হয়েও তোমার ঔদ্ধত্যের অবসান হয়নি প্রগলভ ফকির। জান এখন তোমার মরা বাঁচা নির্ভর করছে আমার উপর?

ফকির। হা···হা·হা···। রাজন, তোমার প্রলাপোক্তি শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। আমি যখন যে অবস্থাতেই থাকনা কেন, আমার জীবন মরণ সব সময়েই খোদার হাতে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় আমার মৃত্যু তোমার হাতে হবে তবেই তুমি আমায় হত্যা করতে সক্ষম হবে! আর যদি তিনি আমাকে জীবিত রাখা প্রয়োজন মনে করেন তবে তোমার মত শত সহস্র রডারিক আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হবেনা।

রডা। তোমার চরম দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও প্রগলভ ফকির। দেখি তোমার আল্লাহ তায়ালা তোমায় রক্ষা করতে সক্ষম হয় কিনা!

মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অধিক। পিতৃসম্পত্তির অংশ ভ্রাতার অর্দ্ধেক পাইলেও স্ত্রী হিসাবে স্বামীর ওয়ারিস হওয়ায় সে ক্ষতির পূরণ হইয়া যায়। দেনমোহর তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, উহার নগদ অংশের সে নির্বিরোধে মালিক। পিতৃদত্ত যৌতুকেরও বটে। স্বামী আমরণ তাহার খোরপোষ যোগাইতে বাধ্য, অথচ মোহরের বাকী টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আইনতঃ স্বামীর সম্পূর্ণ সম্পত্তি স্বাধিকারে রাখিতে পারে (সুর মুহাম্মদ ইকবাল)। এত অধিকার যার, তাহার বাহিরে গিয়া বিশ্রী পারিপার্শ্বিকতায় লড়াই করিয়া মরার কি দরকার?

যদি সে পুরুষের ষড়যন্ত্রে এ সকল খোদা-প্রদত্ত অধিকারে পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তাহার উচিত এগুলি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, নিজের, স্বামীর এবং সন্তান ও পরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিয়া জাতিকে নিশ্চিত পতনের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করা নয়। ইহাই তাহার খুশির প্রকৃত পথ, খোদাই আইনের বিরুদ্ধে নিরর্থক সংগ্রাম করা নহে।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জেমস্। বাবা, ফকিরকে হত্যা করবার পূর্বে আমার একটা অনুরোধ তোমায় রক্ষা করতে হবে। বল বাবা তোমার হতভাগ্য পুত্র জেমসের এই অনুরোধ রক্ষিত হবে কিনা?

রডা। তোমার হৃদয় বড়ই দুর্বল জেমস্। সুশৃঙ্খল ভাবে রাজ্য শাসন করতে হলে অনেক সময় কঠোর হতে হবে। বিদ্রোহী, রাজদ্রোহীর প্রতি অযথা করুণা প্রদর্শন করাই মহত্ত্ব নয়।

জেমস্। এই ফকির ত বন্দীই রইল, যখন ইচ্ছা তখই আমরা একে হত্যা করতে পারব। একে কারাগারে বন্দী করে রেখে, এর আত্মার উদ্ধার করবার ক্ষমতা আমরা প্রত্যক্ষ করিনা কেন?

রডা। তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য হবে। ফকির, তুমি কারাগারে বসে তোমার মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করে রডারিককে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য কাতর আবেদন জানাওগে যাও—

ফকির। মুসলমান শুধু বিপদে পড়েই আল্লাহকে ডাকেনা। সে সম্পদে বিপদে সর্বসময়েই আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁরই উপর নির্ভর করে।

রডা। যাও—তোমার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আর আমায় শুনাতে হবেনা। প্রহরী ফকিরকে কারাগারে নিয়ে যাও। কারাগারের কঠোরতম শাস্তি যেন এর প্রতি প্রদত্ত হয়।

[ফকিরকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান]

২য় মোঃ। বেটার দেমাগ দেখ। মহারাজের মেজাব দেখে আমাদেরই প্রাণ যায় আসে, আসে যায় করতেছে, আর বেটা কিনা তবু ফট্ ফট্ করেই চলে। আহাম্মুক কোথাকার! তার চেয়ে মহারাজের পায়ের তলায় পড়ে একটু কান্নাকাটি করলেই ত মুক্তি পেত।

রডা। সেনাপতি, তুমি সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দাওগে—আগামী কল্য প্রভাত সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসার সেনাবাহিনী আক্রমণ করব। ফকিরকে বন্দী করেছি শুনলে মুসা আর কালবিলম্ব না করে আমাদের আক্রমণ করবে। আমরা চাই মুসার আক্রমণ করার পূর্বেই আমরা তাকে আক্রমণ করে হতবুদ্ধি করে দিতে।

১ম মোঃ। আজ্ঞা মহারাজ, আমি অদ্যই আপনার আদেশ বাণী প্রচার করে দেব।

রডা। কাল প্রত্যুষ হতেই আরম্ভ হবে ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। দেখি স্পেনের ভাগ্যলক্ষী কার দিকে তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। জেমস্, এ যুদ্ধে তুমি সর্বদা আমার পার্শ্বে থেকে আমাকে উৎসাহিত করে মুসলিম নিধনে সহায়তা করবে।

জেমস্। এ যুদ্ধে আমি সর্বদাই আনন্দ চিত্তে অংশ গ্রহণ করব।

২য় মোঃ। মহারাজ—

রডা। হ্যাঁ তোমাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে আমার পার্শ্বে।

২য় মোঃ। মহারাজ—

রডা। এতদিন তোমাদের বাক্যযুদ্ধে প্রীত হলুম, এবার তোমাদের অসিযুদ্ধে ধন্য হব।

২য় মোঃ। মহারাজ—

রডা। তোমার কি কোন বক্তব্য আছে মন্ত্রী?

২য় মোঃ। মহারাজ যদি অভয় দেন ত আপনার এই চির অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণে একটি নিবেদন করতে সাহস পায়।

রডা। বল, তোমার কি কোন বক্তব্য আছে?

২য় মোঃ। মহারাজ, গত কয়েক দিবসের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা বিশেষ পরিশ্রান্ত। এমতাবস্থায় আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া আর যমালয়ে যাওয়া একই কথা। তাই আমরা মহাজের সমীপে ছয় মাসের ছুটি প্রার্থনা করছি।

জেমস্। আগামী কল্য হবে যুদ্ধ, আর আজ তোমরা চাচ্ছ বিদায়? ঐ পদে যারা অধিষ্ঠিত হয় তারা স্পেনের মান ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবন হেলায় বিসর্জন দেয়। আর তোমরা মুসলিম বাহিনীর ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সরে পড়ছ?

২য় মোঃ। রাজকুমার বৃথাই আমাদের দোষ দিচ্ছেন। আমরা যে মহারাজের কত অনুরক্ত, ভক্ত সে-কথা আর নিজ মুখে কি বলব? মহারাজই সব অবগত আছেন।

রডা। ভীরু অপদার্থের দল! তোমাদের আচ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রণে আমি এতদূর ক্রোধ যে, তোমাদের কটিদেশ পর্যন্ত প্রোথিত করে কুক্কুর লেলিয়ে দিলেও আমার সে ক্রোধ প্রশমিত হবেনা। তোমরা কি সর্বনাশ করেছ জান?

মোসাহেবদ্বয়। মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন মহারাজ! আমাদের চৌদ্দ পুরুষ আর কোন দিন রাজ সরকারে উচ্চপদের মোহ করবেনা।

(রডারিকের পদতলে পতন)

রডা। তোমরাই আমার কামানলে ইন্ধন যোগিয়ে পাপপথে উৎসাহিত করেছ। যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার একমাত্র কন্যা ওলিভাকে দিতে হল আত্ম-বিসর্জ্জন, আর কাউণ্ট জুলিয়ানের মত দেশভক্ত বীরকে করে তুলল বিদ্রোহী। তোমাদের প্ররোচনায় আমি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি আমারই একান্ত অনুরক্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী ডেপারকে। তোমাদের অত্যাচারে আমার প্রজাকুল অতিষ্ট, তারা আমারই পতন কামনা করে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে পরম পিতার নিকট। এইভাবে আমাকে সর্বস্বান্ত করে আমাকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে তোমরা সরে যেতে চাও? তোমাদের শাস্তি দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। যাও—তোমাদের আমি কর্ম্ম হতে অবসর দিলুম। প্রহরী, এদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেবে।

(প্রহরীর মোসাহেবদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান)

জেমস্। এদের বিতাড়িত করে দিয়েছ তাতে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমার মনে হয় এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

রডা। না, এদের হত্যার আদেশ দেওয়া হলে সৈন্যদের মধ্যে আমার প্রতি আস্থা হ্রাস পেত। তারা মনে করত আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে পর পর অমাত্য নিধন করে চলেছি। তারা যাতে আমার সেনাদল বা প্রজাদের উত্তেজিত না করতে পারে সে জন্য তাদের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করার নির্দেশ দিয়েছি।

জেমস্। চল বাবা! অদ্য একবার সৈন্যদের কুচ পরিদর্শন করে তাদের উৎসাহ বর্ধন করিগে।

রডা। চল জেমস্, আজকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগামী কল্য কে কোথায় কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে তার নির্দ্দেশ দেইগে।

৫ম দৃশ্য

স্থান—শিবির। কাল—প্রভাত

মুসা, তারিক, তারিফ ও জুলিয়ান

মুসা। সা ফকির উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী রডারিকের হস্তে বন্দী। সেই পাপাসক্তি হিংস্র নরপতির নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা বাস্তব রূপে নেমে আসবে তাঁর উপর। বন্ধুগণ, অদ্যই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হব। তারিফ, তুমি সৈন্যদের মধ্যে এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ প্রচার করে দাও।

তারিফ। তাই হবে সালারে আযম (প্রস্থান)।

মুসা। জুলিয়ান ও আবদুর রহমান তোমরা সৈন্যদলের বাম পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হবে, তারিফ ও ফিলিপ থাকবে দক্ষিণ পার্শ্বে আর তারিক স্বয়ং মধ্য-ভাগে থেকে সৈন্য পরিচালনা করবে। আমি রসদ-বাহী সেনাদল নিয়ে তোমাদের পশ্চাতে অগ্রসর হব।

জুলিয়ান। আমরা আপনার আদেশানুযায়ী কার্য্য করব।

মুসা। জুলিয়ান, দেখ বন্ধু কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়েশেষে তুমি নিজেই যেন অত্যাচারী সেজনা। মনে রেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া আর সর্বসময়ে অসি কোষ-বদ্ধ রাখাই বীরত্ব।

জুলি। ইসলামের পীযূষধারা আমার মনের সব গ্লানি নিঃশেষ করে দিয়েছে, সালারে আযম।

(তারিফ, মোসাহেবদ্বয়কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

মুসা। এরা কারা তারিফ? এদের কেন ধরে নিয়ে এলে?

তারিফ। আমি আপনার আদেশ ঘোষণা করে ফিরছিলুম, এমন সময় দেখি এরা আমাদের শিবিরের কাছ দিয়ে চুপি চুপি যাচ্ছে, সন্দেহ হল তাই ধরে নিয়ে এলুম সালারে আজমের কাছে।

মুসা। তোমাদের পরিচয় দাও। তোমরা কেনই বা আমাদের শিবিরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলে?

২য় মোঃ। হুজুর যদি অভয় দেন ত আমাদের বক্তব্য হযরতের খেদমতে পেশ করতে পারি।

মুসা। তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা নির্ভয়ে বল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২য় মোঃ। হুজুর, আমার এই বন্ধু ছিলেন রডারিকের প্রধান সেনাপতি আর আমি ছিলুম প্রধানমন্ত্রী।

মুসা। ও তাই নাকি! কিন্তু তোমাদের বেশ নিরীহ ভদ্র গোছের লোক বলে মনে হয়।

১ম মোঃ। হুজুর নিরীহ ছিলুম বলেই ত আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।

তারিক। আমি শুনেছিলুম ইদানিং রডারিক দুইজন চাটুকারকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদ দিয়েছিল।

মুসা। তোমরা যদি মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলে তবে বল রডারিক শা ফকিরের কি ব্যবস্থা করেছে?

২য় মোঃ। সে কথা বলতেই ত হুজুরের নিকট আমাদের আগমন। হুজুর সে কথা আর বলবেন না।

মুসা। হত্যা করেছে?

১ম মোঃ। মাতাল রাজা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

তারিক। বলকি, সেই মূঢ় তাঁকে হত্যা করতে একটুও কুণ্ঠিত হলনা? তার রাজ্য মধ্যে এতগুলি বীর পুরুষের আবির্ভাব কি তার প্রাণে একটুও সঙ্কা জাগালনা? আমার মনে হয় তাঁকে হত্যা করতে রডারিক কখনও আদেশ দেয়নি।

২য় মোঃ। আদেশ দিয়েছিল হুজুর, কিন্তু আমরা দুই বন্ধু তখন রাজার পায়ে পড়ে ফকিরের মুক্তি চাইলুম, তাঁর জন্য কাতর প্রার্থনা জানালুম। রাজা ক্রোদ্ধ হলেন, তিনি আমাদিগকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন। তবে আমাদের কাতর আবেদনে তিনি ফকিরের মৃত্যুদণ্ড তিন দিনের জন্য রদ করে দিলেন। আগামী কল্য সেই তারিখ।

মুসা। তোমরা একটি আজিব মিথ্যা কাহিনী আমাকে বলছ।

২য় মোঃ। মিথ্যা, হজরত?

মুসা। হাঁ্যা মিথ্যা, যদি তোমাদের আবেদনে মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হত তাহলে রডারিক তোমাদিগকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতনা। কারণ যে অমাত্যের অনুরোধে মৃত্যুদণ্ড রহিত হতে পারে কোন রাজাই তাঁকে দূর করে দিতে পারে না হউক না সে যতই অত্যাচারী। তোমরা রাজা রডারিকের উপর বিদ্বেষ বশতঃই একথা বলছ। যা হউক আমাদের পীরতুল্য ফকিরকে বন্দী করার শাস্তি রডারিককে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যাও তোমরা এখান থেকে চলে যাও—। মিথ্যাবাদীর স্থান মুসলীম শিবিরে নেই।

(মোসাহেবদ্বয়ের প্রস্থান)

তারিক। সালারে আজম, তাহলে আপনার আদেশানুযায়ী আমরা সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হই।

মুসা। একটি কথা মনে রেখ তারিক, রডারিককে পারত পক্ষে হত্যা করবে না, আমি তাকে বন্দী করতে চাই।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সালারে আজম, রডারিক রাজধানী হতে বের হয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রান্তরে বিপুল সেনা সমাবেশ করেছে।

মুসা। তবে আর দেরী নয় বন্ধুগণ, তোমাদের বীরত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় এসেছে। আল্লার উপর অসীম নির্ভরতা নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঝাপিয়ে পড় বিধর্ম্মীদের বিপুল বাহিনীর উপর, ছত্রভঙ্গ করে দাও কেশরী-তাড়িত ভীত-চকিত মেষপালের ন্যায়, ছিন্ন ভিন্ন করে দাও প্রবল ঝাটিকার মুখে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকনার ন্যায়। বন্ধুগণ, অগ্রসর হও—যদি গাজী হওয়ার সম্মান লাভ না করতে পার তবে শহীদ হয়ে প্রবেশ কর বেহেশ্‌তের অন্তঃপুরে। হে আফ্রিকা বিজয়ী বীরবৃন্দ, হে রডারিকের দর্প চূর্ণকারী অসীম সাহসী যোদ্ধাবৃন্দ! বিপক্ষ সৈন্যের প্রাচুর্য্য দেখে হতাশার কি কারণ আছে? নিরাশ আঁধারে আশার নূর সর্ব বিপদ বাধা ভঞ্জনকারী মহা প্রভু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায়। বন্ধুগণ তাঁরই পবিত্র নাম নিয়ে তোমরা সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। বল সকলে—আল্লাহু আকবর।

সকলে—আল্লাহু আকবর।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

স্থান-যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—একপ্রহর।

(নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিতেছে)

রডারিক ও জেমসের প্রবেশ।

রডা। এ দেখা যাচ্ছে মুসলিম বাহিনী দামামার তালে তালে অগ্রসর হচ্ছে, সর্ব্বদেহে তার প্রাণচাঞ্চল্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুভূত হচ্ছে। মনে হয় তারা যেন চির অপরাজেয়—

জেমস্। বাবা, রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এইভাবে শত্রুর প্রশংসা করা রণনীতি নয়।

রডা। জেমস্, আমি আমার সৈন্যদলকে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যূহ রচনা করে দিয়েছি। মুসলিম-বাহিনী আর একটু অগ্রসর হলে আমরা ভীম আক্রমণে তাদের বিধ্বস্ত করে দেব।

জেমস্। মধ্যভাগে সমস্ত বাহিনীর অগ্রে যে উন্নত বক্ষ সুগঠিত দেহ বীরপুরুষ অগ্রসর হচ্ছে, যার প্রতি পদক্ষেপে বীরত্ব যেন উছলিয়ে পড়ছে, সেই বীর পুরুষটি কে বাবা?

রডা। আমার মনে হয় ওরই নাম বোধ হয় তারিক হবে। আমি শুনেছি তারিকই আজকের যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

জেমস্। সেনাপতি মুসা?

রডা। মুসা সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য তারিককেই প্রধান সেনাপতি মনোনিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে।

(নেপথ্যে আল্লাহু আকবার ধ্বনি)

জেমস্। বাবা, গভীর সমুদ্র গর্জনের মত একি উল্লাস ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে? এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বেগে সমস্ত সেনাদলের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল। এই ধ্বনির অর্থ তুমি জান?

রডা। এই ধ্বনির অর্থ হচ্ছে তাঁদের উপাস্য আল্লাহই সবচেয়ে বড়। এই ধ্বনিই তাদের জয়ের মূলমন্ত্র এই ধ্বনি তাঁদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা এনে দেয়।

জেমস্। এই গুরু গম্ভীর ধ্বনি শুনে আমার যেন কেমন মনে হচ্ছিল।

রডা। দুর্বলতা ত্যাগ কর জেমস্। বিপক্ষ বাহিনী প্রায় এসে পড়েছি, চল আমরা আমাদের সৈন্যদলে গিয়ে তাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইগে।

(জেমস্ ও রডারিকের প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে তারিক ও জুলিয়ানের প্রবেশ)

তারিক। সালারে আযমের আদেশ অনুসারে বামপার্শ্ব থেকে আক্রমণ চালাবে তুমি ও আবদুর রহমান। মনে রাখবে ক্ষিপ্রগতিই আমাদের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করবে।

জুলিয়ান। আমীরুল জুনুদ আপনার সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই আমি আক্রমণ করব। (প্রস্থান)

(তারিফের প্রবেশ)

তারিক। রডারিক যেভাবে ব্যূহ রচনা করেছে তাতে দুই পার্শ্বদেশ দিয়ে তীব্র আক্রমণ চালাতে হবে। দক্ষিণ পার্শ্বে তুমি ও ফিলিপ আক্রমণ চালাবে ক্ষীপ্রগতিতে, আর বাম পার্শ্ব দিয়ে জুলিয়ান ও আবদুর রহমান তাঁদের কর্তব্য করবে। মাঝখানে আমি শুধু তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেব। তারপর যখন তোমরা কিছুদূর অগ্রসর হবে তখন আমিও তীব্র বেগে আক্রমণ করব। এইরূপে তিন দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে রডারিক পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হবে।

তারিফ। আমিরুল জুনুদ, তারিফ তার কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করবে। আমি যাই সৈন্য দলের দক্ষিণপার্শ্বে আপনার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিগে। (প্রস্থান)

তারিক। (হাত তুলিল) খোদা আজ যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে তা বহণ করবার শক্তি আমায় দাও প্রভু! চির বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর গৌরব যেন আমি রক্ষা করতে পারি। মহামান্য আমীরুল মোমেনীনের স্বপ্ন, সালারে আজম মুসার আকাঙ্খাকে যেন আমি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। তুমি তোমার এই অধম বান্দার প্রার্থনা কবুল কর। আমীন। (প্রস্থান)

(পরপর কয়েকজন সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান রডারিকের প্রবেশ)

রডা। সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করছে মুসলমানদের, ভীম প্রহরণে তাদের বুঝিয়ে দাও খৃষ্টান শক্তি কত প্রবল। বন্ধুগণ, অসভ্য বর্ব্বর মুহাম্মদীয়রা পবিত্র ভূমি স্পেনে পদার্পণ করে পূণ্যময়ী মাতৃভূমিকে কলুষিত করেছে। আজ তার প্রতিশোধ নেবার দিন সমাগত। তাদের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম অপমান কারীদের, পররাজ্য লোভীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে পার করে দাও ভূমধ্যসাগরের

www.ahlehadeethbd.org

পরপারে। এস বন্ধুগণ সর্ববিপদ—ভঞ্জা ভগবানের পুত্র যীশুর নাম নিয়ে অগ্রসর হই, দেখি আমাদের অগ্রগমনে কে বাধা দেয়?

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ। আর অগ্রসর হতে হবেনা পাপাচারী রডারিক। তোমার গত জীবনের অত্যাচারের শাস্তি বিধানের জন্য ফিলিপ তোমার সম্মুখে উপস্থিত।

রডা। ফিলিপ! বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী শয়তান! বিদেশীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করে তাঁদের সাহায্যে দেশের সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছ। কিন্তু তুমি সবেমাত্র বালক, জীবনের রঙ্গীন স্বপ্ন এখনও বাস্তব হয়ে উঠেনি। যদি জীবন উপভোগ করতে চাও, যদি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন মূল্য থাকে তবে সম্মুখ হতে সরে দাড়াও।

ফিলিপ। ফিলিপ আজ মুসলমান—আর মুসলমানের নিকট সমস্ত বিশ্বই তার স্বদেশ, অন্যায় অবিচার বিদূরিত করে দিয়ে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাই তার ধর্ম্ম। স্পেনের কুলাঙ্গার, বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি অস্ত্র মুখেই তার পরীক্ষা হউক।

রডা বেশ তাই হউক প্রগল্‌ভ বালক, তোমার স্পর্দ্ধার শাস্তি গ্রহণ কর।

(রডারিক ফিলিপকে আঘাত করিল, ফিলিপ সে আঘাত প্রতিহত করিল, উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ফিলিপ আহত হইল।)

ফিলিপ। উঃ পারলুমনা! রডারিক মনে করনা এক ফিলিপকে হত্যা করে তুমি মুসলিম সেনা নিধন করতে সক্ষম হবে। সহস্র সহস্র ভীমরূপী ফিলিপ মুসলিম সেনাবাহিনীতে রয়েছে, আমি পারলুমনা, কিন্তু আল্লার ইচ্ছায় তারা সফল হবে।

রডা। হাঃ হাঃ হাঃ। যাও অপদার্থ, কাপুরুষ, তোমার ধর্ম্মের কলেমা পড়তে পড়তে মরগে, বেহেশতে যাবে যাও। আর যদি মুসলিম বাহিনীতে কোন উৎকৃষ্ট বীর থাকে তবে তাকেই পাঠাওগে যাও—(পদাঘাত করিল) হাঃ হাঃ হাঃ—

[টলিতে টলিতে ফিলিপের প্রস্থান ও তারিকের প্রবেশ]

তারিক। এসেছে, এসেছে রডারিক, মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ তারিক উন্মুক্ত অসি নিয়ে তোমার সমর তৃষ্ণা নিবারণ করতে। কোমল বালককে নিহত করে বীরত্বে আত্মহারা হয়োনা মূঢ়। যদি সাহস থাকে, যদি বাহুতে শক্তি থাকে তবে তোমার সমস্ত রণকৌশল দিয়ে আক্রমণ কর।

রডা। অসভ্য, আফ্রিকাবাসীদের পরাজিত করে তোমাদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে, তার উচিৎ শিক্ষা যদি পেতে চাও রডারিক তা দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তারিক, যাদুকর আরবদের প্ররোচনায় পিতৃধর্ম বিসর্জন দিয়েছ এই যথেষ্ট। যদি জীবনে বাঁচবার সাধ থাকে তবে আমার অগ্রগমনে বাধা দিয়ে নিজেকে অযথা বিপদের মধ্যে টেনে এননা।

তারিক। যে অমৃত পান করেনি সে তার স্বাদ কেমন করে অনুভব করবে মূর্খ! স্পেনের কলঙ্ক রাজসিংহাসনে বসে যে পাপাচার করেছ, প্রজাকুলের যে সর্বনাশ সাধন করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়ে বন্দিত্ব স্বীকার কর, অযথা নিজের জীবন বিপন্ন করনা।

রডা। অপরিণাম দর্শী যুবক, যৌবনের উন্মাদনায় ভুলে যাচ্ছ যে, রডারিক স্বয়ং মূর্তিমান মৃত্যুরূপে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা অর্থে নিজের মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করা বুঝায়।

তারিক। বেশ তাই হউক অসির দ্বারাই তার পরীক্ষা হউক। মুসলমান বৃথা বাক্য ব্যয় ভালবাসেনা।

(দুইজন কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিল, তারপর রডারিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল)

রডা। অহঙ্কারী যুবক, তুমি শুধু আক্রমণ প্রতিহতই করছ, কিন্তু প্রতি আক্রমণ করছনা। তবু তোমার প্রতিরোধ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় আমি বিস্মিত না হয়ে পারছিনা। এখনও সময় আছে, আক্রমণ কর, নতুবা পরে এই আক্ষেপ নিয়ে মরতে হবে যে হয়ত আক্রমণ করলে রডারিককে নিহত করতে পারতে।

তারিক। মূঢ় রাজন! সালারে আজম মুসার নির্দ্দেশ আছে তোমাকে জীবন্ত বন্দী করা, নইলে তারিকের অসি তোমাকে এত আস্ফালন করতে সময় দিত না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রডা। তবে স্পেনরাজ রডারিকের চরম আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও তারিক।

(আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হঠাৎ একটি আঘাত প্রতিহত করিতেই তারিকের অসি রডারিকের বাম পার্শ্ব স্পর্শ করিল। প্রবল বেগে রক্তস্রোত বহিল। রডারিক অবসন্ন হইল। তারিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল)

রডা। তারিক তোমার অসি আমার পাঞ্জর ভেদ করে চলে গেছে। শরীর আমার অবসন্ন হয়ে আসছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। তবু-তবু আমি আশ্বস্ত এই ভেবে যে, উপযুক্ত বীরের হাতেই আমার মৃত্যু হল। আশ্চর্য্য তোমার রণ-কৌশল তারিক, আমি যা শুনেছি তার চেয়েও তুমি কুশলী বীর। পরাজিত মৃমূর্ষ শত্রুর মুখ হতে নিজ বীরত্বের প্রশংসা শুনে কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না? উঃ চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, জেমস্ আয় বাবা আমি যে আর স্থির থাকতে পারছিনা।

(দ্রুতবেগে জুলিয়ানের প্রবেশ)

জুলি। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তোমায় আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় অন্বেষণ করেছি। নিরীহ বালক পেয়ে ফিলিপকে হত্যা করেছ। পাপাচারী যদি বীরত্ব দেখাতে চাও তবে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দাও জুলিয়ানের উদ্যত অসিকে।

(তারিক নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জুলিয়ান তার পূর্বেই আঘাত করিল। বিপরীত দিক হইতে জেমস্ দুইজন সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া সে আঘাত তরবারী দ্বারা প্রতিহত করিল।

জেমস্। আহত মুমূর্ষ শত্রুকে হত্যা করা বীরত্ব নয়। যদি সৌর্য্য প্রদর্শন করতে চাও তবে এস জেমস্ তার জন্য প্রস্তুত।

জুলি। তবে তাই হউক জেমস্, অলিফ ও ফ্লোরিন্দা হত্যার প্রতিশোধ পিতাপুত্রের রক্তে হয়ে যাক।

(আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল)

তারিক। ক্ষান্ত হও বন্ধু, দেখছনা বন্ধু! রডারিকের সৈন্য সেনাদল পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে আর আমাদের সেনাবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে রডারিক স্বয়ং গুরুতর আহত সুতরাং এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে রাজধানীতে বিজয় নিশান উড্ডীন করা।

(ইতিমধ্যে জেমস্ সৈন্যদের সাহায্যে রডারিককে লইয়া প্রস্থান করিল)

জুলি। আমীরুলজুমুদ! রডারিক ও জেমস্ পলায়ন করল, তাদের বন্দী করলে না কেন?

তারিক। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ভাই? রডারিক এক্ষণে রাজ প্রাসাদেই আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর আমাদের সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সে প্রাসাদ হতে পলায়নে সক্ষম হবেনা। আমরা তাকে প্রাসাদেই বন্দী করতে চাই।

(নেপথ্যে আল্লাহু আকবর ধ্বনি)

মুসা, তারিফ ও আবদুর রহমানের প্রবেশ)

মুসা। খোদার ইচ্ছায় যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাদের সৌর্য্যে আমি প্রীত ও মুগ্ধ। জুলিয়ান ফিলিপের অকাল মৃত্যুতে দুঃখ করনা ভাই, সে মুসলমানের ঈপ্সিত মৃত্যুকেই বরণ করেছে।

জুলি। সালারে আযম আল্লাহ তায়ালার বিধানের উপর মানুষের কোন হাত নেই। তার মৃত্যুতে আমি দুঃখিত নই এই ভেবে যে, তার আত্মা বেহেশ্‌তের পবিত্র ধামে থাকবে।

মুসা। এইত মো'মেন মুসলমানের মত কথা হল বন্ধু! ভ্রাতৃবৃন্দ আর কালবিলম্ব না করে রডারিকের পলায়ন পথ রুদ্ধ করে দিয়ে চারিদিক হতে রাজধানী অভিমুখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু মনে রাখবে নিরীহ নর-নারী হত্যা করা শরিয়ত বিরুদ্ধ কার্য্য আল্লার নামে অগ্রসর হও।

৭ম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর

(মাথায় ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রডারিক শায়িত-পার্শ্বে জেমস্ উপবিষ্ট টেবিলের উপর শিশিভরা ঔষধ ও গ্লাস)

জেমস্। ডাক্তার বলেছে এই ঔষধ খেলে আর প্রলাপ বকবেনা (ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া) এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল বাবা।

রডা। হাঃ হাঃ হাঃ সরে দাঁড়াও মূর্খ অপদার্থের দল, নইলে এক্ষণি রডারিকের উন্মুক্ত অসি তোমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিগকে নির্মূল করে দেবে। সরে দাঁড়াবেনা? মূর্খের দল, ফললাভ কর। (যেন বর্শা নিক্ষেপ করিল) হাঃ হাঃ হাঃ

জেমস্। উঠনা বাবা, উঠনা, দোহাই তোমার!

রডা। একি আমায় আঘাত করলে? উঃ ভীষণ যন্ত্রণা উঃ ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় আর মেরনা। আমি কোন অন্যায় করিনি।—হ্যাঁ, হ্যাঁ করেছি সারা জীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তবু—তবু আমায় শাস্তি দিওনা আমায় মুক্তি দাও, দাও, দাও।

জেমস্। বাবা, বাবা স্থির হও বাবা (কাঁদিয়া ফেলিয়া) এইযে আমি।

রডা। তুমি—তুমি কে? শত্রু, না মিত্র?

জেমস্। আমায় চিনতে পারছনা। আমি জেমস্।

রডা। জেমস? জেমস্ কে?

জেমস্। বাবা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান

রডা। আমার কোন সন্তান ছিলনা আমার ত কোন সন্তান ছিলনা। আমি ছিলুম অর্দ্ধান্ত প্রতাপশালী রাজা, আর যারা ছিল সবাই ছিল আমার প্রজা— উহুঃ মিথ্যা বলছ, তোমায় শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

জেমস্। বাবা -বাবা—

রডা। হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমার এক মেয়ে ছিল নাম ছিল ওলিভা। নবস্ফুট পদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমি তাকে হত্যা করেছি। আর ত আমার কোন সন্তান ছিলনা।

জেমস্। বাবা আমি জেমস্—তোমার আদরের জেমস্।

রডা। কে জেমস্ ব্যস তুমি? তবে আয় বাবা আরও একটু কাছে আয়—তোকে বুকে জড়িয়ে একটু শান্তি পাই। (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া) এতক্ষণ কোথায় ছিলে বৎস?

জেমস্। এখানেই ছিলুম।

রডা। তবে আমায় ডাকনি কেন? ছিঃ কাঁদতে আছে বাবা! আমি কি তোমায় তিরস্কার করেছি? রাজা রডারিক মরে গিয়ে আজ পিতা রডারিক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। বল বৎস তোমার কি অভাব? কোন ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তুমি আমায় কাঁদাচ্ছ?

জেমস্। এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল বাবা, তবেই আমি আর কাঁদব না।

রডা। ঔষধে কি হবেরে পাগল? ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের কাছে আমার জবাব দিহির সময় যে এসেছে। তোর স্নেহের আকর্ষণ আর আমায় ধরে রাখতে পারবেনা।

জেমস্। আমার চোখে জল না দেখলে কি তোমার শান্তি হবেনা বাবা?

রডা। ওরে না না, দে ঔষধটা আমার গলায় ঢেলে দে।

(রডারিক হা করিল জেমস্ ঔষধ ঢালিয়া দিল)

রডা। বড়ই বিটকেলে ও তিক্ত এই ঔষধটা। হ্যাঁ তবু-তবু মনে হচ্ছে শরীরে একটু বল পেলুম এই ঔষধ খেয়ে। জেমস্ পৃথিবীর তিক্ত ও কঠোর জিনিষের মধ্য দিয়েই জন্ম গ্রহণ করে যা কিছু সুন্দর-সহজ-সরল।

জেমস্। বাবা এমন সুন্দর উপদেশ দিলে কত ভাল লাগে। তা-না তুমি যা-তা বক।

রডা। উপদেশ! জীবনে রডারিক কাউকে কোন দিন উপদেশ দেয়নি, সে শুধু করেছে নির্ব্বিচারে অত্যাচার-অনাচার অবিচার-। জেমস্, আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বৎস। এ আমার উপদেশ নয়, এ আমার ব্যর্থ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

জেমস্। বল বাবা, তোমার অমূল্য উপদেশ-বাণী শ্রবন করি।

রডা। হ্যাঁ বলতেই হবে, একটু পরে হয়ত সংজ্ঞা হারাব হয়ত ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠব। জেমস্ মনে রাখবে, অন্যায়, অবিচার, অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্পদ তা যতই সুন্দর ও মনলোভা বলে প্রতীয়মান হউক না কেন, একদিন তা ব্যথিত ও অত্যাচারিতের হাহাকার ধ্বনিতে চুরমার হয়ে যাবে, জীবনে কোনদিন কোন সম্পদ বা সম্মানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেনা। এই তোমার হতভাগ্য পিতার প্রথম ও শেষ উপদেশ।

জেমস্। তোমার এ উপদেশ আমি চিরদিন মনে রাখব। জীবনের যে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইনা কেন, যা আমার বিবেক মতে হবে সত্য ও ন্যায়, তাই আমি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করব, মিথ্যা ও অন্যায়কে চিরদিনই পরিত্যাগ করব। বাবা—ঘুমিয়ে পড়েছে যাক দেহের যন্ত্রণা বোধ হয় একটু কমেছে।

রডা। না ঘুমইনি বৎস! যে মহানিদ্রার কোলে ক্রমে ঢলে পড়ছি তারই একটু স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য ঘুমের ভান করছিলুম। কিন্তু চোখ বুজলেই নানা বীভৎস বদাকার মূর্ত্তি আমায় শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হয়। আমি যে শান্তিতে মরতে পারবনা? মরণেও কি আমার শান্তি আসবেনা জেমস্?

জেমস্। ও কিছু নয় বাবা, তোমার শরীর দুর্ব্বল, তাই বাজে কল্পনা তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

রডা। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যেদিন তোমার স্বপ্ন দৃষ্ট দৈত্যের কথা শুনে আমিও তোমাকে এই উপদেশই দিয়েছিলুম। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আজ আমার অবস্থা তোমার অবস্থার চেয়েও শোচনীয়। উঃ—

জেমস। যন্ত্রণা কি বেশী হচ্ছে?

রডা। হ্যা—

জেমস। তবে আর এক দাগ ঔষধ খাও বাবা।

রডা। ঔষধে কি হবে? এযে দেহের যন্ত্রণা। তারা কতদূর এসেছে?

জেমস্। কারা?

রডা। মুসলিম সৈন্যদল॥

জেমস্। আমি শুনেছি তারা রাজধানীতে প্রবেশ করেছে, তাদের এখন প্রধান লক্ষ এই রাজপ্রাসাদ

রডা। উঃ একি মর্ম্মন্তুদ কথা আমায় শুনতে হল! রডারিক জীবিত থাকতে তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করবে বিধর্ম্মী মুসলমান? তারিক কেন তুমি আমায় জীবন অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলেনা? কেন আমার পলায়নের পথ সুগম করে দিলে?

জেমস্। মূঢ় মুসলমানদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য জেমস্ এখনও বেঁচে রয়েছে বাবা। তারা আমায় পরাভূত না করে এ প্রাসাদ কলুষিত করতে পারবেনা।

রডা। জেমস্ ওটা কি?

জেমস্। কোথায় বাবা?

রডা। ওই যে নড়ছে—

জেমস্। ও তো কিছু নয় বাবা।

রডা। মূর্খ। ও কিছু নয়-ও কিছু নয়, দেখছনা শত্রু আমার ঘরে প্রবেশ করেছে, আর তুমি বলছ ও কিছু নয়। এই বুদ্ধি বিচক্ষণতা নিয়ে তুমি আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছ? কে আছিস? দে-এ-এ-দে আমার বর্শা আমার হাতিয়ার। এনেছিস (যেন গ্রহণ করিল) রডারিকের রাজ প্রাসাদে প্রবেশের শাস্তি গ্রহণ কর (যেন শূন্যে বর্শা নিক্ষেপ করিল।) হাঃ হাঃ হাঃ কেমন হয়েছে?

জেমস্। তুমি স্থির হও বাবা, স্থির হও—বাবা—বাবা—

রডা। একি রডারিকের আঘাত ফিরিয়ে দিলে? কিন্তু অগ্রসর হচ্ছ কেন? আমায় হত্যা করবে? কিন্তু আমার যে আর যুদ্ধ করবার মত কোন অস্ত্রই নেই। উঃ ওগো আর না, আমি তোমায় মিনতি করে পায়ে পড়ি দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী স্পেনরাজ রডারিক তোমার পায়ে পড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছে। ওগো তুমি আমায় মেরনা আর আঘাত করনা—করনা! (উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া উপবেশন কিন্তু পরক্ষণেই ঢলিয়া ভূমিতলে পতন ও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।)

জেমস্। বাবা—বাবা—একি, কথা বলছনা। সর্ব্বদেহ হীম হয়ে গেছে। বাবা তোমার জেমস্ তোমায় ডাকছে একবার শুধু একবার তাকে জেমস বলে ডাক, একবার তার মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদী হস্ত প্রসারিত কর। তোমার আদরের জেমসের বদনমণ্ডল অশ্রুবন্যায় ভেসে গেছে, তবুও তুমি কথা বলবেনা? তবে তুমি যেখানে গেছ সেখানে কি দয়া মায়া-স্নেহ প্রীতি ভালবাসা কিছুই নেই? বাবা—বাবা—

(রডারিককে জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরে ক্রন্দন)

(গান করিতে করিতে ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। কেন নয়ন তোমার ছল ছল—

জেমস্। কে তুমি মূঢ় আমার মৃত্যুতে উৎসব করছ? ফকির তুমি—তুমিও আমায় উপহাস করছ?

www.ahlehadeethbd.org

ফকির— গান

কেন নয়ন তোমার ছল ছল, মুখে হাসি নাই ?
ব্যথায় কেন মুষড়ে পড়, পুরুষ হওয়া চাই।
জীবনেতে আছে দুখ,
তারি মাঝে পাবি সুখ,
তবু কেন ভাঙ্গে বুক, কর আই ঢাই !
কেন নয়ন তোমার ছল ছল, মুখে হাসি নাই ?
জীবন-মরণ কথা,
একই সাথে রয় গাঁথা,
তবু কেন কাঁদা কাটা ব্যথা কেন পাই ?
কেন নয়ন তোমার ছল ছল, মুখে হাসি নাই ?

(গান করিতে করিতে জেমসের পার্শ্বে উপবেশন)

জেমস্। তোমার চোখে জল মুখে হাসি একি অপূর্ব মূর্ত্তি তোমার ফকির !

ফকির। জন্ম মৃত্যু সবই খোদার হাতে বৎস। তাই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বিয়োগ-ব্যথায় মানুষকে ধৈর্য্য ধারণ করতেই ইসলাম শিক্ষা দেয়।

জেমস্। কিন্তু আমি যে নয়নবারি রোধ করতে পারছি না। —ওগো আমায় সে মন্ত্র শিখিয়ে দেবে যা মানুষকে পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করতে সহায়তা করে ?

ফকির। নিশ্চয়ই বৎস নিশ্চয়ই। সে মন্ত্রে পৃথিবী তোমার নিকট এক নতুন বস্তু বলে প্রতীয়মান হবে। জীবনের একটি নতুন অর্থ পাবে।

(নেপথ্যে আল্লাহু আকবর ধ্বনি)

(মুসা, আবদুর রহমান, তারিক, জুলিয়ান ও তারিফের প্রবেশ)

মুসা। তোমার পাপের ফল প্রত্যক্ষ কর। (রডারিকের নিকটে যাইয়া) জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিবে গেছে। —হায় হতভাগ্য ইহলোকে তুমি যাপন করলে অশান্ত বিদগ্ধ জীবন, মরণেও ভোগ করতে হবে দোযখের ভীষণ শাস্তি।

জেমস্। সালারে আজম, আমার পিতার দোযখের শাস্তি নিবারণের কি আর কোন উপায়ই নেই ?

মুসা। না বৎস ! মানুষের কর্ম্মজীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপ পুণ্য সবই বন্ধ হয়ে যায়। আমি তোমার পিতার শোচনীয় পরিণতিতে আন্তরিক দুঃখিত। (সহকর্ম্মীদের প্রতি) বন্ধুগণ ! আল্লার ইচ্ছায় স্পেন বিজয় আমাদের সমাপ্ত হয়েছে। আমীরুল-মো'মেনীনের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে আজই দূত প্রেরণ করতে হবে। সহকর্মীবৃন্দ, আজ এই বিজয়ের শেষে তোমাদের এই উপদেশবাণীই দিচ্ছি যে, তোমরা কোনদিনই ইসলামের আদর্শ হতে বিচ্যুত হবেনা। মনে রেখ, খোদা তাঁর পাক কালামে বলেছেন যে, তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করেননা যেপর্যন্ত না তারা নিজেরাই তাদের ধ্বংস আনয়ন করে। আমরা যতদিন ইসলামী আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা রাখতে পারব ততদিনই আমাদের শুভ্র পবিত্র বিজয় পতাকা এতটুকু মলিন বা কলঙ্কিত হতে পারবেনা। —আর যখনই আমরা ইসলামের আদর্শ বিচ্যুত হব তখনই আল্লার অভিশাপ আমাদের উপর নেমে আসবে—আমরা হব ঘৃণ্য ও হেয়। তাই আবার আমি হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি হুঁসিয়ার বন্ধুগণ হুঁসিয়ার !

—যবনিকা পতন—

গ্রাহকগণের প্রতি

তর্জুমানের গ্রাহকগণকে অবহিত করা যাইতেছে যে, কোনরূপ অভিযোগ সম্বলিত পত্রাদি লিখিতে হইলে উহাতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা অত্যাবশ্যক। গ্রাহক নম্বর না থাকিলে কোনরূপ প্রতিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। নূতন গ্রাহকগণ চিঠিতে কিংবা মণিআর্ডার কুপনে "নূতন" শব্দটি লিখিবেন এবং পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

বিনীত
ম্যানেজার তর্জুমান

www.ahlehadeethbd.org

الاسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

জুমামস্জিদের সংখ্যাধিক্য ও স্থান পরিবর্তন
(২)

হাফেয ইব্নুলমন্যর লিখিয়াছেন, বিদ্বানগণের এ সম্বন্ধে মতভেদনাই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্রযুগে এবং খলীফা চতুষ্টয়ের শাসনকালে রসূলুল্লাহর (দঃ) মস্জিদ ব্যতীত মদীনায় অন্য কোন স্থানে জুমাপড়া হইতনা। জুমার দিনে অন্যান্য মস্জিদগুলি বন্ধ থাকিত আর সকলেই একই মস্জিদে সমবেত হইতেন।

لم يختلف الناس ان الجمعة لم تكن تصلى فى عهد النبى صلى الله عليه و سلم و فى عهد الخلفاء الراشدين الا فى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم و فى تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة و اجتماعهم فى مسجد واحد ابين البيان بان الجمعة خلاف سائر الصلوة و انها لا تصلى الا فى مكان واحد-

ইহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জুমার নমায অন্যান্য নমাযের মত নয় আর একস্থান ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে জুমাপড়া চলেনা। ‡

হাফেয আবদুররয্যাক হযরত আনস বিনে মালিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেস্থানে বসবাস করিতেন, যেস্থান হইতে বস্রা নগরী তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, অথচ হযরত আনস এই তিন মাইল অতিক্রম করিয়া বস্রায় আসিয়া জুমা পড়িতেন। † ইবনে-আবিশায়বা লিখিয়াছেন, হযরত আনস যাবিয়ায় বসবাস করিতেন, যেস্থান হইতে বস্রার দূরত্ব ছিল ছয় মাইল আর তিনি এই ছয় মাইল অতিক্রম করিয়া বস্রায় আসিয়া জুমা পড়িতেন। * বয়হকী লিখিয়াছেন, যুলহুলায়ফার লোকেরা মদীনায় আসিয়া জুমা পড়িতেন। §

যুলহুলায়ফা মদীনা হইতে মক্কার পথে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনে উমর বলিয়াছেন, কোন নগরের বৃহত্তম মস্জিদ, যে স্থানে মুসলমানদের অধিনায়ক জুমা পড়েন, সেই মস্জিদ ব্যতীত অন্যান্য মস্জিদে জুমা পড়া চলিবেনা। ¶

لاتقام الجمعة ۔ لافى المسجد الاكبر الذى يصلى فيه الامام -

রসূলুল্লাহর (দঃ) উল্লিখিত হাদীস সমূহ আর সাহাবাগণের আচরণের সাহায্যে দুইটি বিষয় অবিসম্বাদিত ভাবে প্রতিপন্ন হয় :

প্রথমতঃ কোন নগর বা গ্রাম বা জনপদে রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় সহচরবৃন্দের আদর্শযুগে অকাধিক জুমামস্জিদের অস্তিত্ব ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ, দূরদূরান্তরের জনসাধারণ বহু অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাদের স্বস্ব পঞ্জগানা মস্জিদ সমূহে জুমা কায়েম করার পরিবর্তে তাঁহারা দূরবর্তী এমন কি ছয় মাইল পর্যন্ত দূরে অবস্থিত জামে মস্জিদে গমন করিয়া জুমা পড়িয়া আসিতেন।

অতএব শরয়ী কারণ ব্যতীত একই জনপদে একাধিক জুমা মস্জিদ কায়েম করা সুন্নতের খিলাফ এবং স্বর্ণযুগের আদর্শের পরিপন্থী।

একই জনপদে একাধিক জুমা

২৮০ হিজ্রীর পূর্বে কোন স্থানের কোন নগরে একাধিক জুমা পড়া হইতনা। সর্বপ্রথম আব্বাসী

---

‡ তল্খীসুলহাবীর (১) ১৩৩ পৃঃ।

† আওনুলমাবুদ (১) ৪০৮ পৃঃ। * ফতহুলবারী (২) ৩২০ পৃঃ

§. তল্খীছ (১) ১৩৩ পৃঃ।

¶ মুগনী (২) ৩৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খলীফাগণের অন্যতম মু'তাযিদ বিল্লাহ [২৪২—২৮৯] বাগদাদে জামে মস্জিদ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে জুমা পড়েন। হাফেয খতীব বাগদাদী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, পুরাতন মস্জিদে জুমা কায়েম থাকা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম খলীফা মু'তাযিদের সময়ে বাগদাদে পৃথক ভাবে জুমা পড়ার রীতি আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু তখনও পৃথক জুমা মস্জিদ নির্মিত হয় নাই। খলীফারা সাধারণ জামে মস্জিদে তাঁহাদের প্রাণের আশংকা করিয়া এই কার্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ২৮০ হিজরীতে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। অতঃপর মু'তাযিদের পুত্র মুক্তফীবিল্লার শাসনকালে (২৮৯—২৯৫ হিঃ) স্বতন্ত্র জুমা মসজিদ নির্মিত হয় এবং তাহাতে জুমার নামায পড়া হইতে থাকে। ¶

ان اول جمعة احدثت فى الاسلام فى بلد مع قيام الجمعة القديمة فى ايام المعتضد فى دارالخلافة من غير بناء مسجد لاقامة الجمعة و سبب ذالک خشية الخلفاء على انفسهم فى العام، و ذالک سنة ثمانين و مائتين، ثم بنى فى ايام المكتفى مسجد، فجمعوا فيه —

মহামতি ইমামগণের অভিমত

ইমাম শা'রানী লিখিয়াছেন, ইমাম চতুষ্টয় অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, কোন নগরের অধিবাসীবৃন্দের সংখ্যা যদি এত অধিক হয় যে, এক মসজিদে তাহাদের সংকুলন-হওয়া সম্ভবপর হইয়া না উঠে, শুধু সেই অবস্থাতেই একাধিক জুমা জায়েয হইতে পারে, নতুবা একাধিক জুমা জায়েয হইবেনা। ইমাম মালেক বলিয়াছেন, একস্থানে বিভিন্ন মস্জিদে জুমা পড়া হইলে প্রাচীন মসজিদেই জুমা পড়া উত্তম।

اذا اقيمت فى جوامع فالقديم اولى—

ইমাম আবু ইউসুফ বলিয়াছেন, যদি নগরের মধ্যভাগে নদী বা পাহাড় বা অরণ্য থাকে, তবে দুই জুমা দুই পার্শ্বে জায়েয হইবে আর যদি নগরের শুধু একটি পার্শ্ব'ই হয়, মধ্যভাগে কোন অন্তরায় না থাকে, তাহাহইলে এক নগরে দুই জুমা জায়েয হইবে না।

اذا كان للبلد جانبان جاز فيه اقامة جمعتين و ان كان لها جانب واحد، فلايجوز —

ইমাম আহ্মদ বলেন, কোন নগর যদি বাগদাদের মত বিরাট ও জনসংখ্যা বহুল হয়, তবেই দুই জুমা জায়েয হইবে আর একটির অধিক জুম মস্জিদের প্রয়োজন না হইলে জায়েয হইবেনা। †

اذا عظم البلد، و كثر اهله كبغداد، جاز فيه جمعتان' و ان لم يكن لهم حاجة الى اكثر من جمعة لم يجز —

"রহমতুল উম্মা" নামক শাফেয়ী ফিক্‌হ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ীর আসল মযহবসূত্রে সহর যতই বৃহৎ হউক না কেন, একটির অধিক জুমা কায়েম করা চলিবে-না। ইহাই ইমাম মালিকেরও মযহব।

لايقام فى بلد و ان عظم اكثر من جمعة واحدة على اصل مذهب الشافعي، و هو مذهب مالک رحمهما الله تعالى

ইমাম তাহাবী লিখিয়াছেন, আমাদের হানাফী মযহবের সঠিক মস্আলা এই যে, কোন জনপদের একাধিক স্থানে জুমা কায়েম করা বৈধ হইবেনা। §

قال الطحاوى الصحيح من مذهبنا انه لا يجوز اقامة جمعة فى اكثر من موضع واحد فى المصر

হাফেয ইবনেহজর আস্কলানী লিখিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলিয়াছেন, শহর যতই বৃহৎ ও মস্জিদ-বহুল হউক না কেন, এক-স্থানে ছাড়া জুমা কায়েম করা হইবে না। কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার পরবর্তী খলীফাগণ একস্থানে একাধিক জুমা কায়েম করেননাই। ইমাম আহ্মদকে তদীয় ছাত্র, আস্রম জিজ্ঞাসা করিয়া-

قد نص الامام الشافعى على ان الجمعة لا تقام فى البلدة و لو عظمت و كثرت مساجده الا فى موضع واحد - و ذلک لان النبى صلى الله عليه و سلم و الخلفاء بعده لم يفعلوا الا كذالک - و قال الاثرم لاحمد بن حنبل اجمع جمعتين فى مصر؟ فقال لا اعلم احداً فعله !

¶ তয্‌খীসুলহাবীর (১) ১৩৩ পৃঃ।

† মীযানুল কুবরা (১) ২১৯ পৃঃ।

§ রহমতুল উম্মা (১) ৮৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

و فى جواز التعدد شبهة قوية لان خلافه روى عن ابى حنيفة ، و اختاره الطحاوى و التمرتاشى و صاحب المختار و جعله العتابى الاظهر - و هو مذهب الشافعى والمشهور عن مالك و احدى الروا يتين عن احمد، كما ذكره المقدسى ، بل قال السبكى من الشافعية انه قول اكثر العلماء و لا يحفظ عن صحابى و لاتابعى تجويز تعددها و فى البدائع انه ظاهر الرواية و فى شرح المنية عن جوامع الفقه انه اظهر الروايتين عن الامام ، قالـه فى النهر و فى الحاوى القدسى و عليه الفتوى و فى التكملة للرازى و به نأخذ ، فهو حينئذ قول معتمد فى المذهب لا قول ضعيف —

ছিলেন, কোন জনপদে দুই জুমা কায়েম করা চলিবে কি? ইমাম সাহেব বলেন, কোন বিদ্বানের এরূপ আচরণের কথা আমি অবগত নই। "তাআদ্দুদে জুমুআ" নামক পুস্তকের রেওয়ায়ত অনুসারে ইমাম সাহেব তদীয় ছাত্রকে বলিয়াছিলেন,—মুসলমানদের অধিকৃত দেশসমূহের কোন নগর সম্বন্ধে আমি অবগত হইনাই যে, তথায় দুই জুমা কায়েম করা হইয়াছে। *

لا اعلم بلداً من بلاد المسلمين اقيمت فيه الجمعتان —

ইমাম আহ্‌মদ ২৪১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। ইস্‌লাম জগতের অধিকাংশ প্রদেশগুলি যথা মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা ও ভারতের উপকূলভাগ সমস্তই তার পূর্বেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একই নগর বা জনপদের একাধিক স্থানে জুমা করার রীতি কুত্রাপিও প্রবর্তিত হয়নাই।

হানাফী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়া ও সদরেশ্‌শহীদের জামে'সগীরের টীকায় লিখিত আছে: যাহারা অক্ষম, তাহাদের পক্ষে জুমার দিনে জামাত করিয়া যোহর পড়া মকরূহ, এইরূপ কয়েদীদের পক্ষে জামাত করিয়া জুমার দিবস নমায পড়া অবৈধ, ইহাতে জুমার উদ্দেশ্যহানি ঘটিয়া থাকে। কারণ জুমার তাৎপর্য হইতেছে বিভিন্ন জামাতগুলিকে সম্মিলিত করা। † আল্লামা ইব্‌নুলহুমাম হেদায়ার টীকায় উল্লিখিত উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, একই জনপদে বিভিন্ন স্থানে জুমা পড়া নিষিদ্ধ। ¶ শায়খ মোহাম্মদ আমীন দামেশ্‌কী দুররেমুখতারের টীকায় লিখিয়াছেন,

و يكره ان يصلى المعذور يوم الظهر يوم الجمعة فى المصر و كذا اهل السجن لما فيه من الاخلال بالجمعة اذ هى جامعة للجماعات —

هذا الوجه مبنى على عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر الواحد —

একাধিক জুমা জায়েয হওয়া সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে কারণ ইমাম আবুহানীফার প্রমুখাৎ ইহার বিপরীত বর্ণিত আছে। ইমাম তাহাবী, তমরতাশী এবং মুখ্‌তারের সংকলয়িতা অবৈধতার ফত্‌ওয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আত্তাবী অবৈধতাকেই প্রকাশ্য মযহব বলিয়াছেন। ইহাই ইমাম শাফেয়ীর মযহব। ইমাম মালেকের ইহাই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি। ইমাম আহ্‌মদের দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে ইহা অন্যতম, মকদসী ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। শাফেয়ী-ফকীহ ইমাম সুবকী বলেন, ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর বাচনিক একাধিক জুমা জায়েয হইবার ফত্‌ওয়া উল্লিখিত নাই। বাদায়ে' গ্রন্থে ইহাকে প্রকাশ্য রেওয়ায়ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মুনিয়ার ভাষ্যে জওয়ামেউল ফিক্‌হ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, ইমাম আবুহানীফার দ্বিবিধ রেওয়ায়তের মধ্যে ইহাই প্রকাশ্য। নহরুল ফায়েকেও এইরূপ উল্লিখিত আছে। হাবীকুদ্‌সীতে বলা হইয়াছে যে, একাধিক জুমা না জায়েয হওয়াই হানাফী মযহবের ফত্‌ওয়া। রাযীর তকমিলায় কথিত আছে যে, আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি। অতএব একাধিক জুমা নাজায়েয হওয়াই হানাফী মযহবের বিশুদ্ধ

* তলখীস (১) ১৩৩ পৃঃ।

† হিদায়া, ইউসুফী (১) ১৫৩ পৃঃ।

¶ ফত্‌হুলকদীর, মীরী (১) ৪১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উক্তি, এ উক্তি দুর্বল নয়। § আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হিদায়ার টীকায় লিখিয়াছেন, জাওয়ামেউল-ফিক্‌হ গ্রন্থে ইমাম আবুহানীফার দুইটি রেওয়ায়ত রহিয়াছে :

و في جوامع الفقه روايتان : و الاظهر عنده عدم الجواز في الموضعين، فان فعلوا فالجمعة للاولين و ان وقعتا معاً او جهلت فسدتا.

প্রকাশ্য রেওয়ায়ত মতে দুই স্থানে জুমা নাজায়েয। যদি দুই স্থানে জুমা পড়া হয়, তাহাহইলে যাহারা প্রথমে পড়িয়াছে, তাহাদের নমায শুদ্ধ হইবে আর যদি উভয় স্থানে একসঙ্গেই জুমা পড়া হইয়া থাকে অথবা পূর্বাপরের বিবেচনা না করা হয়, তাহাহইলে উভয় স্থানের জুমাই বাতিল হইবে। ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন যায়লয়ী কনযুদ্দাকায়েকের টীকায় লিখিয়াছেন, ইমাম আবুহানীফা বলেন, কোন জনপদের একস্থান ব্যতীত জুমা বৈধ নয়। যদি জনপদের একাধিক স্থানে জুমা পড়া হয় তাহাহইলে যাহারা প্রথমে নমায শুরু করিয়াছে অথবা প্রথমে শেষ করিয়াছে অথবা আরম্ভ ও শেষ যাহাদের প্রথমে ঘটিয়াছে, তাহাদের নমায দুরস্ত হইবে। আল্লামা ইবনুল হুমাম ও দুর্‌রেমুখতারের সংকলয়িতাও অনুরূপ উক্তি স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। † কাযীখান ও ইবনুলহুমাম ইমাম আবুইউসুফ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তদীয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, একটি জনপদে দুইস্থানে জুমা জায়েয নয়, যদি না জনপদটির মধ্যভাগে বড়নদী প্রবাহিত থাকে। এরূপ অবস্থায় উহা দুইটি জনপদ বলিয়া গণ্য হইবে। এই জন্য কাযী আবু-ইউসুফ বাগ্‌দাদের পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ করিতেন। কাযী সাহেব আরও বলিয়াছেন, একাধিক স্থানে জুমা পড়া হইলে যাহারা পূর্বে নমায

انه لاتجوز في المصر الا ان يكون بينهما نهر كبير، حتى يكون كمصرين و كان يأمر بقطع الجسر ببغداد لذلك، فان لم يكن فالجمعة لمن سبق، فان صلوا معاً او لم تدر السابقة فسدتا —

পড়িবে তাহাদের জুমা সিদ্ধ হইবে আর উভয় স্থানে একই সময়ে জুমা পড়া হইলে, অথবা কে আগে পড়িয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে না পারিলে উভয় স্থানেই জুমার নমায বাতিল হইয়া যাইবে। ¶

ইমাম মালেক বলিয়াছেন, মস্‌জিদের পিছন দিকে ইমামের অনুসরণ করিয়া জুমা পড়া চলিবেনা। কারণ মস্‌জিদে-জামে ব্যতীত অন্যত্র জুমা সিদ্ধ নয়। যদি এরূপ ভাবে কেহ জুমা পড়ে তাহাহইলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও তাহাকে চার রাক্‌আত যোহর পড়িতে হইবে। কিন্তু জুমা ব্যতীত অন্য নমায মস্‌জিদের পিছনে ইমামের অনুসরণ করিয়া পড়া দোষণীয় হইবেনা।

قال مالك: فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الامام لاينبغي ذلك لان الجمعة لاتكون الا في المسجد الجامع فان فعل يعيد و ان خرج الوقت يصلي اربعاً و لا بأس بذلك في غير الجمعة —

ইমাম মালেক আরও বলিয়াছেন, মদীনা হইতে যাহারা তিন মাইলের মাথায় বাস করে আমার বিবেচনায় তাহাদের সকলকে মদীনায় আসিয়া জুমা পড়িতে হইবে। মদীনা হইতে আওয়ালীর সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ছিল তিন মাইল। তিন মাইলের সামান্য কিছু ঊর্ধে হইলেও আমার বিবেচনায় মদীনায় আসিয়া তাহাকে জুমা পড়িতে হইবে।

كل من كان على رأس ثلاثة اميال من المدينة ارى ان يشهد الجمعة و انما بين ابعد العوالي و بين المدينة ثلاثة اميال، و ان كانت زيادة يسيرة فارى ذلك عليه

ইমাম মালেক বলেন, ইউনুস বিনে ইয়াযীদ ইবনেশিহাব যুহরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমরা অবগত হইয়াছি যে রসূলুল্লাহ [দঃ] আওয়ালীর অধিবাসীবৃন্দকে জুমার দিবসে স্বীয় মস্‌জিদে সম্মিলিত করিতেন, এই ভাবে যে-

و عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع اهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق

§ রদ্দুল্‌মুহতার (১) ৫৪১ পৃঃ।

† ফতহুলকদীর (১) ৪১১ পৃঃ; দুর্‌রেমুখতার (১) ১৪১ পৃঃ।

¶ ফতওয়া কাযীখান (১) ৮৫ পৃঃ; ফতহুলকদীর (১) ৪১১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সকল মুসলমান আকীকে বাস করিতেন তাঁহারা মদীনায় জুমা পড়িতে আসিতেন। ¶

ইমাম শাফেয়ী তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোন নগর বা জনপদের অধিবাসীগণ যতই সংখ্যাবহুল আর সে স্থানে শাসনকর্তা ও মস্‌জিদের সংখ্যা যতই বিপুল হউক না কেন, সে স্থানের সর্ববৃহৎ মস্‌জিদ ব্যতীত অন্যান্য মস্‌জিদে জুমা পড়া চলিবেনা। সেস্থানে একাধিক বৃহদায়তন মস্‌জিদ থাকিলে তন্মধ্যে শুধু একটি বৃহদায়তন মস্‌জিদ ব্যতীত অন্যান্যগুলিতে জুমা পড়া হইবেনা। যদি সেস্থানের অধিবাসীরা সর্ববৃহৎ মস্‌জিদ ব্যতীত অন্যান্য মস্‌জিদে জুমা পড়ে তাহাহইলে যাহারা পরে জুমা পড়িয়াছে, তাহাদের জুমা গণ্য হইবেনা। তাহাদের পুনরায় চার রাকআত যোহর পড়িয়া লওয়া আবশ্যক। §

و لايجمع فى مصر و ان عظم اهله و كثر عامله و مساجده الا فى المسجد الاعظم و ان كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها الا فى واحد و ايها جمع فيه اولا بعد الزوال، فهى الجمعة و ان جمع فى آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة و كان عليهم ان يعيدوا ظهراً اربعاً -

হাম্বলী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুগনীতে লিখিত আছে,— যদি শহর এত বিরাট হয়, যাহার অধিবাসীদের এক মস্‌জিদে সম্মিলিত হওয়া অধিবাসীদের বাসভবনের দূরত্ব বা মস্‌জিদের আয়তনের ক্ষুদ্রতার জন্য দুঃসাধ্য হইয়া যায়, তাহাহইলে প্রয়োজনমত একাধিক মস্‌জিদে জুমা জায়েয হইবে, যেরূপ বাগদাদ ও ইস্‌ফিহানের ন্যায় বড় বড় নগর। কিন্তু এরূপ নাহইলে একাধিক মস্‌জিদে জুমা জায়েয হইবেনা। যদি দুই মস্‌জিদে প্রয়োজন মিটিয়া যায়, তৃতীয় মস্‌জিদে জুমা জায়েয হইবেনা। আতা বিনে আবি রিবাহ ব্যতীত এ বিষয়ে কেহ বিরোধিতা করেননাই। আর অধিকাংশ বিদ্বানগণের সিদ্ধান্তই উত্তম। কারণ রসুলুল্লাহ [দঃ] ও তদীয় খলীফাগণের প্রমুখাৎ একাধিক স্থানে জুমা পড়ার অনুমতি প্রমাণিত হয় নাই, আর বিনা প্রমাণে গায়োরি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিতে যাওয়া অবৈধ। ইমাম আবুহানীফা, মালিক ও শাফেয়ী বলিয়াছেন, এক নগরে একাধিক স্থানে জুমা জায়েয নয়। ¶

ان البلد متى كان كبيراً يشق على اهله الاجتماع فى مسجد واحد ، و يعتذر ذلك لتباعد اقطاره او ضيق مسجده عن اهله كبغداد و اصبهان و نحوهما من الامصار الكبار، جازت اقامة الجماعة فيما يحتاج اليه من جوامعها و قال: و اما مع عدم الحاجة فلا يجوز فى اكثر من واحد ، و ان حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة - لانعلم فى هذا مخالفاً الا عطاء بن ابى رباح، و ما عليه الجمهور اولى ، اذ لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم و خلفائه انهم جمعوا اكثر من جمعة ، و لايجوز اثبات الاحكام بالتحكم بغير دليل - و قال ابوحنيفة و مالك و الشافعى: لاتجوز الجمعة فى بلد واحد اكثر من موضع واحد -

এ পর্যন্ত মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের নামে প্রচলিত ফিক্‌হ শাস্ত্রের যেসকল উদ্ধৃতি পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, সেগুলির সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে,

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী স্বস্ব গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় একস্থানে একাধিক জুমা কায়েম করা অবৈধ বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবুহানীফার যে সিদ্ধান্ত ইমাম তাহাবী, তমর্‌তাশী, রাযী, যয়লয়ী, ইব্‌নেহুমাম, হিদায়ার গ্রন্থকার, আল্তাবী; ইব্‌নে মওদুদ মুসলী, কাসানী, কাবেসী হাবীকুদসীর সংকলয়িতা ইব্‌নে আবেদীন ও কাযী খান প্রভৃতি হানাফী ফকীহগণ স্বস্ব গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন তদনুসারে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সহিত ইমামেআ'যমের কোন প্রকার বিরোধ নাই। অর্থাৎ তিনি এবং হানাফী মযহবের দ্বিতীয় স্তম্ভ, ইমাম আবুইউসুফ উভয়েইএকস্থানে একাধিক জুমা কায়েম করার কার্য নাজায়েয

¶ ইমাম মালেক, মুদাউয়ানাতুল কুবরা (১) ১৫১ ও ১৫৩ পৃঃ।

§ ইমাম শাফেয়ী, কিতাবুল উম (১) ১৭১ পৃঃ।

* ইবনেকুদামা, মুগনী (২) ৩৩৪ ও ৩৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিয়াছেন। ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে শুধু ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল কতিপয় জরুরী অবস্থায় এক নগরে একাধিক জুমার অনুমতি দিয়াছেন। যথা, এরূপ বিরাট জনবহুল নগর, যাহার অধিবাসীদের পক্ষে দূরদূরান্তর হইতে জামে মস্‌জিদে সমবেত হওয়া দুঃসাধ্য অথবা নগরে এরূপ বৃহদায়তন মস্‌জিদে অভাব, যেখানে নগরের সমুদয় অধিবাসীবৃন্দের সম্মিলিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আচরণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন মাইল দূরবর্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে তাঁহারা স্বতন্ত্র জুমা কায়েম করার অনুমতি দেননাই। আর ইহাও প্রনিধান যোগ্য যে, বয়তুল মক্‌দসকে কিব্‌লা করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় সর্বপ্রথম যে, চতুষ্কোণ মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ ছিল ১শত হাত। দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরতের আদেশক্রমে মস্‌জিদে-নববীর আয়তনকে দ্বিগুণ করা হইয়াছিল। † রসূলুল্লাহর (দঃ) তিরোধানের পর তদীয় খলীফাগণের যুগেও মস্‌জিদে নববীর আয়তন বর্ধিত করা হইয়াছে। হাম্বলী ফিক্‌হে দূরত্ব ও স্থানাভাবের ওজুহাতে যে একাধিক মস্‌জিদের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সীমা নির্ধারণ করা হয়নাই। রসূলুল্লাহর (দঃ) মস্‌জিদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে একটি জামে মসজিদে ন্যূনাধিক ১০ শহস্র লোকের সংকুলন হওয়া উচিত এবং অন্ততঃ তিন মাইল দূরবর্তী স্থানের লোকদেরও এক ও অভিন্ন জুমায় যোগদান করা কর্তব্য।

বিদ্বানগণের মধ্যে কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন, যেস্থানে জুমা পড়া হইবে, সেস্থানে শাসনকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক, সেস্থানে ইস্‌লামি আইন প্রযোজ্য থাকা প্রয়োজন। ইহার উত্তরে ইমাম আহমদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করা যথেষ্ট। আবুদাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন মস্‌আব বিনে উমায়ের মদীনায় আগমন করেন, তখন মুসলমানরা তাঁহাদের ইস্‌লাম প্রকাশ করেননাই, তাঁহারা গোপনে একটি গৃহে বাস করিতেন, মস্‌আব তাঁহাদের লইয়া জুমা পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মাত্র চল্লিশ জন ছিলেন। সে-সময়ে মদীনায় ইস্‌লামের কে শাসনকর্তা ছিল? ইস্‌লামের কোন্ আইন তখন মদীনায় প্রযোজ্য ছিল? †

قال ابوداؤد: سمعت احمد يقول اي حد كان يقام بالمدينة؟ قد مها مصعب بن عمير و هم مختبؤن في دار، فجمع بهم و هم اربعون —

কোন কোন বিদ্বান একথাও বলিয়াছেন যে, শুধু নগরের অধিবাসীদের জন্য জুমা ওয়াজিব, গ্রামাঞ্চলে জুমা দুরস্ত নাই। আমরা এই দাবীর যথার্থতাও স্বীকার করিনা। কারণ কোরআনের সূরত-আলজুমুআয় জুমার দিবস প্রত্যেক মুসলমানকেই আযানের সঙ্গে সঙ্গে

يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله —

জুমার নমাযের জন্য ধাবিত হইতে আদেশ করা হইয়াছে, নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নাই। ইমাম বুখারী হযরত ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মস্‌জিদে জুমা কায়েম হওয়ার পর সর্বপ্রথম বাহ্‌রায়েনের জওয়াসী নামক গ্রামে আবদুল কায়েসের মস্‌জিদে জুমা পড়া হইয়াছিল। ¶

ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجد عبد القيس بشواثي من البحرين —

ইবনে খুযায়মা, ইবনে আবিশায়বা ও বয়হকী প্রভৃতি আতা বিনে ময়মুনার প্রমুখাৎ আবুরাফে'এর উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা বাহ্‌রায়েন হইতে হযরত উমর ফারুকের নিকট জুমা কায়েম করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। হযরত উমর তাঁহাকে জওয়াব দেন, যেস্থানেই আপনারা থাকুন, সেইস্থানেই জুমা কায়েম করুন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, "যেস্থানেই থাকুন," এ কথার তাৎপর্য এইযে, যে গ্রামেই আপনারা বাস করুন। কারণ তাঁহারা বাহ্‌রায়েনের গ্রামাঞ্চলে বাস

ان ابا هريرة كتب الى عمر يسأله عن الجمعة، و هو بالبحرين فكتب اليهم ان جمعوا حيث ما كنتم —

† সমহুদী, ওফাউল ওফা (১) ২৯৩ পৃঃ।

† মুগনী, (২) ৩৩৫ পৃঃ।

¶ বুখারী, কিতাবুল জুমুআ।

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয্ ইব্নে হাজার আস্কালানী

আফ্তাব আহ্মদ রহমানী এম, এ,

"Jack of all trades master of none"—একাধিক শিক্ষালাভেযাঁরা ব্রতী হন তাঁরা কোন বিষয়েই পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারেননা—প্রবাদটী ইদানীং আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দিন দিন বিদ্যুৎগতিতে আমাদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে। কিন্তু ইস্লামের স্বর্ণযুগে এমন বহু মনীষী জন্মে ছিলেন যাঁরা কবিতায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, ভাষাতত্ত্বে এমন কি বিজ্ঞানে আপন আপন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি নযীর পাওয়া যায়। আজকের এ' নিবন্ধে আমরা এমন একজন মনীষীর জীবনালেখ্য আলোচনা করব যিনি একাধারে কোরানের ভাষ্যকার, সুরসিক কবি ও হাদীছ শাস্ত্রের "দুর্ভেদ্য দুর্গ" বলে পরিচিত। ঈনি হলেন হাফিয ইব্নে হাজার আস্কালানী।

আহমদ ইবনে আলী ইব্নে মোহাম্মদ ইব্নে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইব্নে আহমদ শেহাবুদ্দীন আবুল ফজল ইবনে হাজার আস্কালানী, কিনানী, মিস্রী, ক্বাহেরী ২২শে শাবান ৭৭৩ হিঃ মোতাবেক ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৩৭২ ইং পুরাতন ক্বাইরো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (১)

"ইব্নে হাজার" হলো তাঁর বংশীয় পদবী। সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বপুরুষরা কোন এক সময় ইয়ামানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে "হাজার" নামে একটি শহর আছে এবং যতদূর মনে হয় এই শহরের নামানুসারেই তাঁর বংশীয় পদবী হয়েছে "ইব্নে-হাজার"। (২)

কোন এক শুভ মুহূর্তে ইব্নে হাজারের পূর্বপুরুষেরা ইয়ামান হ'তে হিজ্রত করে উত্তর দিকে যান এবং মিশরের সীমান্ত অঞ্চলে আস্কালান নামক শহরে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু এখানেও সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করা তাঁদের ভাগ্যে ছিলনা। তাই ১২ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১১৫৩ খৃঃ) যখন আস্কালান ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত হল তখন ইব্নেহাজার-পরিবার আস্কালানকে চিরতরে পরিত্যাগ করে মিশরের অভ্য-

[১] আযযওউল লামে, ২য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ; তাজ ৩য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ; Ency. of Islam এর ২য় খণ্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ তাঁর জন্মের তারিখ ১২ই শাবান এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রকেলম্যান তাঁর "Geschiehte Der Arabischen Litteratur" এর ২য় খণ্ড ৬৭ ৬৮ পৃষ্ঠায় ভুল বশতঃ লিখেছেন যে ইবনে হাজার আস্কালানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে আবার তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করেন, [Supplemented Bond vol ii p. 72.]। ব্রকেলম্যান আরও একটি ভুল করেছেন। সেটা হল এই যে, তিনি ইবনে হাজারের জন্ম তারিখ ১১ই শাবান ১৯শে ফেবরুয়ারী বলেছেন।

[২] Ency. of Islam ২য় খণ্ড ৩৭৯ পৃঃ; তাজ ৪র্থ খণ্ড ২১২ পৃঃ; ইয়াকুত ৭র্থ খণ্ড ৩ পৃঃ।

৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করিতেন। *

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) উরায়না নামক গ্রামের অধিবাসীবর্গকে জুমা ও ঈদ কায়েম করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমর বিনে হযমকে নজ্রানের অধিবাসীদের লইয়া উভয় ঈদের নমায পড়াইবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। §

ان النبی صلی الله علیه و سلم کتب اهل قری عرینة ان یصلوا الجمعة و العیدین و یروی انه امر عمرو بن حزم ان یصلی العیدین باهل نجران -

মোটের উপর নগর গ্রাম যে স্থানই হউক না কেন সর্বত্রই জুমা কায়েম করা ওয়াজেব কিন্তু কোন স্থানেই একাধিক জুমা কায়েম করা শরয়ী কারণ ব্যতীত দুরস্ত হই বনা।

উপরিউক্ত দাবীর পোষকতায় অতঃপর পাক ভারতীয় বিদ্বানগণের কয়েকটি ফত্ওয়া উদ্ধৃত করা হইবে।

ক্রমশঃ

* আওনুলমাবুদ [১] ৪১৫ পৃ।

§ শাফেয়ী, কিতাবুল উম্[১] ১৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

স্তরে কিনান নামক গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। এই জন্যই এই পরিবারকে "কিনানী"ও বলা হয়।

ইব্‌নেহাজারের এই আবাসভূমির অধিবাসীরা ১৯শে শাবান ৫৮৭ হিঃ মোতাবেক ১৯শে সেপ্টেম্বর ১১৯১ খৃঃ দ্বিতীয়বার নির্বাসিত হয়ে মিশর ও সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন যখন সুলতান সালাহউদ্দীন আস্‌কালানি শহরের রাজনৈতিক গুরুত্বকে ধ্বংস করার জন্য উহাকে ভস্মীভূত করেছিলেন। (১)

আমাদের আলোচ্য সময়ে কাইরো ছিল নামকরা শহর। বড় বড় বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক রাজনীতিবিশারদ এবং দার্শনিকদের কার্যকলাপ এর সুখ্যাতিকে ছড়িয়েছিল দেশ হ'তে দেশান্তরে। তাই বিচক্ষণ যুবক ইব্‌নেহাজার সুষ্ঠু পরিবেশ লাভের জন্য কিনানকে ছেড়ে কাইরোতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। [২]

ইব্‌নে হাজারের পিতামহ কুতুবুদ্দীন আবুলকাসেম মোহাম্মদ ইব্‌নে মোহাম্মদ, তাঁর পিতৃব্য ফখ্‌রুদ্দীন উছমান ইব্‌নে আলী, তাঁর পিতা নুরুদ্দীন আলী ইব্‌নে মোহাম্মদ—এঁরা সবাই ছিলেন এক একজন বিরাট পণ্ডিত, বিশেষকরে আরবী সাহিত্যে এবং হাদীস-শাস্ত্রে এঁদের সুনাম ছিল যথেষ্ট। শুধু পুরুষরাই নন এই পরিবারের মেয়েরাও হাদীস শাস্ত্রে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইবনে হাজারের বয়স যখন মাত্র ৪ বৎসর তখন তাঁর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মা ইতিপূর্বেই জান্নাতবাসিনী হন। অতএব নাবালক ইবনে হাজারের প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয় রাযিউদ্দীন ইবনে আবুবকর ইবনে নূরুদ্দীন আলী আল-খুররাবী নামক জনৈক অভিভাবকের হাতে। (৩)

হাফেজ ইবনে হাজার নয় বৎসর বয়সে তাঁর বাল্যগুরু সদর সুফ্‌তীর নিকট সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলেন। এর পরেই তিনি তদানীন্তন জাঁদরেল পণ্ডিতদের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি যয়নুদ্দীন এরাকীর [৮০৬] নিকট হাদিস শাস্ত্র, সিরাজুদ্দীন বুলকানী [৮০৫] সিরাজুদ্দীন ইবনে মুলাকেন [৮০৪], বুরহান ইব্‌নানী [৮০১], ইয্‌যুদ্দীন ইবনে জামাআ [৮১৯] এবং শামস বুরমাভীর [৮১৯] নিকট ফেকাহ শাস্ত্র, তাকুখী নুরুদ্দীন হায়ছামী [৮০৭] ও শায়খ শামসুদ্দীন ছাখাভীর নিকট কোরানের সপ্তক্বিরাত, মহিব্বুদ্দীন ইবনে হিশাম [৭৯৯], মাজ্‌দ ফিরোযাবাদী [৮১৭] এবং আলসিমারীর নিকট ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান সংকলন বিদ্যা, বদর আলবুশতাকীর [৮৩০] নিকট আরবী সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (১)

তখনকার দিনে "দেশ ফেরতা" না হলে কেউ প্রকৃত বিদ্বান বলে বিবেচিত হতনা—পুস্তকগত বিদ্যা তার যতই থাক। তাই ইবনে হাজার পুস্তকগত বিদ্যা অর্জনের পরেই দেশ ভ্রমণে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর এ' ভ্রমণ ৭৯৩ হিঃ আরম্ভ হয়ে পনের বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী হয়। এ' ভ্রমণে তিনি মধ্য এশিয়ার প্রায় সব কয়টী শিক্ষাকেন্দ্রই পরিদর্শন করেছিলেন অর্থাৎ সিরিয়া, হেজাজ, ফেলিস্তিন ইয়ামান, আলেকজেন্দ্রিয়া, সিরাকুস, যাবিদ, তায়েফ, আদন, মক্কা, মদিনা, ইয়াম্বু, গাজা, রমলাহ, ক্বুদছ, সিলিহিয়া এবং দামেশ্‌ক। এসব জায়গায় তিনি স্থানীয় বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং একমাত্র বিশ্ববিশ্রুত মোহাদ্দেছ আল্‌ইরাকীর নিকট হাদীস শ্রবণ করে দীর্ঘ দশবৎসর কাটিয়ে দেন। এসব জায়গায় তিনি যাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা তিনি নিজে ছাড়াও ইবনে ইমাদ, ছাখাভী, সয়ূতী এবং আরও অনেকে দিয়েছেন। আমরা সেসব নামের মধ্য থেকে এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন সদরউদ্দীন আবশিতি, সালেহ ইবনে খাতিব ইবনে ছালেম শাসসুদ্দীন কালকাশান্দী, বদরুদ্দীন মক্কী, মোহাম্মদ আলমুনজা, আবদুল হাদীর দুই কন্যা—ফাতেমা ও আয়েশা, আবুআবদুল্লাহ ইবনে মারদাহ এবং যয়নুদ্দীন আবুবকর ইব্‌নে হুসাইন। (১)

(১) ইবনে খলদুন ৫ম খণ্ড; De slane ৪র্থ খণ্ড ৫৩৮—৩৯ পৃঃ; ইয়াকুত ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃঃ; তাজ ৮ম খণ্ড ২০;

(২) আযযওউলামে' ২য় খণ্ড ৩৭ পৃঃ;

(৩) রফউল ইছর Mss. ৫০ পৃঃ হইতে—; সাখাভী লিখেছেন যে তাঁর অবিভাবকের নাম ছিল "যাকি আল-খুররাবী"—"আযযওউললামে" ২য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ; Ency. of Islam এ অবিভাবকটীর নাম দেওয়া হয়েছে "যাকিউদ্দীন আল-খুররাবী"।

(১) আযযওউললামে ২য় খণ্ড ৩৬—৩৮; রফউল ইছর ৫০ পৃঃ হইতে—;শাযারাত ৭ম খণ্ড ২৭১—৭৩ পৃঃ।

[২] রফউল ইছর Mss ৫২ পৃঃ হইতে; শাযারাত ৭ম খণ্ড ২৭০—৭১ পৃঃ;

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইংগিত

—আতাউল হক

কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, মক্তবে-মক্তবে,
পথে-ঘাটে, শয়নে-স্বপনে, সর্ব্ব-উৎসবে,
সুখে-দুঃখে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,হাসিতে-কাঁদিতে,
রণ-ক্ষেত্রে, বৈরী-নির্য্যাতনে, বাঁধিতে, র'ধিতে,
দানে, গানে, বন্ধুত্ব-সাধনে, অশনে, বসনে,
সম্ভাষণে, শাসনে, আসনে, ভাষণে, ভূষনে,
সর্ব্বস্থানে এই পাকিস্তানে গ্রীষ্ম কিবা শীতে
মূর্ত্ত হো'ক মুক্ত ইছলাম অবাধ গতিতে !

মূর্ত্ত হো'ক ইছলাম আজি ক্ষুব্ধ বিশ্ব-বুকে
লুপ্ত ক'রে পাষাণ-প্রাচীর যাহা যুগে যুগে
বিশ্ব-বুকে উঠেছে গড়িয়া নিতান্ত অকাজে ;
গড় হোথা রম্য গুলিস্তান—অভিনব সাজে
সাজাও এ নিঃস্ব-বিশ্ব-মরু । হে নও-জওয়ান'
কণ্টকিত বক্ষ খণ্ডে আজ কর শিরস্ত্রাণ ।
কুয়াসার ঘন আবরণ দৃপ্ত তেজে নাশি'
তব জয় ওই চক্রবালে হাসে স্নিগ্ধ হাসি !

(৪৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ইব্‌নে হাজারের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। তাঁর কর্মজীবনে বহুবার তাঁকে সরকারী পদ পূরণের জন্য আহ্বান করা হয় কিন্তু তিনি সব সময়েই তা' অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর বন্ধু আল-মুয়াইয়েদের অনুরোধে কাযীউলকুযাত জালালউদ্দিনের (৮২৪) (১) ডিপুটী কাযী হিসাবে সরকারী পদে নিযুক্ত হন। ৮২৭ হিজরীতে তিনি মিসরের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরে এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। যওউললামে, শাযারাতুয্‌যাহাব ও রফউলইসর্ নামক গ্রন্থ সমূহে এ' কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইবনেহাজারকে অন্ততঃ কম পক্ষে সরকারী পদ হতে চ্যুত এবং পুন নিয়োগ করা হয়। যাই হোক, সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালেও কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষাদানের ব্রতকে হাতছাড়া করেননি। এই সময় তিনি বিভিন্ন মস্‌জিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহে—যার সংখ্যা সয়ূতির মতে বাইশের কম নয়—শিক্ষাদানের কাজ যথারীতি পরিচালনা করতেই থাকেন। এ সব শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করতেন তন্মধ্যে কোরানের তফছির, হাদিছ, ফিক্‌হ. জবীনচরিত, ইতিহাস এবং সাহিত্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদিছশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁকে 'হাফেজুল হাদীস" বলা হত। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য তাঁর ছাত্রেরা ছাড়াও বড় বড় বিদ্বান এবং হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত হতেন।

(১) Ency. of Islamএ জালালউদ্দিনকে ভুলশিতঃ জামালউদ্দীন লিখা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এ ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদগুলি তাঁরই দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একাধারে "দারুল আদ্‌লের" প্রধান মুফ্‌তি, আল-আজহার ইউনিভার্সিটির খতিব, বাইবারসিয়ার মঠাধ্যক্ষ এবং মাহমুদীয়া লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরীয়ান (১)

ইব্‌নেহাজারের চরিত্রের মধ্যে সব চেয়ে বড় চিত্তাকর্ষক বস্তু হল তাঁর লেখনী শক্তির প্রাচুর্য্য। কি পদ্যে কি গদ্যে তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের লেখক। জীবনে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে একশত পঞ্চাশ খানারও অধিক বই লিখেছেন। আয়তনে এ'সব বই মোটেই ছোট নয়। অধিকাংশ বইয়ের অর্দ্ধেক ডজনেরও বেশী খণ্ড আছে। তাঁর রচিত সহীহ-বুখারীর ভাষ্য ফতহুলবারী একুশ খণ্ডে বিভক্ত। এই শেষ নয়। আয়তনে এর চেয়েও বড় বই তাঁর আছে। সাহিত্যিক অলংকারে অলঙ্কৃত ও গবেষণা-প্রসূত হওয়ায় এ'সব বই তাঁর জীবদ্দশায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিল এবং এ'গুলোর চাহিদাও হয়েছিল যথেষ্ট। একমাত্র ফতহুলবারী তাঁর জীবদ্দশায় ৩০০ দিনারে বিক্রি হয়েছিল।

ইব্‌নেহাজারের মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ আর একটী নাম ও উল্লেখ করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার।

(ক্রমশঃ)

(১) যওউললামে' ২য় খণ্ড ৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

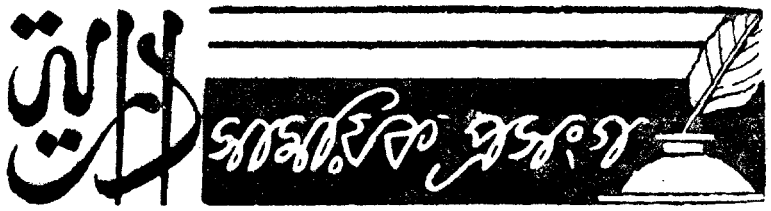

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

তর্জুমানের নববর্ষ

কৃপানিধান দয়াময় আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহে তর্জুমানুলহাদীস ৮ম বর্ষে পদার্পন করিল, ইহার জন্য আমরা আল্লাহর দীনহীন ও দুর্বল ক্রীতদাস, আমাদের প্রভুর জয় ঘোষণা আর তাঁহার নিকট আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা-জনিত সমুদয় দোষক্রটি ও অপরাধের স্বীকৃতি-প্রদান করিতেছি :

شکر نعمتہائے تو، چند انکہ نعمتہائے تو،
عذر تقصیرات من، چند انکہ تقصیرات من!

হে আমাদের প্রভু, আপনার অনুগ্রহের পরিমাণ যেরূপ অফুরন্ত, আমাদের কৃতজ্ঞতাও তেমনি সীমাহীন, কিন্তু প্রভুহে, অপরাধও আমাদের অসীম, তাই আমাদের দুঃখ ও অনুশোচনাও অফুরন্ত! হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর সেবা গ্রহণ করুন!

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

১২ মাসের সফর ষোল মাসে অতিক্রম করায় আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছুই নাই। সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যার তর্জুমান প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে, সুতরাং ৫৭ সনের নবেম্বরেই সপ্তম বর্ষের সালতামামি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বৎসর শেষ হইয়াছে ৫৮ সনের মার্চ মাসে। ষোলমাসে বৎসর শেষ করায় পাঠকদের বিরাগ ও অসুবিধা ছাড়া স্বয়ং তর্জুমানকেও বিপুল ক্ষতির সন্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রেস ও সাময়িকপত্রাদি পরিচালনা সম্বন্ধে যাঁহাদের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তাঁহারা এই বিপুল ক্ষতির ধারণা করিতে পারিবেন। অবশ্য তর্জুমানের নিয়মিত পাঠকরা একথাও অস্বীকার করিতে পারিবেননা যে, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা যেভাবেই হউক আমরা পূরণ করিয়াছি, কিন্তু এই দুর্ভোগ আর ক্ষয় ক্ষতির গোড়ার কথা খুব সামান্যসংখক লোকই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন।

তর্জুমানুলহাদীস যে আদর্শ ও ভাবধারার বাহক ও প্রচারক, তাহার সহিত বর্তমান রুচিবিকারের সহানুভূতি নাই। বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্য-চর্চার নামে যেসকল বস্তু পরিবেশন করা হয়, পূর্বপাকিস্তানে কোরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও ব্যাখ্যার কার্য সে গুলিতে স্থান প্রাপ্ত হয়না, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর সহিত সুসঙ্গত করার পরিবর্তে তথাকথিত সাহিত্যিক ও লেখকরা কোরআন ও হাদীসকেই টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া প্রচলিত সমাজ, অর্থ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর সহিত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। হাল্কা সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকদের রুচিবিকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অনৈসলামিক ভাবধারার প্রশ্রয় ও প্রসারের সাধনায় মশগুল রহিয়াছেন। সুতরাং তর্জুমানের পরিগৃহীত আদর্শের অনুরক্ত সুযোগ্য লেখক ও সমালোচকের যেরূপ দুর্ভিক্ষ সেইরূপ পাঠকের অভাবও আমাদিগকে গোড়াগুড়ি হইতেই ভোগ করিয়া আসিতে হইতেছে।

এই "মরার উপর খাঁড়া" স্বরূপ হইয়াছে তর্জুমান সম্পাদকের চিররুগ্ন ও মরণোন্মুখ স্বাস্থ্য, যাহাকে সকল প্রকার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, তাহার মুখপত্র এবং সাপ্তাহিক আরাফাত পরিচালনা করার দায়িত্ব শুধু তাহার স্কন্ধেই চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর হইতেছেনা।

উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় তর্জুমানুলহাদীসের প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেওয়াই হয়'ত সমীচিন পরিগণন

www.ahlehadeethbd.org

হইত, কিন্তু যে মহান আদর্শের পতাকা তর্জুমান উত্তোলিত করিয়াছে, তাহা স্বহস্তে অবনমিত' করা কোন ক্রমেই সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় আজ পর্যন্ত ইহাকে যেভাবেই হউক টিকাইয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু ইস্‌লামের প্রকৃত অনুরক্ত লেখক ও পাঠকগণ এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে "কোরআন ও সুন্নাহ"রএই বিজয়-কেতুকে আর বেশীদিন যে উত্তোলিত করিয়া রাখা সম্ভবপর হইবেনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহ আমাদের প্রতি সহায় হউন এবং "মুহাম্মদী" মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধ্যাণ ও উহার সহায়তাকল্পে অগ্রসর হইবার প্রেরণা মুস্‌লিম নরনারীর হৃদয়ে জাগ্রত করুন—আমীন।

فستذكرون ما اقول لكم ، و افوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد ـ

আলো চাই, পৃথিবী জুড়িয়া অশান্তির ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। আল্‌জিরিয়া, ফ্রান্স, উর্দুন, সিরিয়া, ইস্‌রাঈল ও লেবনান প্রভৃতি রাজ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে। আমেরিকা ও রুষেও পাঁয়তারা শুরু হইয়াছে, ইহাদের যুদ্ধজাহাজগুলি শান্তিপ্রতিষ্ঠার নামে মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

সউদী আরবের অবস্থাও সমস্যাপূর্ণ। বেশ কিছুদিন হইতে সম্রাট সউদের সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছেনা, কখনও শুনা যায়, তিনি স্বীয় প্রাসাদে বন্দীঅবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার ভ্রাতাই এখন সর্বেসর্বা হইয়াছেন এবং তিনি মিসরের মিলিটারী সরকারের প্ররোচনাতেই সুলতানের সহিত নাকি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। কখনও সুলতান চিকিৎসার জন্য ইউরোপের কোন হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইয়ামানেও যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা দেখা দিয়াছে। বহু অপেক্ষিত "আরব-ব্লক" মিসরের জামাল নাসেরের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তানের ঘরে বাহিরে অশান্তি, গোলযোগ ও বিশৃংখলা দেশের চিন্তাশীল সমাজের মনে ত্রাস ও নৈরাশ্যের যে অমানিশা সৃষ্টি করিয়াছে, দুনিয়ার কুত্রাপি ইহার নযীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। অন্যান্য সমুদয় রাষ্ট্রে দেশের বিপদে ও সংকটে শাসকদলই সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু এই হতভাগ্য-দেশে জনগণের সর্বনাশ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশকে শাসকগোষ্টি পৌষ মাস মনে করিয়া প্রতিযোগিতার ময়দানে তাঁহাদের জয়লাভের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন। পূর্বপাকিস্তানের সীমান্তে শত্রুদল হানা দিয়াছে, দীর্ঘকাল হইতে পাকিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করিয়া গোলাগুলি ছুড়িতেছে, মেশিনগান চালাইতেছে, ইহার ফলে পাকিস্তানীরা যে হতাহত হইতেছেনা, তাহাও নয়, অথচ আমাদের সরকার মৌখিক বা সরকারীভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাকেই যথেষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কাশ্‌মীরে নরহত্যার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে, কাশ্‌মীরের সিংহশাবক জনাব শায়খ আবদুল্লাহকে সস্ত্রীক তাঁহার বিশিষ্ট সহচর দল সহ পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাঁহাকে সমর্থন করার অপরাধে কাশ্‌মীরের হাজার হাজার নেতা, কর্মী, সেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণকে কয়েদ এবং অনেককে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, স্বয়ং জনাব শাইখ আবদুল্লাহ দৈহিক-নির্যাতন ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইয়াছেন। গোলাম বখ্‌শী সরকারের জীঘাংসু কার্যকলাপে ভারতের লোসকভাও কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর কাছে ভারত সরকারের নগ্নমূর্তি ধরিয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহার যে মর্যাদা হানি ঘটিয়াছে, তজ্জন্য বখ্‌শী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। পাকসরকার অবশ্যই অবগত আছেন, কাশ্‌মীরী মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ কোন্ অপরাধে ভারত সরকারের কোপে পতিত হইয়াছেন! তাঁহারা কাশ্‌মীরের অদৃষ্টের ফয়সালা নিজেরাই করিতে চান, তাঁহারা অবাধ গণভোটের সাহায্যে কাশমীরের পাকিস্তান বা ভারতভুক্তি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চান, তাঁহাদের এই দাবী কি পাকিস্তানের দশ বৎসরের দাবীর প্রতিধ্বনি নয়? কাশ্মীর কি পাকিস্তানের স্কন্ধস্থায়ু স্বরূপ নয়? কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর পাকিস্তানের পক্ষে টিকিয়া থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হইবেনা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার শুধু আমেরিকা ও ব্রিটেনের আঁচল ধরিয়াই কাশ্মীরী মোওয়া পাইতে চান। অথচ পাকসরকার তাঁহার নির্বুদ্ধিতামূলক নীতির দরুণ যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুরস্কার যাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করার পরও এপর্যন্ত কাশ্মীরসমস্যার সমাধানকল্পে কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেননাই, বর্তমান সরকারের পক্ষে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করার কোন সম্ভাবনাই নাই। কশ্মীরসমস্যার সমাধান শুধু নিষ্কাশিত তরবারির সাহায্যেই হইবে, কিন্তু যেসরকার নিজের নাগরিকদের ধন প্রাণ লুণ্ঠন করিয়া আমোদ প্রমোদ আর ভুয়া সংস্কৃতির পূজায় ব্যাপৃত থাকাকেই শাসনকর্তৃত্বের একমাত্র কর্তব্য মনে করে, যাহারা নিজেদিগকেও একান্ত অযোগ্য ও অপদার্থ প্রমাণিত করা সত্ত্বেও গদ্দী আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করেনা, তাহাদের নিকট হইতে জিহাদের বীরত্বের আশা শুধু নির্বোধের বেহেশ্‌ত বাসীরাই করিতে পারে।

আজ পাকিস্তান মরণপথের যাত্রী হইয়াছে, এই রাষ্ট্রের লক্ষাধিক মানুষ মহামারীর কবলে পতিত হইয়া মরণ পথে চলিয়া গিয়াছে, আরও লক্ষাধিক লোক মহামারী ও ক্ষুধার আঘাতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে কিন্তু সরকারি আর বেসরকারি নেতার দল শুধু গদ্দী দখলে রাখা বা দখল করার উদ্দেশ্যে দল পাকাইবার পবিত্র ব্রত লইয়াই চর্খীর মত দেশের সর্বত্র দৌড়াইয়া বেড়াইতেছেন। ভোটের লড়াই যতই আসন্ন হইয়া আসিতেছে, ততই বসন্ত কোকিলের দল অবিরত এপার্টি হইতে সেপার্টি আর সেপার্টি হইতে এপার্টিতে আনাগোনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, ইস্‌লামের ধ্বজাধারী দল ক্ষমতা লোলুপ হইয়া নূতন নূতন দল গঠন করিতে মনোযোগী হইয়াছেন, আদর্শবিরোধী দলসমূহের সহিত তাঁহারা আঁতাত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

মুস্‌লীমলীগের নেতৃবৃন্দ ক্রমে ক্রমে দল ভাঙ্গিয়া বিরোধী ক্যাম্পের খাতায় নাম লিখাইতেছেন, মন্ত্রীত্বের আসন অলংকৃত করিতেছেন। ইস্‌লাম আর স্বতন্ত্র-নির্বাচনের উচ্চরোলে যাঁহারা দু'মাস আগেও গগন পবন বিদীর্ণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা বিভিন্ন সুবিধা-লাভের আশায় ইস্‌লামবিরোধী ও যুক্তনির্বাচনের পাহ্‌লাওয়ানদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে স্বয়ং মুস্‌লিমলীগ কুখ্যাত স্যাপের সহিত কোয়ালিশন গঠন করিয়াছেন করাচী কর্পোরেশনে হিন্দুদের সহিত জোট পাকাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় মুস্‌লিমলীগ কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবীন লীগ নেতাগণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছেন। আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র অধিনায়ক জনাব সহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহার নিজের ও স্বীয় দলের কৃতকর্মের ফলে পূর্বপাকিস্তানে যে সংকট জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছেন, তাঁহার দলীয় সরকার যে ভাবে সকল বিভাগে অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে শংকিত হইয়া তিনি "ইস্‌লামি সোশ্যালিজ্‌মে"র ধ্বনি উত্থিত করিয়াছেন। ইস্‌লাম আর সোশ্যালিজ্‌মের পারস্পরিক সম্পর্ক অভিন্ন না ভিন্ন না বিরোধী, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা তিনি অবগত নন, কুফ্‌রের গায়ে ইস্‌লামের লেবেল আটিয়া দিলেই তাহা ইস্‌লামি চীজ বনিয়া যায়না, এটুকু বুঝিবার মত সম্বিত মুস্‌লিম জনসাধারণ এখন পর্যন্ত যে হারাইয়া ফেলেনাই, তাঁহার সে কথা বুঝিয়া রাখা উচিত। অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের পরিবর্তে আইন সভার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান নাস্তিক ও আস্তিক সদস্যদিগকে ইস্‌লামের সঠিক ব্যাখ্যার অধিকারী ঘোষণা করার স্পর্ধা দেখাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ইস্‌লাম আর সোশ্যালিজ্‌মকে এক চীজ বলিয়া ধারণা করিয়াবসা বা উভয়ের জগা খিচুড়ী রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়। সুবিধা-বাদীর দল এক সময়ে নিজেদের প্রয়োজনের তাকীদে "আওয়ামী লীগে"র নাম হইতে "ইসলাম" শব্দটি কর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল আজ যে শুধু মুসলিম সমাজের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করার জন্যই পুনরায় ইসলাম শব্দটি সোশ্যালিজ্‌মের লেজুড় স্বরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেকথা কোন্ মূর্খ বুঝিয়া লইবেনা? প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলাম আর সোশ্যালিজ্‌ম দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থার নাম, উভয়ের কার্যক্রমে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকিতে পারে, কিন্তু যেরূপ মানুষ আর বানরে দৈহিক গঠনে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও মানুষ বানর হইতে পারেনা, সেইরূপ ইসলাম, যাহার বুনিয়াদ কোরআন ও সুন্নাহর উপর কায়েম, তাহার সহিত নাস্তিক্য-বাদী সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্‌মের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারেনা। কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবস্থায় যাহার আস্থা নাই, তাহার পক্ষে সোশ্যালিজ্‌ম কম্যুনিজ্‌ম ও হিন্দুইজ্‌মের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলাম ও কুফরের জোড় মিলাইবার তাহার অধিকার নাই।

ইস্‌লামকে লইয়া স্বার্থ সর্বস্বের দল ছিনিমিনি খেলিতেছেন, আমাদের জাতীয় সর্বনাশের ইহাকেই প্রধানতম কারণ বলিয়া নির্দেশিত করা যাইতে পারে। শরীআতের বিদ্যায় যাঁদের অধিকার নাই, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারাই পাকিস্তানে ইস্‌লামের ব্যাখ্যাতার আসন অধিকার করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন আর কতক সুযোগসন্ধানী উলামায়-ইস্‌লামও নির্বিবাদে তাঁহাদের সে অধিকার স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এই দুর্বুদ্ধির ফলে পূর্বপাকিস্তানে উলামায়ে ইস্‌লামের কোন প্রতিষ্ঠানই আজ টিকিয়া থাকিতে পারিলনা।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জটিলতার কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক সমাধান করে উলামায়ে ইসলামের স্বতন্ত্র সংস্থার প্রয়োজন থাকিলেও মুসলমানদের স্ব স্ব দলগত মতবাদ ও কর্মসূচির বুনিয়াদে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করা ইস্‌লামের ও জাতির পক্ষে কল্যাণজনক নয়। খলীফা হারুণরশীদ ইস্‌লাম জগতকে ইমাম মালিকের মতবাদ ও মযহবের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু স্বয়ং ইমাম সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আজ জামাতে ইস্‌লামী সংস্কার ও সংশোধনের নামে ক্ষমতা হস্তগত করার লালসায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন. কিন্তু তাঁহাদের দলের বাহিরে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ও আদর্শপরায়ণ মুসলমানদের অস্বীকার করিয়া আর তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া তাঁহারা একটা নূতন "পলিটিক্যাল ফির্কা"র গোড়াপত্তন করিতেছেন মাত্র। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথ ও মতের মুসলমানদিগকে স্বীকৃতি দান করা অপরিহার্য।

কাদিয়ানীদের রিপাবলিকান দলকে সমর্থন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহারা ব্রিটিশ আমলে ইংরাজদের বশম্বদ ছিলেন, ইহাদের পয়গম্বর ইংরাজী শাসনের সমর্থনে আলমারী ভর্তি কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। কাদিয়ান হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা পাকিস্তানে আসিয়া লীগ সরকারের আর তারপর গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইহারই পুরস্কার স্বরূপ পাকপাঞ্জাবের সরজমিনকে মুসলমানদের রুধিরসিক্ত করা হয়। আজ ক্ষমতালাভের লোভে তাঁহারা যদি রিপাবলিকান দলকে সমর্থন করার জন্য কোমর বাঁধেন, তাহাতে বিস্ময়বোধ করার কিছুই নাই। তাঁহাদের ধর্মমত অনুসারে জাতির সমষ্টিগত সুখ, দুঃখ, আশা, আকাংখায় উদাসীন থাকিয়া শুধু স্বধর্মীদের সুবিধা-বিধানের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা বাধ্য।

বস্তুত: জাতির আত্মকলহ ও নেতৃমণ্ডলীর স্বার্থ-সর্বস্বতার ফলেই বাগ্‌দাদ, স্পেন ও দিল্লীর মুসলিমরাষ্ট্র গুলির মত পাক-ইস্‌লামি প্রজাতন্ত্রও বিধ্বস্তি ও সর্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ইস্‌লামি গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণবাদ বিভিন্ন বস্তু, তাঁহাদের শুধু ইস্‌লামের আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থার বক্তৃতা প্রদান করিলে চলিবেনা তাঁহারা নিজেরাও ইস্‌লামী আদর্শ ও ব্যবস্থায় যে আস্থাশীল তাঁহাদিগকে ইহা প্রমাণিত করা আবশ্যক। ইস্‌লামের সত্যকার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ছড়াছড়ির অবকাশ নাই, মুসলিম জাতি যে স্বতন্ত্র ও স্বরাট, ইহা গলাবাজির বিষয়বস্তু নয়। ইহাকে প্রতিপন্ন করিতে হইলে যাঁহারা জাতির নেতৃত্ব লাভ করিতে ও শাসক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সমুদয় দলপরস্তির অবসান ঘটাইয়া এক ও অখণ্ড রাজনৈতিক ইউনিটে সমবেত হওয়া উচিত।

আমরা বহুবার পূর্বে বলিয়াছি আর আজও একথার পুনরুক্তি করিতেছি যে, সমস্তদল ও মতাবলম্বী মুসলমান যেরূপ পাকিস্তান সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই পাকিস্তান গঠন করা সম্ভবপর হইয়াছিল, আজ পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইলে সমুদয় মুসলমানকে এক ও অভিন্ন পতাকামূলে সমবেত হইতে হইবে। কে পাকিস্তান কায়েম করিল, আর কে উহা পরিচালিত করিল, কোন্‌দল ইসলামি আদর্শের সত্যকার অনুসারী, এসকল বিতর্কের দ্বারা আর পরস্পরের দেহে কর্দ্দম ছিটাইবার ব্রত অবলম্বন করিয়া পাকিস্তানকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবেনা। আমাদের

www.ahlehadeethbd.org